প্রকাশক :
অনুপ সিংহ
দেবীগড় (২) মধ্যমগ্রাম
উত্তর ২৪-পরগণা

প্রথম সংস্করণ : ১৩৬৬

মুদ্রাকর :
শ্রীমথুরামোহন দত্ত
মা শীতলা কম্পোজিং ওয়ার্কস্
৭০ ডব্লু সি ব্যানার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

অমৃতলোকবাসিনী
জননীকে

## পরিচায়িকা

ভোগের শাশ্বত লীলা-নিকেতন অলকা। আশিরপদ তুষারে মণ্ডিত কৈলাসের শুভ্র অঙ্কে নিখিল নিসর্গের সকল মঞ্জুল শোভার সুধাসাররসিতা। সেখানে বাস ভোগ-সর্ব্বস্ব নবীন যক্ষ-যক্ষীর—উন্মাদনার শতধারায় তাদের নিত্য অবগাহন, সকম্প্র আঁখিতারায় কামনার নীলাঞ্জন।

মেঘদূতের নায়ক এই যক্ষেরও রক্তের প্রতি অণু-পরমাণুতে অনুক্ষণ সেই মদ-বিহ্বলতা সদাই বধূর সঙ্গমধুর আস্বাদনে তন্দ্রালস ও বেপথু। সযত্ন-লালিত নিবিড় এক সুখ-স্বপ্নকে চিরায়ত করার বিলাস-তরঙ্গে রাজকর্ম্মে হয় অনবহিত, উর্দ্ধগামী প্রবৃত্তির তাৎক্ষণিক মোহে বিস্মৃত হয় অনাগত ভবিষ্যের অমাহত রূপ।

রাজানুচর সে, তার এই স্বাধিকারপ্রমত্ততায় মূর্ত্ত হয়ে উঠে ক্রমে রাজরোষ। অনন্তযৌবনা, বিদ্যুৎবরণা প্রিয়ার অবিরত ধ্যানে, সকল অনুশাসনের ঊর্দ্ধে লজ্জাহীন আসক্তির সীমালঙ্ঘনে লিপ্ত এই তরুণ কিঙ্করটি নির্ব্বাসিত হয় অবশেষে দূরে, বহুদূরে—রামগিরির বিজন আশ্রমে। অপহৃত হয় নিষ্ঠুর যক্ষেশের নির্দ্দেশে যক্ষযোনিসুলভ তার সকল মহিমা, কিন্তু অন্তরের অন্তঃস্থলে থাকে অবিকৃত সে রাজ্যের পরম ঐশ্বর্য্য—সে অতুলন প্রেমসম্পদ। সেখানে আকাশ-বাতাস, জল-স্থল, বীথি-কানন, মৃত্তিকার প্রতি রেণুকণা পর্য্যন্ত অভিসিঞ্চিত এক অপার্থিব লীলার অনন্তমাধুর্য্যকণায়। রঘুপতি রাম আর বৈদেহীর লীলাস্মৃতিবিজড়িত চিরভাস্বর অগণ্য চিহ্নরেখায় আপ্লুত হয় নিরন্তর সেই নির্ব্বাসিতের অন্তর শূন্যতার এক নিঃসীম হাহাকারে, দগ্ধ হয় কাঞ্চনতনু বিচ্ছেদের অনলশিখায়।

তাই আশ্রমস্থলীর সন্নিহিত সকল অঞ্চল এই নিভৃত বাসকালে তার কাছে প্রায় অনধিগম্য। যেখানেই পড়ে তার চরণরেখা, দেখে সে অব্যক্ত-বেদনায় অতীতের সেই মিলনচিহ্ন আর হতাশায়, ব্যর্থতায়, একাকীত্বের ভীষণতায় তার দেহ হতে থাকে ক্ষীণ, কনককঙ্কন পড়ে খসে শীর্ণ বাহু হ'তে। প্রায়োন্মাদ তাই সে আলিঙ্গন করে উত্তরবাহী পবনকে, প্রস্তরফলকে রূপায়িত করে তার

বল্লভার সুচারুদেহ, নিশীথস্বপনে শূন্যে প্রসারিত করে দীর্ঘায়ত বাহু প্রাণ-প্রতিমাকে বক্ষে পেতে, কিন্তু কোথায় সেই রূপাভিরামা ?

দিনে দিনে দিন যায় এভাবে বিরহ-বিনোদনে, মাসের পর মাস। অবশেষে আষাঢ় আসে ঘনিয়ে, আর তারই প্রথম দিনে সঞ্চারিত হতে থাকে শৈলসানুদেশে ধূমল এক মেঘখন্ড বপ্রকেলিরত গজের মত। অবসন্ন, শীর্ণ-তনু রাজ-অনুচর তাকিয়ে থাকে নির্নিমেষ সেই সজল মেঘপানে, মথিত হৃদয়ের আবেগ-উতরোল বাষ্পরাশে মুহূর্ত্তে ছুটে যেতে চায় প্রাণ তার ঐ দূরবর্ত্তিনীর উদ্দেশে। অতিক্রান্ত প্রায় আষাঢ়ও, দিগঙ্গনে দেখা দেয় আসন্ন শ্রাবণ-সমারোহ তার সম্ভোগের বার্ত্তা নিয়ে, পুঞ্জিত হয় আরো বিষাদের ঘনঘটা যক্ষের বিরহমেদুর অন্তরাকাশে। ভোগের এই মাহেন্দ্রক্ষণে, নিষ্ঠুর মরণ হয়ত আসে মন্থরপদে তার রূপসী প্রিয়াকে বরণ করতে তার সেই অতিপ্রিয় মঞ্জু-নিকেতনে, যেখানে ভোগের অনন্ত সামগ্রীর মাঝেও বিলুণ্ঠিতা তার মন-বর্ণ-বিহারিণী। আপন বেদনার মানদণ্ডে তাই সে কল্পনা করে বঞ্চিতার বেদনাভার, মনের মুকুরে দেখে রুক্ষ তাপসিনীরূপ, আর উদ্বেলিত হৃদয়ের উচ্ছল কামনাধারায় আপ্লুত হতে থাকে তার চেতন-অচেতন বোধ।

কে দেবে তাকে এনে প্রিয়া-সংবাদ, কে শোনাবে দয়িতাকে তার মধুর কুশল বাণী, কোথায় সেই যোগ্য জন ? এই প্রলাপ আর বিলাপের অন্তরাল হতে, এই অবরুদ্ধ চেতনার অন্তহীন পারাবারে কে ভাসাবে তরী দিশারী হয়ে ? ঐ যে বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায় জলভারাক্রান্ত কোমল-তনু নবীন মেঘ, যার চরণছন্দ উত্তরমুখে, হয়ত বা সেই রূপসী অলকায়, তার সেই হোক না কেন আবির্ভূত প্রিয়া সন্নিধানে মনোহরণ বার্ত্তাবহ রূপে, নির্ব্বাপিত করুক না কেন তার অন্তরে দুঃসহ আগ্নেয় দহন ?

কুটজ কুসুমের অর্ঘ্য-উপচারে, ঐ গিরিসানুতলে তাই নতজানু সে সস্মিত বদনে ও সগদবচনে ব্যাপৃত হল মেঘ-বন্দনায়—

হে মেঘ, আমি জানি, ভুবনবিশ্রুত পুষ্কর এবং আবর্ত্তক প্রভৃতি মেঘের বংশাবতংস তুমি, স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রের প্রধান পুরুষ, অমিত শক্তির উৎসস্বরূপ ধারণ কর তুমি ইচ্ছামত রূপ, তুমি কামচর। তাই প্রিয়া হ'তে ভিন্ন দৈবাধীন আমি এসেছি তোমার নিকট। তুমি মহোত্তম, বিফল হলেও আমার প্রার্থনা তোমার কাছে বরং শ্রেয় ; নীচ অধম কুলে সফল আবেদনও যেহেতু অনভিপ্রেত।

কে বলে তুমি অচেতন ? দৈবপ্রেরিত এক প্রাণময় সত্ত্বা তুমি, ব্যাপ্ত হয়ে আছ আমার সমস্ত অন্তরাকাশে, আচ্ছন্ন করে রেখেছ আমার সকল চেতনা। সর্ব্বোত্তম সুধী আমার, দেখ একবার সমবেদনার নেত্রকিরণসম্পাতে চেতন-অচেতন, স্থাবর-জঙ্গম নিখিল চরাচরের যাবতীয় সকল কিছু আমার বিরহিত বেদনার বিমথিত অশ্রুকণায় আর্দ্র-সজল। তাই জড়ত্বের পরপারে গিরিকান্তার, নদী-নির্ঝরিণী, নগর-রাজধানী, তরুলতা-পত্রপুষ্প এক বিচিত্র সম্মোহনের আবেগে আমার প্রতপ্ত হৃদয়ের তাপ-নিরসনে সদাব্রতী। আমারই সান্ত্বনায় তারা একাত্ম, আমারই আর্ত্তিতে তারা একান্ত। তাই তোমার ঐ সুদূর যাত্রা-পথে ধন্য হবে তারা তোমায় আন্তরিক সেবাদানে, যেরূপ যখন যেখানেই হবে তোমার পদসঞ্চার, আবেশঘন স্নিগ্ধ শীতল রূপে তোমার স্বপ্রকাশ, তাদের মনোভবভবনে তুমিই হবে একমাত্র বাঞ্ছিত জন।

তোমারই উদগ্র কামনায়, তোমারই অভ্যগ্র পদধ্বনিতে তাই মূর্ত হয়ে উঠে, শিহরিত হয়ে উঠে তাদের সর্ব্বাঙ্গ। ঐ দীর্ঘ পথপরিক্রমায় পড়ে কত রমণীয় পাহাড়, বিলাস-তরঙ্গিনী কত নদী, ইতিহাসের কত জনপদ, কত দেবালয় আর ভ্রূ-ভঙ্গ-রঙ্গিনী কত নিপুণিকা, চতুরিকা, মালবিকার দল। স্বর্গে-মর্তে আকাশে-বাতাসে শেষ শয্যাশায়িত শার্ঙ্গপাণির চরণোপান্তে বা সন্ধ্যার পূর্বযামে মহাকাল মন্দিরে তারা সাশ্রুনেত্রে কম্প্রবক্ষে অপেক্ষা করে তোমার তৃপ্তির শত উপচারে।

দিকে দিকে তাই তো পরম ব্যাপ্তি শুভচিহ্নের তোমারই যাত্রালগ্নে। সুললিত কূজনের অমৃতবর্ষণ করে এখনই চাতকেরা তোমার বামে, ক্ষণমিলন রতিসুখে আবদ্ধ হয় বলাকামিথুন তোমারই শ্যাম দেহপটের অন্তরালে আর চলচঞ্চল হয়ে ওঠে মানসযাত্রী মরালদল আকৈলাস তোমার সহায়ে। সন্তাপিতের তনুর তাপ তুমিই কর একমাত্র হরণ, আকাশপথে পবনরথে তাই তোমার গোপিকাকান্ত রূপাবলোকতে পথিকবনিতার হৃদয়াকাশ আপ্লুত হবে নব আশালোকে।

রাঘবের পূত পদচিহ্ন-অঙ্কিত অচল রামগিরির সর্বাঙ্গ হ'তে নিঃসৃত হবে বাষ্পাকারে দীর্ঘ বিরহের সন্তাপ তোমারই প্রথম ধারাপাতে, বর্ষণধৌত মালভূমির সিক্ত-আঘ্রাণে পরিতৃপ্তা জনপদবধূ অভিষিক্ত করবে তোমায় অকপট কৃতজ্ঞতার অনিমেষ দৃষ্টিপাতে। সমুন্নত আম্রকূট প্রসারিত করে তার

আম্রকুঞ্জলাঞ্ছিত বিরাট বক্ষতল হয়ত চিরধন্য হবে তোমাকে নিবিড় আলিঙ্গন দানে। অদূরে বিন্ধ্যাগিরির উপলবিষম্ চরণ ঘিরে, নির্ঝর সমষ্টির বিচিত্রবর্ণে সদারঞ্জিতা শীর্ণা রেবা পরিবেশন করবে তোমায় .তীব্র সুরভিত সঞ্জীবনীধারা। পান করে সেই স্বাদু-শীতল ঈষৎ কষায়জল নববলে অগ্রবর্তী তুমি পথে পাবে হয়ত কুটজ-কুসুম সৌগন্ধিত, কেকাকলরবধন্য কত পাহাড়ের শ্রবণ-সভা আমন্ত্রণ। কিন্তু বৃথা কালহরণ না করে, অবিচলিত গতি তোমার স্তব্ধ করবে বারেক সেই কানন-ঘেরা স্বপ্নপুরী দশার্ন দেশে। সেখানে উদ্যান-প্রাচীর পরে প্রস্ফুট কেতকীর অবলুণ্ঠিত পরাগে পাটলীকৃত বনস্থলীর আপক্ক ফলভারনম্র জম্বুবনের ঘনশ্যামলিমা স্বপ্নাচ্ছন্ন করবে তোমার নয়ন-দীধিতি, নীড়রচনতৎপর গৃহবলিভুখ বিহগ কূজনে আকুল গ্রামচৈত্য জানাবে মনের প্রীতি। সেখানেই বিলাস বাসনার ইন্দ্রলোক রাজধানী বিদিশার মাঝে পাবে তোমার হৃদয়কামনার পরিপূরিত ফল। তারই প্রান্তবাহিনী অভিসারিকা নদী নাগরিকা বেত্রবতীর তটকলতানে অভিব্যক্ত দেখবে জ্বালাবিগলিত এক প্রণয়াকাঙ্ক্ষা, পরিতৃপ্ত করে তাকে অধর সুধারসে নমনীয় করে দেবে তার সমুত্তান ভ্রূ-পতাকা। ক্ষণ-বিশ্রামের তরে অবতরণ করবে এবার নীচে পাহাড়ে, মুঞ্জরিত হবে তখনই অজস্র নীপতরু থরে থরে তোমার মিলনপরশে আর পণ্যা-ললনার মথিত দেহবাসে পূর্ণ শিলাগৃহা রটাবে নাগর-জনের উতরোল যৌবন-কথা। অপগত হলে দেহ-ক্লান্তি, যাত্রাকালে আবার সিক্ত কোরো যূথিকা-কোরক বনতটিনী প্রান্তে. স্বেদ-জর্জর অঙ্গে স্নিগ্ধ-ছায়া-বিস্তারে ভোগ কোরো ক্ষণেক পুষ্পাবচায়িকা তরুণী ললনাদের সুপক্ষ্মলা আঁখির প্রীতিঘন কনীনিকা।

বিদিশার সম্ভোগশেষে বাঁকিয়ে নিলে পথ উত্তরে, দেখবে এবার ইতিহাসের উজ্জয়িনী—অপেক্ষারত তোমারই তরে এলায়িত উৎসঙ্গে তার অপার রঙ্গ পারঙ্গমী আয়তাক্ষীদের নিবিড় সান্দ্র প্রেক্ষণ নিয়ে। পশ্চিমে তারই নির্বিন্ধ্যা মনোরমা—কোথাও শ্লথবাহিনী, কোথাও বা লাস্যময়ী কলনাদিনী,—তরংগ সংঘাতে মুখর হংসরচিত কাঞ্চীদামে, আবর্তের ফেনপুঞ্জে রূপায়িত নাভিকূপের নগ্ন প্রকাশে আপন করে চাইবে তোমাকে অবিরত সকল প্রণয়রীতির আদ্য-অনুরাগে। সরস হয়ে ঘনসম্প্রিপাতে অনুগৃহীত করবে সেই সুতনুকাকে তোমার অমল ধবল তৃপ্তিধারায়, পূর্ণ করবে তার যৌবনাশ্রিত জীবনের মধুরতর আকাঙ্ক্ষাকে। অসীম সৌভাগ্যের আধার তুমি, তোমারই পথ চেয়ে প্রেমপাগলিনী

কত তটিনী, কত স্রোতঃস্বতী ; ঐ যে পাণ্ডুবর্ণা সিন্ধু, বিরহে বেণীসম শীর্ণা—তারও কাটিয়ে দিয়ে কার্য্য সমুচিৎ কর্তব্যে আসবে অবন্তীর পুরীতে, যেখানে শুনবে অহরহ উদয়ন কথাবিদ্ যত পক্ককেশের নিরন্তগুঞ্জন। রাজধানী তারই, সকল আকাঙ্ক্ষার সারভূতা, বিমানসমন্বিতা, ঋদ্ধিশালিনী শ্রীময়ী শ্রীবিশালা। সেখানে শিপ্রার প্রভাতসমীর তোমার অঙ্গে আনবে পুলকশিহরণ, বধূদের কাজল-কেশ-প্রসাধিত ধূপ ধূমে পরিপুষ্ট করবে তোমার শ্রান্তদেহ, নৃত্যের তালে তালে ভবনশিখিরা জানাবে তাদের আন্তরস্নেহ। উজ্জয়িনীর নিবিড় সন্তামসী রাত্রির পুঞ্জিত আঁধারে বিজন রাজপথে দেখতে পাবে সঞ্চারিণী অভিসারিকাদের, নিকষ শিলায় কনকরেখার মত তোমার জলদার্চ্চি রেখায় তাদের দেখাবে পথ, আনবে কপোতভীরু প্রাণে ক্ষণ-চঞ্চলতা।

অনতিদূরে গন্ধবতী নদীর তীরে মহাকাল মন্দিরে প্রণতি রেখো তারপর ত্রিলোকপতি চন্ডীদেবের উদ্দেশে, সন্ধ্যার আরতিলগ্নে মন্দ্রিত হয়ে করবে সেবা পুণ্যার্জনে। নৃত্যপরা সুন্দরীদের অলংকৃত পায়ের তালে বেজে উঠবে তখন কিঙ্কিনীরব কাঞ্চীদামের, দুলে উঠবে রত্নছায়াময় চামরদণ্ড তাদের ভুজলতার ক্লান্ত ব্যজন ভঙ্গীমায়, বিলসিত হবে উর্দ্ধে কম্প্রনয়নের তারকা মধুকর পংক্তির মত—নিবিড়নখক্ষতে তোমার বারিবিন্দু পরশে। সেখান হতে প্রবেশ করবে বরং প্রসন্ন-সলিলা গম্ভীরা নদীর সঙ্কুচিত কটিতটে, বিবৃত-জঘনা সেই শ্যামাঙ্গিনীর নীল সলিলবাস করবে মৃদু আকর্ষণ, ক্ষণেক মিটাবে তার যৌবন সুখসাধ।

অতিক্রম করে তাকে আসবে এবার দেবগিরি-নিয়ত-অধিষ্ঠান সেখানে কুমার কার্তিকেয়ের আকাশগঙ্গার সিক্ত পুষ্পাসারে অভিসিঞ্চিত করে তাঁকে কুসুম-মেঘরূপে দেখবে রাজা রন্তীদেবের গোমেধ যাগের অনন্য কীর্ত্তি-স্বাক্ষর যার প্রতিমূর্ত চর্ম্মণ্বতীর নদীপ্রবাহে। নিবেদন করে অন্তরের শ্রদ্ধা সেই স্রোতে মুহূর্ত-অবতরণে, দশপুর নগরের মৃগনয়নাদের চটুল ভ্রূবিলাস আর সকৌতুক দৃষ্টিপাতে অগ্রসর হবে আর্য্যভূমি ব্রহ্মাবর্তে। নয়ন-সম্মুখে পড়বে তখন রণসাক্ষ্যভূমি পুণ্য কুরুক্ষেত্র আর শুদ্ধতোয়া নদী সরস্বতী, যার পূত বারিসেবনে অন্তর হবে শুদ্ধচিত্ত। অতিবাহন করে ঐ পুণ্যভূমি আসবে হিমাচলে, নিকটে কনখল—গাঙ্গবাহিনী যার পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা। কস্তুরী মৃগের উচ্ছ্বসিত নাভিগন্ধে আমোদিত এবার হিমাদ্রির পাষাণশিলায় দেখবে

অঙ্কিত পিনাকপাণির চরণরেখা, করবে প্রদক্ষিণ, থাকবে শ্রদ্ধালীন সেখানে, যদি পেতে চাও অমেয় প্রমথপদবী।

উত্তীর্ণ হয়ে নগাধিরাজের সকল বিস্ময়, পদার্পণ করবে তুমি ক্রৌঞ্চরন্ধ্রে—ভৃগুনন্দন পরশুরামের জ্যা-টঙ্কারে দীর্ণ সে সুড়ঙ্গপথ তীর্যকরেখায় অতিক্রম করলে দেখবে ঊর্দ্ধে ধবল কৈলাস—অগণিত শিখরের শুভ্র ধারায় আপ্লুত করে গগনললাট, প্রকাশোদ্যত যেন নটরাজের পুঞ্জীভূত অট্টহাসে।

হরগৌরীর ক্রীড়াভূমি সে রম্য শৈল, গিরিবিহারিণী উমার কমলপাণি আলিঙ্গনে নিরত থাকে যদি তখন ধূর্জটির দৃপ্ত বাহু, তবে এলায়িত তনু-ভঙ্গীমায় সৃজন কোরো তাঁদের মনিতট আরোহণ সোপান, ধন্য কোরো আপন দেহ ভক্ত সেবকের মত। লক্ষ স্বর্ণকমল বক্ষে লয়ে দীপ্ত পায় সেখানে অচতুর্বদন ব্রহ্মার কল্পসৃষ্টি, সকল-দেববাঞ্ছিত মানসসরোবর—নিত্য আসে সেখানে ইন্দ্রবাহন পরাগ সুরভিত সলিল-পানে। সিক্ত করে তোমার দেহ দেব-সরসীর সেই স্বচ্ছ জলে সাদর আপ্যায়নে পরিতুষ্ট করবে ঐরাবতে। যদৃচ্ছামত করবে বিচরণ এবার সেই রমণীয় কৈলাসগিরি, দেখবে তারই অঙ্কে প্রকৃতি-দুহিতা ভুবনমোহিনী আমার অলকা—এলায়িতা অলসাঙ্গী তন্বী যেন এক, রূপোত্তমা, রাজরাজেন্দ্রানী।

সেখান হতে প্রসারিত দৃষ্টি মেলে দেখ এবার, তিলে তিলে চরাচরের নিসর্গশোভা আহরণ করে সকল-লোচন মনোহর ঐ স্বপ্নপুরীর প্রতি অঙ্গে, প্রতি তরঙ্গে অভিব্যক্ত তোমারই প্রতিরূপ। তোমারই মত বিদ্যুৎ তার ললিত বনিতার বিলোললাস্যে, ইন্দ্রধনুর বর্ণচ্ছটা চিত্রিত তার প্রাসাদ আলেখ্যে, সলিল-ভার ধবলিত মণিকুট্টিমে আর গম্ভীরতান বাদিত মৃদঙ্গে। ছয় ঋতুর সুস্মিত সমাহারে সেখানে প্রস্ফুট একই সাথে ষড়্‌ঋতুর কুসুম-সম্ভার—তন্বী, বিলাসিনী অলকাকামিনীর অঙ্গে দোলে একই সাথে কমল-কুন্দ-কুরুবক আর লোধ্র-শিরীষ কুসুমের পুষ্পআভরণ। শোনো সুজন, অপুষ্পিত থাকে না কখন অলকার তরু, শতদলহীন হয় না কখন তার নলিনী, অশ্রুত থাকে না তিলেকমাত্র উন্মদ অলিগুঞ্জন, জ্যোৎস্নাহীন হয় না একটিও তন্দ্রালসা সন্ধ্যা। শাশ্বত অথচ অনাবিল এক পুলকে তরঙ্গিত সে পুরীর সুধাসিক্ত হৃদয়—আনন্দ হতেই সেখানে অশ্রুধারা, আনন্দ হতেই কামনা, আনন্দেই চির-সরসিত যৌবন। তাই প্রান্তবাহিনী মন্দাকিনীতটে দেখবে সদাই লীলাচপলা তরুণীদের মন্দার ছায়া-

তলে, দেখবে রতিফল মদপানে অবশচিত্ত যক্ষদের, কখন স্ফটিক স্বচ্ছ প্রাসাদ ভিত্তিপরে মধুনিষ্যন্দী গীতি আলাপনে, কখন বা আবদ্ধ কেলিপরায়ণা নাগরিকার প্রণয়পাশে, কখন বা আবেশমগ্ন রূপোত্তমা ব্যরাঙ্গনাদের সাথে বৈভ্রাজের চৈত্ররথ-উপবনে। এই অন্তহীন ভোগের উন্মাদনায় দখিন-সমীরণও চলচঞ্চল, নিভৃত শ্রাবণে কখন পুর-অন্তঃপুরে আনে অনুচিত প্রণয়াকাঙ্ক্ষা, আবার কখন সকৌতুকে অপনোদন করে পুরমায়াবিনীদের রতিক্লান্তি। ভোগ-সর্ব্বস্ব মায়ানগরীর প্রাচীকপোল যখন অরক্তিম হয়ে উঠে বালার্করাগে, রটনা মুখর হয়ে উঠে তখন তার শত রাজপথ কল্পতরুর প্রসাদধন্যা গর্বাভিরনেশ্বরীদের গোপন নৈশঅভিসার কথায়।

এই আনন্দ প্রস্রবণের অবিরল ধারাতেই কলধৌত সেখানে আমার মঞ্জু-নিকেতন। বর্ণাঢ্য ইন্দ্রধনু তোরণপ্রান্তে তার প্রিয়ারই পুত্রস্নেহে লালিত স্তবকাবনম্র একশিশু মন্দার। অদূরে শৈবালবর্ণ শিলাসোপানে এলায়িত মরকতদ্যুতিময় স্নিগ্ধ সরোবর—বিকসিত শতদল আর শুভ্র মরালের পংক্তিসারে ধবলিম। ইন্দ্রনীলমণি শিখরচূড়ে ঐ বাপীতীরে কনককদলীর আবেষ্টকে দেখবে নয়ন-সুভগ এক প্রমোদশৈল, সেখানেই ফুল্ল কুরুবকের অপলকদৃষ্টিতে সম্মোহিত-মাধবীবিতানের দুই পাশে বিরাজিত কমনীয় বকুল আর কম্প্রকিশলয় রক্তাশোক, অবিরত কামনা করে তারা প্রিয়ারই মুখমদ আর বামপদপ্রহার। প্রোথিত আবার সেই দুই তরুর মাঝে স্ফটিকমণিময় তরুণ বেণুবরণ অপরূপ এক কাঞ্চনদন্ড। দিনান্তে নিত্য আসে সেথা নীলকণ্ঠ ময়ূর, সখীর কণিত কঙ্কণের ললিত করতালে নৃত্যায়িত হতে। শঙ্খ-পদ্ম চিহ্ন-লাঞ্ছিত ঐ বহু-পরিচিত শান্তিগেহ আজ কিন্তু আমার বিরহে কান্তিহীন, শ্রীহীন,—সূর্যতাপ বিরহিত কমলিনীর মতই দীন।

শিশু-করীর নবনীত অবয়বে সে ক্রীড়াশৈলের সানুদেশ হ'তে জোনাকি-পুঞ্জের স্বল্প বিভাসিত আলোকের ন্যায় এবার স্ফুরিত করবে তোমার বিদ্যুৎ ভবনান্তরে, দেখবে ধীরে সবিস্ময়ে ক্ষীণকটিতটা, রূপমঞ্জুলা, তন্বী, শ্যামা আমার প্রিয়া—বিশ্বস্রষ্টার রূপাতিরাশি প্রথম যুবতী-প্রতিমা। দেখবে সিতমলয়জ অভিরামা আমার দ্বিতীয় প্রাণরূপাকে এখন হিমবায়ু লাঞ্ছিতা যেন এক বনলতিকা, অমাহতা ক্ষীণ চন্দ্রলেখার মত কৃশা, নিদ্রাবিরহিতা, সকল আভরণহীনা এক পল্লবিনী। শুদ্ধস্নানে রুক্ষকুন্তলা, বিশ্লথবেণীধরা, অদীর্ণ

কররূহা, মলিনবসনা সেই মূর্ত্তিমতী বিরহিনীর অশ্রুভারাতুর নয়নপদ্ম আজ যেন রাকারজনীর চন্দ্রমাকিরণে না জাগরিত, না মুদ্রিত। তবু যদি দেখ সেই বিহ্বল অবলার ক্ষণ সুপ্তিরেশ, অপেক্ষা কোরো যামাবধি সেই সৌধ বাতায়নে, বিদূরে কোরো ধীরে পদ্মিনীর তন্দ্রাজড়িমা সজল মৃদু বায়ে। ভ্রূ-বিলাস শূন্য ঊর্দ্ধ-বিলসিত, নিরঞ্জন বাম আঁখিতে তার তবু যদি জাগে মৃদু কম্পন, নখচিহ্নহীন নিরাভরণ বামোরুদেশে তবু যদি দেখ পুলক-স্পন্দন তোমার আবির্ভাবে, স্তম্ভিত করে তোমার বিদ্যুৎ ধ্বনিরূপ বচনে ধীরে ধীরে প্রবৃত্ত হবে তার সাথে মৃদু আলাপনে, নিবেদন করবে আমার বার্ত্তা যথাযোগ্য ভাবে—

নিত্যশুভার্থী অম্বুবাহ আমি, তোমার বল্লভ-সখা—এসেছি তোমার দ্বারে হে অবিধবে, বহন করে প্রিয়-সমাচার। বিরহের বদ্ধ-বেণী উন্মোচনে, ওগো সীমন্তিনী কামহত পথশ্রান্ত প্রবাসীর ত্বরান্বিত করি যাত্রা আমারই মঙ্গল নির্ঘোষে। দীর্ঘ দিবানিশি যদিও কাটে সঙ্গীহীন, তবুও প্রাণাতিপ্রাণ, প্রিয় হতে প্রিয় সেই বিরহিত তোমার কম্প্রবক্ষে এখনো রেখেছে দূরে মরণ-আমন্ত্রণ, সর্বাগ্রে চেয়েছে তোমার কুশল সংবাদ বিপদের সুলভতা-স্মরণে। দৈব প্রতিকূল, রুদ্ধ পথ ; দূর-প্রবাসী শুধু চায় তাই কল্পনায় মিশাতে আপন অঙ্গ তোমারই অঙ্গে। তিলে তিলে পলে পলে দীর্ঘনিশ্বাসী আপন তনুর সর্ব্বস্নায়ু দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিতে চায় অশ্রুপরিপ্লুত বেদনামথিত তোমার তনু প্রেমে-অনুরাগে। তোমারই আনন-স্পর্শ-লোভাতুর যে কৌতুকী তোমারই শ্রবণে দিত অর্থহীন, প্রণয়ভরা বাণী, দৈববশে সেই আজ পরিচয়হীন আমার মুখে পাঠায়েছে তার উৎকণ্ঠিত হৃদয়ের আবেগলহরী।

"আপনাতে আপনি বিকসিত ওগো সুধাময়ী, নিখিল বিশ্বের কোনো বস্তুতে নেই তোমার অতুলন রূপমাধুরীর কণামাত্র সাদৃশ্য, নেই কোনো উপমেয়। দুর্ভর বিরহের জ্বালা বিগলিত পরাণে ; কাঙ্ক্ষিত বিনোদনে রক্ত-গিরিরেণু দিয়ে পাষাণ শিলায় আঁকি তাই মিলনকালের প্রণয়-কোপবতী তোমাকে, শূন্যে প্রসারিত বাহু দিয়ে স্বপ্নে বাঁধি তোমার ক্ষীণ কটিতট, আলিঙ্গন করি তোমারই অঙ্গস্পৃষ্টে সৌগন্ধিত মৃদু পবনে। দীর্ঘ যামায়িত প্রতি ত্রিযামা এখানে যদিও অন্তহীন ; তবু কল্যাণময়ী, সমর্পণ কোরো না আপন দেহ দূরবগাহ ভাবনা সমুদ্রের অতল-তলে। জেনো শুধু, চক্রনেমি শুধু মানবদশা—চিরন্তন নয় সুখ, অবিশ্রান্ত নয়ও দুঃখ ; সুখ আর দুঃখ, উত্থান আর পতন,

আলোক আর আঁধার অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। শেষ শয্যা ত্যাগ করে জাগরিত হবেন যখন বিষ্ণু, সেই পুণ্যক্ষণে তখন হবে আমাদের শাপ-অবসান। তবে অসীম ধৈর্যে যাপন কর অবশিষ্ট এই চার মাস, পরিপূর্ণ শারদ জ্যোৎস্নার মিলন-পুলকিত এক রজনীতে সার্থক হবে আমাদের বিরহকালের সঞ্চিত কামনা। দীর্ঘকালের অদর্শনে, মন্দলোকের তিক্তভাষে শ্রবণ না দিয়ে মধুর বিশ্বাসে অবহিত হও বিরহিত অন্তরের হেমনিকষিত এই অবিনাশী প্রেম, উপলব্ধি কর স্নেহের অপার্থিব ফল্গুধারা বিচ্ছেদে রূপান্তরিত হয় এক স্বর্গীয় প্রেম সুধারসে, দিব্যানুভূতির অমলধারায় পরিপূর্ণ করে হৃদয় পাত্র।”

নিবেদন করে তাকে এইমত বার্তা, এনো প্রিয়ার মধুর কুশল-বাণী, এনো এক অভিজ্ঞান, রক্ষা কর প্রভাতবাতাহত কুমুদকলিসম স্খলমান এই ভাগ্য-বিড়ম্বিতের দুর্ভর জীবন। মহোত্তম তুমি, জানি নিরুত্তরে সমাপন কর তোমার সকল কর্ত্তব্য আপন ধীরতায়, তাই অভিশাপের তপ্ত জ্বালায় দগ্ধ, বিধুর আমার অনুচিত যাচনাও পূরণ করে বন্ধু, দেশদেশান্তরে বিহার কোরো বর্ষাস্নাত অপরূপ তনুশ্রীতে ; প্রার্থনা করি তিলেকের জন্যও যেন বিচ্ছেদ না ঘটে তোমার বিদ্যুৎ প্রিয়ার সাথে।

মুখের ভাষায় মনের কথা প্রকাশ করার ক্ষমতা অর্জন করার পর থেকে মানুষ দেশে দেশে কালে কালে কত কিছুই না বলে এসেছে, ভাষা-শিল্প যাকে বলা যায় তাও না রচনা করেছে কত।

কিন্তু কোথায় সে সব রচনা ? আজকের কথা কাল যায় হারিয়ে, আজ যা মধুর সৃষ্টি হিসেবে মুখে মুখে ফেরে, ক'দিন বাদেই তা বিস্মৃতির অন্ধকার স্তব্ধতায় যায় বিলুপ্ত হয়ে।

এ পরিণামে অবশ্য দুঃখ করবার কিছু নেই, কারণ এই নিয়ম। সমুদ্রের ঢেউ যেমন প্রতি মুহূর্তে এক এক রূপ নিয়ে পরমুহূর্তে আবার লুপ্ত হয়ে যায়, মানুষের ভাষাগত সৃষ্টিও তেমনি নশ্বর।

কিন্তু এরই মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতিতে যেমন, মানুষের ভাষাতেও তেমনি পরমাশ্চর্য এক অঘটন মাঝে মাঝে ঘটে যায়। মণিমাণিক্যের মত রত্নের বেলা যেমন, মানুষের ভাষাগত সৃষ্টিতেও তেমনি এমন কিছু পরমাশ্চর্য রচনার উদ্ভব হয়, শিল্পসৃষ্টি হিসাবে যা যেমন অপরূপ, আবেদনও তেমনি তার চিরন্তন।

বৈজ্ঞানিকদের কাছে শুনি যে কয়লা আর হীরের মধ্যে বস্তুগত কোনো তফাৎ নেই। তফাৎ যা আছে, তা শুধু অণুপরমাণুর বিন্যাসের। সেই পার্থক্যেই কয়লা যেখানে অতি সুলভ দাহ্য উপাদান মাত্র, হীরক সেখানে বিশ্বের কঠিনতম, দুর্লভতম অপরূপ এক রত্ন।

অতি সামান্য উপকরণ বলে যাকে মনে করি, শুধু মাত্র সৃষ্টিকৌশলের যাদুতে তা থেকে কি অনন্য শাশ্বত সৃষ্টি যে সম্ভব আমার সামনে খুলে ধরা একটি খাতার পাতায় কয়েকটি ছত্র পড়ে এ সব কথা না লিখে পারলাম না। খাতার পাতায় যা পড়লাম, তার কয়েকটী ছত্র হ'ল—

(ক) "তটী বিলাসিনী অলকাকামিনীর
মৃণাল বাহু পরে কমল ভার,
কবরী চূড়াতটে বিকচ কুরুবক
কাজল কেশে শ্বেত কুন্দহার।" (উত্তর/২)

(খ) জনকবালার শুদ্ধ স্নানে-পুণ্যতোয়ার মুগ্ধতানে,
স্নিগ্ধছায়া দীর্ঘতরুর মর্মরিত ছন্দে-গানে
রোমাঞ্চিত রামগিরি ঐ পাহাড় যেথা ছোঁয় আকাশ
সুবধ-বিজন আশ্রমে তার নিভৃতে সে করবে বাস। ( পূর্ব্ব/১ )

(গ) শতবেণুমন্দ্রে যে সমীরণ ধ্বনি তুলে ছন্দে,
ত্রিপুরের জয়গান কিন্নরী তারি সনে বন্দে ;
মৃদঙ্গ-গরজনে গিরিগুহা কম্পনে ভরিও,
তবে তিন সঙ্গীতে রুদ্রের অর্চ্চনা করিও। ( পূর্ব্ব/৫৬ )

(ঘ) বরষ ভরিয়া তিমির নাশিয়া সারা নিশি ওগো জোছনা,
সকল চিত্ত-হরষা সন্ধ্যা সেথায় দীপ্তবসনা। ( উত্তর/৩ )

যেটুকু উদ্ধৃতি দিলাম রসিক ও বিদগ্ধ পাঠক তাতে উদ্ধৃতির উৎস যে কি তা নিশ্চয় ঠিক বুঝেছেন। হ্যাঁ, চিরন্তন কাব্য-সৃষ্টি কালিদাসের মেঘদূতের চিরমধুর কটি শ্লোক ওখানে ধ্বনিত।

অমর কাব্যগাথা মেঘদূতের এ বাংলা রূপান্তর যিনি সাধন করেছেন পেশায় তিনি ডাক্তার, কিন্তু নিজের পেশায়, শল্য চালনায় পটুতা তার যে স্তরেই হোক্, মেঘদূতের বাংলা রূপান্তরে তাঁর লিপিকুশলতা সন্দেহাতীত ভাবে যে প্রমাণিত তা বলতে দ্বিধা করছি না।

মেঘদূতের বর্তমান অনুবাদক ডাঃ বারীন সেনগুপ্ত মূল কাব্যের মন্দাক্রান্তা ছন্দ লক্ষ্যণীয়। ইতিপূর্বে আমাদের এ বাংলা ভাষায় বেশ কয়েকটি অনুবাদে মূলানুগ করার সে রকম অক্ষম চেষ্টায় আসল কাব্যরস বিকৃত হতে আমরা দেখেছি। ডাঃ বারীণ সেনগুপ্ত পূর্ব ও উত্তর মেঘের সমস্ত শ্লোকের বাংলা রূপান্তরে মন্দাক্রান্তার বদলে শ্লোকের মর্মসঙ্গত নানা ছন্দ ব্যবহার করেছেন। অক্ষম ছন্দ প্রয়োগের ত্রুটিতে পঙ্গু ও আড়ষ্ট না হয়ে মেঘদূতের এই বাংলা অনুবাদ—তাই বিশেষ ভাবে সহজ ও স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছে বলে আমি মনে করি।

মেঘদূত-এর বাংলা অনুবাদ—এর আগে অনেক হয়েছে ও পরেও হবে, তার মধ্যে নিজস্ব একটি কাব্যসুষমায় এ অনুবাদটি যে যথাযোগ্য সমাদর পাবে এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।

২২. ৩. ৮৭ স্বাঃ প্রেমেন্দ্র মিত্র।

বলা বাহুল্য, সাহিত্য রচনার এই প্রথম প্রচেষ্টায় নিজের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গী যথাসম্ভব অনুসরণ করলেও, কয়েকটি গ্রন্থ থেকে আমি পেয়েছি অপরিসীম সাহায্য। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত গদ্যানুবাদ ও ভারতাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ প্রণীত 'চঞ্চলা' টীকা সহ সারানুবাদ, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের 'ভারতাত্মা কবি কালিদাস' এবং শ্রীবুদ্ধদেব বসু প্রভৃতি বহু বিদগ্ধ মনীষীর রচনা। গ্রন্থের টীকায় সংস্কৃত বহু উদ্ধৃতি আরোপ করেছি, যার মধ্যে মল্লিনাথ, বাল্মীকি-রামায়ণ, অমরকোষ প্রভৃতি প্রধান।

# মেঘদূত

## পূর্বমেঘ

[ এক ]

**কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ**
**শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্তুঃ।**
**যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু**
**স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্যাশ্রমেষু ॥**

সঙ্গমধুর আস্বাদনে সদাই বধুর যক্ষ এক
প্রভুর কাজে করত হেলা, নিত্য, এ কি দুর্বিপাক !
অস্তে তবে যাক্ গরিমা—কুবের রোষে দিলেন শাপ,
পূর্ণ বরষ নির্বাসনে সইবে প্রিয়া-বিরহ্ তাপ।
জনকবালার শুদ্ধস্নানে পুণ্যতোয়ার মুগ্ধ তানে,
স্নিগ্ধছায়া দীর্ঘতরুর মর্মরিত ছন্দে-গানে
রোমাঞ্চিত রামগিরি ঐ পাহাড় যেথা ছোঁয় আকাশ,
স্তব্ধ-বিজন আশ্রমে তার নিভৃতে সে করবে বাস।

---

শ্লোক ১

যক্ষ—অমরকোষে উল্লিখিত দশ প্রকার দেবযোনীর অন্যতম। এঁরা হলেন

"বিদ্যাধরাপ্সরোযক্ষরক্ষোগন্ধর্বকিন্নরাঃ।
পিশাচো গুহ্যকঃ সিদ্ধো ভূতোহমী দেবযোনয়ঃ ॥

অর্থাৎ

বিদ্যাধর, অপ্সর, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর, পিশাচ, গুহ্যক, সিদ্ধ ও ভূত—এই যক্ষেরা কুবেরের পূজক।

'স্বাধিকারপ্রমত্তঃ'—

কিংবদন্তী আছে যে যক্ষরাজ কুবের অভাললোচন শম্ভুর পূজাসাধনে পুরাকালে একবার মানসসরোবরের পদ্মরক্ষার ভার দিয়েছিলেন তাঁরই কোন যক্ষানুচরকে। সে কিন্তু একসময়ে কামপীড়িত হয়ে চলে আসে নিজভবনে এবং দীর্ঘকাল অতিবাহিত করে প্রিয়া-সান্নিধানে। এই অবসরে ইন্দ্রবাহন ঐরাবত সেখানে এসে সর্বাগ্রে বিনষ্ট করে ঐ পদ্মগুলি। কর্তব্যের এই অবহেলায় রোষাবিষ্ট হয়ে কুবের তাকে দিলেন কঠোর শাপ।

'শাপেনাস্তংগমিতমহিমা'—

বহু অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী এই যক্ষ বিদ্যাধরেরা। ইচ্ছামত রূপধারণ বা অগোচরে যত্রতত্র বিহার এদের আয়াসসাধ্য। তাই নির্বাসনের এক বছর কাল কুবের অপহরণ করলেন এই অপার্থিব মহিমা।

রামগিরি—

মল্লিনাথের মতানুসারে বর্তমান বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্বর্তী চিত্রকূট পাহাড়ের অপর নাম রামগিরি।

কিন্তু পরবর্তী কালের বহু গবেষণার পর স্থির হয়েছে যে মেঘদূতের রামগিরি আধুনিক নাগপুরের উত্তরে "রামটেক্" বা "রামধর" বা "রামটেক্কা" পাহাড়ের নামান্তর। বনবাসের কিছুকাল এখানে অতিবাহিত করেছিলেন রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে। এ স্থান তাই আজও বহুজনের কাছে পুণ্যতীর্থ বলে পরিচিত, শুধু তাই নয় বার্ষিক উৎসব বা মেলার আসনও গ্রহণ করে।

[ দুই ]

**তস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবলাবিপ্রযুক্তঃ স কামী**
**নীত্বা মাসান্ কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ ।**
**আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং**
**বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ ॥**

শৈলে সে একা হায়, দিন কত কেটে যায় হতাশে,
বক্ষ যে যক্ষের ভারাতুর দুঃখের নিশ্বাসে :
বিচ্ছেদে প্রেয়সীর অন্তরে প্রেমনীড় দীর্ণ
কঙ্কণ কনকের খসে যায় দু-হাতের শীর্ণ !
আষাঢ়ের প্রথমের দিন শেষে স্বপনের নাম্‌লো
অদ্রির সানুদেশে মেঘভার কালো এসে থাম্‌লো :
ঊর্ধ্বে সে তাই ধেয়ে সকরুণ চোখ্ চেয়ে দেখ্‌লো
মদালস গজ যেন গিরিবুকে দাঁত হেন ঠুক্‌লো ।

শ্লোক ২

"কতিচিৎ মাসান"—

উত্তরমেঘে যক্ষের উক্তির মধ্য দিয়ে দেখি আমরা যে ভগবান বিষ্ণু আর চার মাস পরে যেদিন ত্যাগ করবেন তাঁর অনন্তশয্যা, সেদিনই শাপান্ত হবে ওর। সুতরাং দ্বাদশ মাস নির্বাসনের প্রথম আট মাস অতিবাহিত হয়েছে হিসাব অনুযায়ী।

আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে—

পাঠান্তরে "প্রশমদিবসে" উল্লেখ পাওয়া যায় ( প্রশম = শেষ ), কেন না পরবর্তী শ্লোকে আসন্ন শ্রাবণের পদধ্বনি শোনা যায়। কিন্তু মল্লিনাথ মূলোচ্ছেদী পাণ্ডিত্যপ্রকর্ষ বলে এই মতকে অভিহিত করেছেন।

বপ্রক্রীড়া—

উৎখাত-কেলি, হস্তী বা বৃষের দন্ত বা শৃঙ্গের দ্বারা মৃত্তিকা-স্তূপ উত্তোলনের ক্রীড়া।

[ তিন ]

**তস্য স্থিত্বা কথমপি পুরঃ কৌতুকাধানহেতো,**
**রন্তর্বাষ্পশ্চিরমনুচরো রাজরাজস্য দধ্যৌ ।**
**মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ**
**কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে কিং পুনর্দূরসংস্থে ।।**

সজলমেঘপানে চাহিয়া অনিমেষ
সে রাজ-অনুচর ফেলিছে শ্বাস,
মরমে রাখি চাপি মথিত হৃদয়ের
আবেগ-উতরোল বাষ্পরাশ।
গগন-পারাবারে জীমূত-সম্ভারে
পরম সুখীজনো অন্যমন,
পরাণপ্রিয়া যার রহিছে দূরে, তার
শূন্য হিয়া ভরি শুধু রোদন।

---

শ্লোক ৩

রাজরাজস্য—রাজার রাজা, রাজরাজ বা যক্ষরাজ অর্থাৎ কুবের। রাজা অর্থে প্রভু, নৃপ, চন্দ্র, যক্ষ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি বুঝায়।

"রাজা প্রভৌ নৃপে চন্দ্রে যক্ষে ক্ষত্রিয়শত্রুয়োঃ" ( বিশ্ব )

কুবের—কু-রূপ ( বের = দেহ )

তার তিনটি পা আর আটটি দাঁত। অথর্ব বেদ অনুযায়ী কুবেরের অপর নাম বৈশ্রবণ। তিনি ব্রহ্মার পৌত্র ও মহর্ষি পুলস্তের পুত্র বিশ্রবার আত্মজ, এবং দেবতাদের ধনাধ্যক্ষ। বহুকালের কঠোর তপস্যায় দেবতাদের মধ্যে তিনি চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। রাবণ তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, যাঁর আক্রমণে আদিনিবাস লঙ্কাপুরী হতে বিতাড়িত হয়ে আসেন অলকায়। এখানে দেবী রুদ্রাণীকে হঠাৎ দর্শন করার ফলে তাঁর দক্ষিণ চক্ষু হয় দগ্ধ আর বাম চক্ষু ধারণ করে পিঙ্গলবর্ণ তাই অর্জন করেন আর এক নাম —"একাক্ষীপিঙ্গলী"। পরমশিবভক্ত তিনি।

[ চার ]

**প্রত্যাসন্নে নভসি দয়িতাজীবিতালম্বনার্থী**
**জীমূতেন স্বকুশলময়ীং হারয়িষ্যন্ প্রবৃত্তিম্ ।**
**স প্রত্যগ্রৈঃ কুটজকুসুমৈঃ কল্পিতার্ঘায় তস্মৈ**
**প্রীতঃ প্রীতিপ্রমুখবচনং স্বাগতং ব্যাজহার ।।**

শ্রাবণ মাস ধীরে ধরায় আসে ফিরে
জানাতে কাল শুধু সম্ভোগের,
হৃদয়-দর্পণে দেখে সে বনিতার
বেদনা দুর্বার বিচ্ছেদের ।
মরণ নিষ্ঠুর নয়তো অতিদূরে
আসে বা মন্থরে ক্রন্দসীর,
আমার সকুশল বার্তা-নিবেদনে
পরাণ হবে তার শীতল ধীর !
কুটজ-কুসুমের সাজায়ে উপচার
মেঘের বন্দনা যক্ষ গায়,
স্বাগত-বচনের মধুর আলাপনে
প্রণয়-সমাদর জানাতে যায় ।

---

শ্লোক ৪

নভসি—শ্রাবণ মাস ।

বর্ষার বিরহদুঃখজনকত্বের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে সেই যুগে সেই কর্মহীন ঋতুতে—ব্যবসা-বাণিজ্য, যুদ্ধ-বিগ্রহ বা দেশ-দেশান্তরে গমনাগমনের অসুবিধার দরুন প্রবাসী পতিরা আসতেন ফিরে নিজ নিজ গৃহে বর্ষাগমের পূর্বেই। এর ব্যতিক্রমে আসত উভয়পক্ষেই একটি উদাসীনতা, একটি বিরহ-ভাব। তাই যক্ষের ভয়, নববর্ষাগমের এই অসহ্যবিরহে, তার প্রেয়সীর মরণ, হয়ত নিষ্ঠুরপদে আসবে এগিয়ে, কিন্তু তার নিজের কুশল-সংবাদ এই জীমূতে ( জীবনদায়ী ) বা

[ পাঁচ ]

ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক্ব মেঘঃ
সন্দেশার্থাঃ ক্ব পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ।
ইত্যৌৎসুক্যাদপরিগণয়ন্ গুহ্যকস্তং যযাচে
কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু ॥

সলিল-ধূম-তেজ-মরুৎ-সম্ভব
মেঘেরি কোথা হায় সঞ্চরণ ?
কোথা বা আছে সেই যোগ্য সুভাজন
দৌত্যকাজে যার উত্তরণ ?
যক্ষ বিহ্বল মত্ত কুতূহলে
প্রসাদ প্রীতিঘন মেঘেরি চায়—
অসহ কামানলে দগ্ধ তনুমন
চেতন-অচেতন-বোধ হারায়।

মেঘের দ্বারা সেই সংকটের পূর্বেই পাঠানো যায় তবে অনেকাংশেই প্রশমিত হবে তার দুর্ভর বিরহভার।

শ্লোক ৫

গুহ্যক—যক্ষ বা দেবযোনী।

[ ছয় ]

**জাতং বংশে ভুবনবিদিতে পুষ্করাবর্তকানাং**
**জানামি ত্বাং প্রকৃতিপুরুষং কামরূপং মঘোনঃ ।**
**তেনার্থিত্বং ত্বয়ি বিধিবশাদ্দূরবন্ধুর্গতোঽহং**
**যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা ।।**

বংশ পুষ্কর-আবর্তক এক
ভুবনবিশ্রুত গরিমা তার—
সে কুল-সম্ভব প্রধান-পুরুষ, হে
পূজ্য ! ইন্দ্রের কর্ণধার !
অসীম শক্তির উৎস তুমি, মেঘ,
ধারণ কর রূপ যেমন আশ,
প্রিয়ার হতে দূরে, দৈবাধীন তাই
এসেছি অভাজন তোমার পাশ ।
বিফল হয় যদি আকুল প্রার্থনা
গুণীর কাছে তবু সু-মঙ্গল,
অধম নীচ কুলে সফল আবেদন
শরমে ভরে তার মরমতল ।

---

শ্লোক ৬

"পুষ্করাবর্তকানাম্" -মেঘের শ্রেণীবিভাগে দেখা যায় যে পুষ্করাবর্তক মেঘ বিশেষভাবে জলের বাহন। পুরাণসর্বস্ব অনুযায়ী জলভারে পুষ্কর মেঘের স্ফীতি ঘটে বলেই একে আখ্যাত করা হয়েছে এই পুষ্কর আবর্তক নামেই ।

[ সাত ]

**সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণং তৎপয়োদ্ প্রিয়ায়াঃ**
**সন্দেশং মে হর ধনপতিক্রোধবিশ্লেষিতস্য।**
**গন্তব্যা তে বসতিরলকা নাম যক্ষেশ্বরাণাং**
**বাহ্যোদ্যানস্থিতহরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌতহর্ম্যা ॥**

চিত্ত বেদন করেই হরণ
তাপিতজনের তুমি যে শরণ,
ভিন্ন এখন আমরা দুজন,
রুদ্র কুবের—রক্তনয়ন।
যাও অলকায় ক্ষিপ্রচরণ,
কান্তা যেথায় শুষ্ক-আনন,
বার্তা সুজন, কর গো বহন
নিভাও প্রাণের অগ্নিদাহন।
যক্ষরাজের শুভ্রসদন
নগরদ্বারের রম্যকানন,
বিছায়ে আসন অভাললোচন
ফেলেন সেথায় ইন্দুকিরণ।

---

শ্লোক ৭

সন্তপ্তনানাং—তাপিত জনের।

এখানে গ্রীষ্ম বা আতপতাপ এবং বিরহতাপ—এই দ্বিবিধ অর্থই ধ্বনিত হচ্ছে।

অলকা প্রথমত তীর্থস্থান। বড় বড় যক্ষপতি আর কুবেরের আবাসভূমি। মূর্তি বা প্রতিমূর্তি নয়, নগরদ্বারের উদ্যানেতে স্বয়ং অধিষ্ঠিত আছেন ভক্তবৎসল দেবাদিদেব, যাঁর ললাটচন্দ্রের বিমল আভায় অলকার বিমান বা সৌধগুলি উদ্ভাসিত।

[ আট ]

ত্বামারূঢ়ং পবনপদবীমুদ্‌গৃহীতালকান্তাঃ,
প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিকবনিতাঃ প্রত্যয়াদাশ্বসত্যঃ।
কঃ সন্নদ্ধেবিরহবিধুরাং ত্বয্যুপেক্ষেত জায়াং
ন স্যাদন্যোঽপ্যহমিব জনো যঃ পরাধীনবৃত্তিঃ॥

উড়িয়ে ধ্বজা পবনরথে
যখন চল আকাশপথে,
পথিকবধূ আসবে ছুটে
হানতে আঁখি নিমেষপাতে।
তৃষ্ণাকাতর মুখের পরে
অসংবৃত কেশের দাম
সরিয়ে ধরে মৃণাল-করে
দেখতে তোমায় সিদ্ধকাম।
পরমপ্রিয়ের আশ্বাসেতে
চিত্ত তখন অচঞ্চল,
পরের অধীন দূরেই আসীন
দুখের আমার নেই কো তল।

---

শ্লোক ৮

পবনপদবীম্—বায়ুপথ বা আকাশ।

পথিক-বনিতা—পতি যার প্রবাসে বা প্রোষিতভর্তৃকা।

[ নয় ]

**মন্দং মন্দং নুদতি পবনশ্চানুকূলো যথা ত্বাং**
**বামশ্চায়ং নদতি মধুরং চাতকস্তে সগর্বঃ।**
**গর্ভাধানক্ষণপরিচয়ান্নূনমাবদ্ধমালাঃ,**
**সেবিষ্যন্তে নয়নসুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ॥**

অনুকূল সমীরণ বহে মৃদুমন্দ,
অলকার পানে তার চরণের ছন্দ
বামে তব চাতকের গর্বিত প্রেক্ষণ
সুললিত কূজনের অমৃতবর্ষণ।
বলাকার দলে আজ গর্ভের দ্যোতনা
তব তনুশ্যামছায়ে বৃত্তের রচনা।
মিলনের ক্ষণসুখে সেবাদানে ধন্য
নয়নের প্রীতিকর, হে মেঘ, অনন্য।

শ্লোক ৯

বামঃ--"বামস্তু বক্রে রম্যে স্যাৎ, সর্বে বামগতেঽপি চ"

হিন্দু সংস্কার মতে বাম ভাগের সকল লক্ষণই অশুভ। কিন্তু জ্যোতিষ-শাস্ত্র অনুযায়ী কয়েকটি ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। ময়ূর, চাতক প্রভৃতি পুরুষ পাখি যদি বাঁদিকে দেখা যায় তবে সুলক্ষণ বলে অভিহিত করা হয়। তাই মেঘের বামেই যখন চাতকেরা সুললিত কূজনে রত, তখন যাত্রা তার শুভ বলেই মেঘকে বলা হচ্ছে।

বলাকা—বলাকাঙ্গনা বা স্ত্রী-বক। মল্লিনাথের মতে, এরা বলয়ের আকারে বর্ষাকালে দলবদ্ধভাবে উড়ে যায়। বর্ষাই এদের প্রজনন ঋতু। যাত্রা-কালে বলাকা দর্শন শুভ বলেই চিহ্নিত হয়ে থাকে ( শাকুন মতে )।

[ দশ ]

তাঞ্চাবশ্যং দিবসগণনাতৎপরামেক-পত্নী-
মব্যাপন্নামবিহতগতিদ্র্ক্ষ্যসি ভ্রাতৃজায়াম্ ।
আশাবন্ধঃ কুসুমসদৃশং প্রায়শোহ্যঙ্গনানাং
সদ্যঃ পাতি প্রণয়ি হৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি ।।

অব্যাহতপদে যক্ষপুরী যাবে
দেখিবে নিশ্চয়, সীমন্তিনী
ভ্রাতৃজায়া তব সাধ্বী একাকিনী
গুনিছে দিন শুধু সশঙ্কিনী ।
দয়িত-মিলনের আশার বন্ধন
অটুট রাখে তবু দুর্নিবার
বৃন্ত হতে প্রায়-ভ্রংশ-ফুল সম
কোমল অন্তর অঙ্গনার ।

---

শ্লোক ১০

একপত্নীং ভ্রাতৃজায়াম—

একপত্নী অর্থে পতিব্রতা নারী। বিরহদিবস একাকিনী যাপন করছে যক্ষপ্রিয়া সেই অলকায় ভোগের অনন্ত সামগ্রী অনাদরে উপেক্ষা করে, আর তারই নিকট গোপনবার্তা বহন করে নিয়ে যাবে বর্ষার কৌতুকী মেঘ, তাই যক্ষ সুকৌশলে মেঘের সঙ্গে স্থাপন করলো ভ্রাতার সম্পর্ক, যাতে প্রিয়াকে সে দেখে সম্মানীয়া ভ্রাতৃজায়ারূপে।

"ভ্রাতুর্মে জায়াং মাতৃবৎ নিঃশঙ্কং দর্শনীয়ানিত্যাশয়ঃ" ( মল্লিনাথ )

[ এগার ]

**কর্তুং যচ্চ প্রভবতি মহীমুচ্ছিলীন্ধ্রামবন্ধ্যাং**
**তচ্ছ্রুত্বা তে শ্রবণসুভগং গর্জিতং মানসোৎকাঃ ।**
**আকৈলাসাদ্বিসকিসলয়চ্ছেদপাথেয়বন্তঃ**
**সম্পৎস্যন্তে নভসি ভবতো রাজহংসাঃ সহায়াঃ ॥**

ধ্বনিবে যখন জলদমন্দ্রে
কন্দমূলের জাগিবে শীর্ষ,
বন্ধ্যাভূমির ঘুচায়ে দৈন্য
নূতন শস্যে ভরিবে বিশ্ব ।
সে রব মধুর শুনিয়া তোমার
মুগ্ধ-মরাল ভীষণ দীপ্ত,
পুণ্য মানস-যাত্রা-লালসে
চকিত্ নয়ান পুলকে সিক্ত ।
রক্তচঞ্চু ভরিয়া পাথেয়
ধরিবে শুভ্র মৃণাল-অগ্র,
ছুটিবে গগনে কৈলাসপানে
তোমারি সহায় হইতে শীঘ্র ।

---

শ্লোক ১১

শিলীন্ধ্র—সদ্য বর্ষণসিক্ত ভূমিতে উৎপন্ন ছত্রাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একপ্রকার শ্বেতবর্ণের ফুল—'ব্যাঙের ছাতা', ভাবী শস্যসম্পদের সূচনা করে ।

মানসসরোবর—অচতুর্বদন ব্রহ্মার মন হতে সৃষ্ট, কৈলাসপর্বতে অবস্থিত ।

[ বারো ]

আপৃচ্ছস্ব প্রিয়সখমমুং তুঙ্গমালিঙ্গ্য শৈলং
বন্দ্যৈঃ পুংসাং রঘুপতিপদৈরঙ্কিতং মেখলাসু ।
কালে কালে ভবতি ভবতো যস্য সংযোগমেত্য
স্নেহব্যক্তিশ্চিরবিরহজং মুঞ্চতোবাষ্পমুষ্ণম্ ।।

অচল রামগিরি, প্রিয় সে সখা ভব
মেখলা ঘেরি' যার উপলরাশ,
প্রণতি তারি পরে জানায় সুধীজনে
রাঘব-পূত-পদ চিহ্নপাশ ।
সজল বরষার প্রথম ধারাপাতে
বিরহতাপ ঝরে বাষ্পাকারে,—
প্রণয়-সুধা-রস-সিক্ত দেহ তার
আলিঙ্গনে বাঁধ প্রীতির ভারে ।

---

শ্লোক ১২

রঘুপতিপদৈ—শ্রীরামচন্দ্রের পদচিহ্ন, বনবাসের কিছুকাল রামচন্দ্র অতিবাহন করেছিলেন রামগিরি আশ্রমে, জানকীর সঙ্গে বিহারের অগণ্য প্রতীক চিহ্ন আজও সেখানে বিদ্যমান ।

[ তেরো ]

**মার্গং তাবচ্ছৃণু কথয়তস্ত্বৎপ্রয়াণানুরূপং**
**সন্দেশং মে তদনু জলদ ! শ্রোষ্যসি শ্রোত্রপেয়ং ।**
**খিন্নঃ খিন্নঃ শিখরিষু পদং ন্যস্য গন্তাসি যত্র**
**ক্ষীণঃ ক্ষীণঃ পরিলঘু পয়ঃ স্রোতসাঞ্চোপযুজ্য ।।**

যাইবে কেমন দীর্ঘ সে পথ উত্তরি'—
বার্তা বিশদে তুলিও শ্রবণ ভরিয়া,
কি কথা শুনাবে প্রিয়ারে মধুর গুঞ্জরি'
গাঁথি গো এবার হৃদয়-তন্ত্রী ভরিয়া ।
যদি বা ক্লান্তি নামে জলভারে মন্থরে,
রহিও ক্ষণেক শৈলশিখরে থামিয়া,
ক্ষীণ যদি দেহ আবার ছুটিয়া অম্বরে,
পান কোরো স্বাদু স্নিগ্ধ সলিল নামিয়া ।

---

শ্লোক ১৩

প্রকৃতির নিয়ম এখানে বিশেষভাবে পরিস্ফুট । জলভরা পূর্ণ মেঘ যখন প্রতিহত হয় গিরিগাত্রে, তখন সে অঞ্চলে ঘটে অবিরাম বর্ষণ । জলশূন্য মেঘের ন্যায় জল-ভরা মেঘের উপরে ওঠার শক্তি নেই, তাই পার্বত্য অঞ্চলে প্রতিহত মেঘের প্রতিবন্ধকতার জন্য ঘটে প্রচুর বৃষ্টিপাত । প্রকৃতির এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যক্ষ নিজের অনুকূলে মেঘের কাছে নিবেদন করলো তার উপদেশ । চলার ক্লান্তিতে বিশ্রাম নেবে সে ক্ষণেক গিরিশৃঙ্গে, দেহভার করবে লঘু কিছু বর্ষণের পর, যাত্রা করবে আবার হিমালয়জাত লঘু-কষায়, স্বাস্থ্যপ্রদ পার্বতীয় নির্ঝর জল পান করে । কিন্তু মূল উদ্দেশ্য বর্ষণান্তে মেঘ যখন আরো লঘু বা হাল্কা হয়ে ওঠে, তখন পাহাড়ী বাতাস তাকে ঈপ্সিত পথ হতে অন্যদিকে চালনা করতে পারে—ব্যর্থ হয়ে যাবে তখন অলকা যাওয়ার প্রধান কারণ । সুতরাং ভারাক্রান্ত করতে হবে তার দেহ নববারিতে, অব্যাহত রাখতে হবে তাকে স্থির লক্ষ্যে ।

[ চোদ্দ ]

অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি পবনঃ কিং স্বিদিত্যুন্মুখীভিঃ
দৃষ্টোৎসাহশ্চকিতচকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ।
স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলাদুৎপতোদঙ্মুখঃ খং
দিঙ্নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্ ॥

পাহাড়শ্রেণীময় রম্য অঞ্চল
সরস সেথা কত বেতসবন,
গহন-কুঞ্জের ভেদিয়া আবরণ
সহসা ঘটে তব উত্তরণ।
সিদ্ধ-অঙ্গনা, মুগ্ধ সুলোচনা
ত্রস্ত ভীত প্রাণে ঊর্ধ্বে চায়
ভাবিছে মনে মনে ঝঞ্ঝাবায়ু কোন্
হরিছে শৈলের শৃঙ্গ, হায়!
পীবর শুন্ডের মত্ত আক্ষেপে
সে পথে দিঙ্নাগ আসিলে যূথে
দৃষ্টি-সীমানার বাহিরে রহি রহি'
ত্বরিৎ যাবে চলে উত্তরেতে।

---

শ্লোক ১৪

দিঙ্নাগ : দিক-হস্তী। পুরাণমতে, আটটি হাতি আট দিকের রক্ষক, এদের নাম—ঐরাবত, পুন্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ড, সর্বভৌম ও সুপ্রতীক।

এই কাব্যের প্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথ, দিঙ্নাগের এক নূতন ব্যাখ্যা করেছেন। কবিকুলতিলক কালিদাসের শ্রেষ্ঠ সুহৃৎ ছিলেন নিচুল নামে মহারসিক এক সহপাঠী কবি। যাঁরা সে যুগে মহাকবির কাব্যের সমালোচনায় মুখর হতেন, এই নিচুলই তখন খন্ডন করতেন তাঁদের উক্তি স্বীয় তীক্ষ্ম যুক্তির সাহায্যে। এইরূপ এক প্রতিপক্ষ ছিলেন দিঙ্নাগাচার্য। স্থূল অঙ্গুলী সঞ্চালনে তিনি যতই তর্ক-বিতর্ক করুন না কেন, সমস্তই নিষ্ফলতায় পরিণত হত ক্ষুরধার নিচুলের বুদ্ধিতে।

[ পনেরো ]

রত্নচ্ছায়াব্যতিকর ইব প্রেক্ষ্যমেতৎপুরস্তাদ্
বল্মীকাগ্রাৎ প্রভবতি ধনুঃখণ্ডমাখণ্ডলস্য।
যেন শ্যামং বপুরতিতরাং কান্তিমাপৎস্যতে তে
বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ ॥

সম্মুখে ফেল যদি তন্ময় দৃষ্টি
বল্মীকস্তূপ হতে দেখ এক সৃষ্টি—
নানারঙে রঞ্জিত ইন্দ্রের ধনু সে
প্রোজ্জ্বল, দ্যুতিময়—রতনের আভাসে।
উত্তরে যাবে যদি পড়ে শ্যাম অঙ্গে
আলোকের উৎসের কিছু তার সঙ্গে।
অন্তরে জাগে এক সুন্দর ভ্রান্তি,
ময়ূরের পুচ্ছেতে মনোহর ক্লান্তি—
গোপবেশে নারায়ণ আসিলেন ধরাতে
তব শ্যাম কলেবর অপরূপ দেখাতে।

---

সুতরাং "মেঘদূতে'র ভীত হবার আশংকা অমূলক। তার দোষ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত যে কোনো লোকের যথোচিত ব্যবস্থায় নিচুলই তৎপর হবেন। সুতরাং "সিদ্ধে'রা ( অর্থাৎ সস্ত্রীক কবিরা ) সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন মেঘের পানে, স্তম্ভিত হয়ে লক্ষ্য করেন দিঙ্‌নাগের পরাজয়।

মল্লিনাথের এই টীকার উপর নির্ভর করে, অনেক প্রত্নতাত্ত্বিকই সূত্র খুঁজেছেন কালিদাসের কাল-নির্ণয়ে।

শ্লোক ১৫

বল্মীক : উয়ীকাকৃত মৃত্তিকা-স্তূপ বা উইয়ের ঢিবি। কিংবদন্তী বলে যে এর অভ্যন্তরস্থ একপ্রকার সাপের নিশ্বাসে সৃষ্টি হয় পদ্মরাগ, মরকত, ভূচন্দ্রকান্ত প্রতি পীত-নীল-শুভ্র, নানা মণির মিশ্রণ সম্ভূত বিচিত্র ইন্দ্রধনুর।

[ ১৬ ]

ত্বয্যায়ত্তং কৃষিফলমিতি ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞৈঃ
প্রীতিস্নিগ্ধৈর্জনপদবধূলোচনৈঃ পীয়মানঃ।
সদ্যঃ সীরোৎকষণসুরভি ক্ষেত্রমারুহ্য মালং
কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্‌ ব্রজ লঘুগতির্ভূয় এবোত্তরেণ।।

কৃষির কি ফল—মন্দ-ভালো
সবই তোমার আজ্ঞাধীন,
বধূরা সব জনপদের
দেখতে আসে মেঘলা দিন।
নাই কটাক্ষ তাদের আঁখে
নাই বা চিহ্ন ভ্রূবিলাসের,
শ্রদ্ধা-প্রীতি-কৃতজ্ঞতাই
জানায় তাদের সরল প্রাণের
সদ্য তখন হলবাহনে
সুগন্ধিত মালভূমিতে,
সুরধনীর শীতলধারা
ঢালবে তপ্ত মৃত্তিকাতে।
তৃপ্ত হয়ে তখন ঈষৎ
লঘু যখন দেহের ভার
উত্তরেতে ফেলবে আবার
ত্বরিৎ চরণ-চিহ্ন-হার।

---

শ্লোক ১৬.

"মালং" : "মাল" নামক ক্ষেত্র, আধুনিক ছত্রিশ-গড়ে।

মেঘকে পশ্চিমদিকে পিছিয়ে আবার উত্তর দিকে যাবার কারণ হিসাবে বহু আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে। প্রথমতঃ ভারতীয় মৌসুমী মেঘের

বক্রগতির এক সঠিক রূপায়ন পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা দেখি অন্য উদ্দেশ্য।

রামায়ণে বাল্মীকি-বর্ণিত বিষয়ের পুনর্বর্ণনার মধ্য থেকে বিরত থাকতে চেয়েছেন কালিদাস। মানচিত্রে দেখা যায় যে বিন্ধ্য পর্বত থেকে যদি একেবারে সরলরেখায় যক্ষপুরী অলকায় যেতে হয়, তবে রামায়ণ-বর্ণিত পথের অনেকটাই অতিক্রম করতে হয়! সেই ভরদ্বাজাশ্রম, ত্রিপথগামিনী গঙ্গা বা অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানের সম্মুখীন হতে হয়। লঙ্কা হতে প্রত্যাবর্তন কালে রাম সীতাকে বলছেন,

> "এষা সা যমুনা দূরাৎ দৃষ্যতে চিত্রকাননা।
> ভরদ্বাজাশ্রমঃ শ্রীমান্ দৃশ্যতে কৈষ মৈথিলী॥"
> "ইয়ঞ্চ দৃশ্যতে গঙ্গা পুণ্যা ত্রিপথগামিনী"....
> "এষা সা দৃশ্যতে সীতে! রাজধানী পিতুর্মম।
> অযোধ্যা, কুরু বৈদেহী! প্রণামং পুনরাগতাঃ॥"

এই সব স্থান তীর্থ পরিক্রমার অনুকূল বটে, কিন্তু বিলাসী যক্ষের ভোগের জগন্নাথ ক্ষেত্র নয়, যেখানে সহজেই আকৃষ্ট হতে পারে তরুণ মেঘের ভোগী মন। তাই মেঘকে সরিয়ে আবার উত্তরদিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যাতে কবির অতিপ্রিয় স্থানগুলি স্বতঃই এসে পড়ে। না হলে, সেই ভুবনবিদিত বিদিশা-দশার্ন-উজ্জয়িনী প্রভৃতি জনপদ, রেবা-বেত্রবতী-শিপ্রা ইত্যাদি নদী কিংবা আম্রকূট, নীচৈ প্রভৃতি পাহাড় অন্তরালেই থেকে যায়। তাই কবি ইচ্ছামত ঘুরিয়ে নিলেন মেঘকে বাঁকা পথে।

[ সতেরো ]

ত্বামাসারপ্রশমিতবনোপপ্লবং সাধু মূর্ধ্না
বক্ষ্যত্যধ্বশ্রমপরিগতং সানুমানাম্রকূটঃ ।
ন ক্ষুদ্রোঽপি প্রথমসুকৃতাপেক্ষয়া সংশ্রয়ায়
প্রাপ্তে মিত্রে ভবতি বিমুখঃ কিং পুনর্যস্তথোচ্চৈঃ ॥

দাবাগ্নির ঐ অগ্নিদাহন
একাই তুমি করে হরণ,
আম্রকূটের হৃদয়-মাঝে
লভেছ এক চির-আসন ।
পথশ্রমে ক্লান্তদেহ
চাইলে হ'তে ক্ষণেক স্থির,
আপন কুঁড়ে বাঁধবে বুকে
নুইয়ে সে যে উচ্চশির ।
স্মরণ রাখে অধমজনেও
উপকারীর অতীত দান,
বিমুখ কভু হয় না দিতে
আশ্রয়েরি তিলেক স্থান ।
অভ্রভেদী শিখর সম
সমুন্নত চিত্ত যার
সুস্মিত এক আপ্যায়নে
বরণ করে মিত্রে তার ।

---

শ্লোক ১৭

আম্রকূট : বর্তমান নাম "অমরকণ্টক" । ঠিক মোচার মতন ঊর্ধ্বে উঠেছে এর একমাত্র শিখর । নাগপুরের সীমান্তবর্তী গোণ্ডানার "মিকুল" পর্বতপুঞ্জের এক অংশ । এর প্রাচীন নাম মেখল, আর এখান থেকেই উৎপত্তি নর্মদা নদীর । তাই এর অপর নাম "মেখলকন্যাকা" ।

"রেবা তু নর্মদা সোমোদ্ভবা মেখলকন্যকা" ।

[ আঠারো ]

ছন্নোপান্তঃ পরিণতফলদ্যোতিভিঃ কাননাম্রৈ-
স্ত্বয্যারূঢ়ে শিখরমচলঃ স্নিগ্ধবেণীসবর্ণে ।
নূনং যাস্যত্যমরমিথুনপ্রেক্ষণীয়ামবস্থাং
মধ্যে শ্যামঃ স্তন ইব ভুবঃ শেষবিস্তারপাণ্ডুঃ ॥

কুঞ্জ অগণন পক্ব আম্রের
বেড়িছে পাহাড়ের প্রান্ত দেশ,
আনত ফলভারে শোভিয়া পান্ডুর
চক্ষে আনে তার মোহনরেশ ।
স্নিগ্ধ অলকের চিকণ বেণী সম
কাজল-ঘন ঘোর দেহের ভার,
রাখিয়া ক্ষণতরে উচ্চ চূড়াপরে
লভিবে বিশ্রাম স্বল্প আর ।
সুদূর-বিস্তার পান্ডুসীমামাঝে
বৃন্তভাগ শুধু নিবিড় কালো
দেখিবে কৌতুকে অমর-দম্পতি
ধরার পয়োধর বিতরে আলো ।

---

শ্লোক ১৮

"শেষবিস্তারপান্ডুঃ"

মেঘকে এখানে কল্পনা করা হয়েছে পরিশ্রান্ত কামীজনরূপে আর ধরণী-সুন্দরী তার প্রণয়িনী নায়িকা। ক্লান্ত প্রেমিক বিশ্রামের জন্য নিদ্রাগত হয় তার প্রেয়সীর কুচ-কলসে, তেমনই মেঘের বিশ্রামস্থল হবে ধরার স্তন-তটে। ( মল্লিনাথ )

মেঘের বর্ণ গাঢ় নীল, আর পর্বত পান্ডুর—সুতরাং সেই সীমাহীন পান্ডু মাঝে শ্যামবৃন্ত-গর্ভিণী পৃথিবীর ( শরতে শস্যশালিনী ) পীন-পয়োধর ।

[ উনিশ ]

স্থিত্বা তস্মিন্ বনচরবধূভুক্তকুঞ্জে মুহূর্তং
তোয়োৎসর্গদ্রুততরগতিস্তৎপরং বর্ত্মতীর্ণঃ।
রেবাং দ্রক্ষ্যস্যুপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাং
ভক্তিচ্ছেদৈরিব বিরচিতাং ভূতিমঙ্গে গজস্য ॥

আম্রকূটের সেই নিকুঞ্জে বৃক্ষলতার গহন পুঞ্জে,
আসিত সাঁঝেতে বনচরবধূ বল্লভসনে মিলিত গুঞ্জে।
সলিল-ধারার বর্ষণে মৃদু অঙ্গ করিয়া কিঞ্চিৎ লঘু,
শৃঙ্গ-সোপানে রহিবে ক্ষণেক উত্তরিতে পথ সত্বর তবু।
শ্রান্তচরণ দেখিবে কখন আসিছে শীর্ণা রেবার তীরে
বহিছে যে ধীরে উপলবিষম্ বিন্ধ্যগিরির চরণ ঘিরে।
নির্ঝর-ধারা কত না রঙ্গে মিশিছে তাহার স্রোত-তরঙ্গে
পত্রাবলীর দীর্ঘরেখা অঙ্কিত যেন দ্বিরদ-অঙ্গে।

---

শ্লোক ১৯

রেবা : নর্মদার নামান্তর, আরও নাম—সোমোদ্ভবা এবং মেখলকন্যকা (অমরকোষ)—এর প্রতি নামই অর্থ-ব্যঞ্জক।

রেবা—বহমানা ; নর্মদা—সুখদায়িনী : সোমোদ্ভবা—সোমবংশজাতা ; মেখলকন্যকা—মেখলের কন্যা।

বিন্ধ্য : বিন্ধ্যপর্বত ; আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের মধ্যবর্তী পর্বত।

"ভক্তিচ্ছেদৈঃ বিরচিতাং ভূতিং"।

ভক্তি—রেখা, ছেদ—খণ্ড, ভূতি—পত্রাবলী, অলংকার বা প্রসাধন। অর্থাৎ হস্তীর দেহে খণ্ড খণ্ড রেখার দ্বারা রচিত অলংকার বা প্রসাধন।

[ কুড়ি ]

তস্যাস্তিক্তৈর্বনগজমদৈর্বাসিতং বান্তবৃষ্টি-
র্জম্বুকুঞ্জপ্রতিহতরয়ং তোয়মাদায় গচ্ছেঃ ।
অন্তঃসারং ঘন তুলয়িতুং নানিলঃ শক্ষ্যতি ত্বাং
রিক্তঃ সর্বো ভবতি হি লঘুঃ পূর্ণতা গৌরবায় ॥

রেবার তীরে সেই জম্বু-উপবন
ছিন্ন প্রশাখায় প্রহত-স্রোত,
বন-মাতঙ্গের পুঞ্জ মদরসে
সুরভি উঠে যেন ওতঃপ্রোত ।
ভুক্ত-অবশেষ মুক্ত করি পথে
শ্রান্তকলেবর হারালে বল
করিবে পান ধীরে সঞ্জীবনী সেই
স্বচ্ছ-সুবাসিত কষায় জল ।
ক্ষুব্ধ সমীরণ তখন অসফল
তুলিতে ভার তব গুরু দেহের
অন্তঃসারহীন হৃদয় লঘু, সখা,
পূর্ণ-ভরা-প্রাণ গৌরবের !

---

শ্লোক ২০

বনগজমদৈ—"তিক্তরসে সুগন্ধৌ চ ।" ( বিশ্ব ) অর্থাৎ তিক্তরস ও সুগন্ধিময় ( বন্যহস্তীদানজল )

প্রাচীন ভারতীয় জীববিজ্ঞানীদের মতে পুরুষ হস্তীর কপালের দুই পাশে বিশেষ ছিদ্রের উল্লেখ আছে, যার থেকে প্রজননকালে রসসঞ্চার হয় । অমরকোষে এই রসকে অভিহিত করা হয় "মদঃ" বা "দানম্" বলে ।

বিন্ধ্যপর্বতের বনমাতঙ্গের মদবারিসম্পৃক্ত নির্ঝর জল অতি স্বাদু, সুরভি ও কষায়যুক্ত । আয়ুর্বেদমতে ঐ জল অতি প্রশস্ত । বাগভট্ট উক্তি করেছেন,

"কষায়াশ্চাহিমাস্তস্য বিশুদ্ধৌ শ্লেষ্মণো হিতাঃ ।
কিন্তু তিক্তা কষায়া বা যে নিসর্গাৎ কফাপহাঃ ॥

[ একুশ ]

নীপং দৃষ্ট্বা হরিতকপিশং কেশরৈরর্ধরূঢ়ৈ-
রাবির্ভূতপ্রথমমুকুলাঃ কন্দলীশ্চানুকচ্ছম্ ।
জগ্ধ্বারণ্যেষ্বধিকসুরভিং গন্ধমাঘ্রায় চোর্ব্যাঃ
সারঙ্গাস্তে জললবমুচঃ সূচয়িষ্যন্তি মার্গম্ ।।

জলদ !  নূতন সলিল-সেচন
ফুটাবে অর্ধ কদম্ এখন,
পাংশু শ্যামল কেশরে তাহার
লাগিবে উছল্ অধীর কাঁপন ।
সজল মাটির কোমল পরশে
ভূঁই-চম্পক মেলিবে নেত্র—
প্রথম মুকুল উঠিবে আকুল
ভেদিয়া উদার সরস ক্ষেত্র ।
ধরিবে অধরে পল্লব নব
দেখিয়া ঊর্ধ্বে রূপ-তরঙ্গ
নিদাঘ-দগ্ধ শরীর স্নিগ্ধ
চাহিবে মুগ্ধ বন-কুরঙ্গ ।
অনুপ-গন্ধ-বিভোল পরাণে
ছুটিবে সেথায় তুলিয়া ছন্দ,
ঘর্ষণ-ক্ষত-পথ-পরিচয়
রাখিবে তোমার, জগদানন্দ ।

---

রামগিরি হতে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে মেঘের শ্রান্তি ও অসুস্থতার লক্ষণ স্বাভাবিকভাবেই দেখা দিতে পারে, সুতরাং "বান্তবৃষ্টি" বা কিছুটা বমন বা উদ্গীরণ করে শ্লেষ্মাশোধক ঐ জলপানে নববলের সঞ্চার হয়ে ভিতরের প্রকুপিত বায়ুরও হয়ত কিঞ্চিৎ উপশম হবে ।

"কৃতশুদ্ধেঃ ক্রমাৎ পীতপেয়াদেঃ পথ্যভোজিনঃ ।
বাতাদিভির্নবাধা স্যাদিন্দ্রিয়ৈরিব যোগিনঃ ।।"

[ বাইশ ]

**উৎপশ্যামি দ্রুতমপি সখে মৎপ্রিয়ার্থং যিয়াসোঃ**
**কালক্ষেপং ককুভসুরভৌ পর্বতে পর্বতে তে।**
**শুক্লাপাঙ্গৈঃ সজলনয়নৈঃ স্বাগতীকৃত্য কেকাঃ**
**প্রত্যুদযাতঃ কথমপি ভবান্ গন্তুমাশু ব্যবস্যেৎ ।।**

জানি  বার্তা বহিতে চরণ তোমার
  চাহিবে চলিতে সত্বরে,
পথে  নগেরা আবৃত কুটজ-কুসুমে
  টানিবে সুবাসে মন্থরে।
সেথা  শিখিরা উর্ধ্বে সাশ্রুনেত্র
  কিরণ অঙ্গে সম্পাতে,
ওই  মধুর কেকার স্বাগত-আলাপ
  ফেলিবে কেমনে পশ্চাতে?

---

শ্লোক ২১

সারঙ্গা—অর্থাৎ চাতক, ভ্রমর, হরিণ বা হস্তী, যে কোনো প্রাণী, কিন্তু আলোচ্য শ্লোকে পরিবেশ ও খাদ্যবিচারে হরিণকেই বুঝা যায়।

'সারঙ্গশ্চাতকে ভৃঙ্গে কুরঙ্গে চ মতঙ্গে চ।'

কচ্ছ—ভিজে, স্যাঁতসেঁতে স্থান বা জলাভূমি।

শ্লোক ২২

শুক্লাপাঙ্গৈ: "ময়ূরো বর্হিনো বর্হী, শুক্লাপাঙ্গ, শিখাবলঃ।" অর্থাৎ ময়ূর—ঘন বাদামি রঙ ময়ূরের চোখ, কিন্তু প্রান্তভাগের বৃত্তটি সাদা। বর্ষাঋতুই ময়ূরের প্রজনন-কাল—তাই 'নীলনবঘনআষাঢ়গগনে' ময়ূরের চরমানন্দ ও কেকাধ্বনি।

[ তেইশ ]

পাণ্ডুচ্ছায়োপবনবৃতয়ঃ কেতকৈঃ সূচিভিন্নৈঃ
নীড়ারম্ভৈর্গৃহবলিভুজামাকুলগ্রামচৈত্যাঃ।
ত্বয্যাসন্নে পরিণতফলশ্যামজম্বূবনান্তাঃ
সম্পৎস্যন্তে কতিপয়দিনস্থায়িহংসা দশার্ণাঃ॥

আসবে এবার দশার্ণদেশ
কানন-ঘেরা স্বপ্ন-পুরী,
কেতকী-বন-প্রাচীর পরে
মেলছে আঁখি ফুলের কুঁড়ি।
শুভ্র-বরণ তীক্ষ্ম-কাঁটায়
প্রস্ফুট সেই পুষ্পবন
পাণ্ডুছায়া আনছে ঘন
রচি' মায়াব মোহাঞ্জন।
স্নিগ্ধ-সরস জামের কুঞ্জ
শ্রেণীর সাথে দাঁড়িয়ে আছে
কালোর রেখা বক্ষে নিয়ে
আলোর রেখার বৃত্ত-মাঝে।
পথে গ্রামচৈত্যপরে
নীড়রচনে ব্যাপ্ত হবে
গৃহবলিভুখ্ সেথায় যত
তোমায় দেখে কূজন-রবে।
দীর্ঘপথের সঙ্গী তোমার
মৃণাল-মুখে বলাকাদল
মুগ্ধ কদিন রইবে হেথায়
বাড়িয়ে তোমার মনের বল।

শ্লোক ২৩

দশার্ণ—দশ + ঋণ ( দুর্গ )—দশদুর্গসমন্বিত দেশ।
বর্তমান ছত্রিশগড় নামক দেশের অংশবিশেষ। বিন্ধ্য-পর্বতের উত্তরে

[ চব্বিশ ]

তেষাং দিক্ষু প্রথিতবিদিশালক্ষণাং রাজধানীং
গত্বা সদ্যঃ ফলমবিকলং কামুকত্বস্য লব্ধা।
তীরোপান্তস্তনিতসুভগং পাস্যসি স্বাদু যস্মাৎ
সভ্রূভঙ্গং মুখমিব পয়ো বেত্রবত্যাশ্চলোর্মি ॥

প্রথিত দিকে দিকে বিদিশা রাজধানী
বিলাস-বাসনার ইন্দ্রলোক,
মিটায়ে সেথা সব কামনা হৃদয়ের
গোপন যাতনার অন্ত হোক্।
ভ্রূকুটি উচ্ছলি বেত্রবতী নদী
করিছে কলনাদে সোহাগদান,
গরজি মৃদু তীরে অধর-সুধা-পানে
ঊর্মিমুখরার ভরিও প্রাণ।

অন্যতম এক জনপদ—পূর্ব-মালব ও ভূপাল রাজ্য নিয়ে গঠিত। বিদিশা বা বর্তমান "ভিল্সা" এর প্রাচীন রাজধানী ছিল। ( History of Deccan by Dr. Bhandarkar )

"গৃহবলিভুখ"—কাকাদি গ্রাম্যপক্ষী। 'বলি' অর্থে খাদ্য, গৃহস্থের পরিত্যক্ত ও নিক্ষিপ্ত খাদ্য যে খায়।

শ্লোক ২৪

বিদিশা : সাঁচীর নিকটে ভূপাল রাজ্যের অন্তর্বাহিনী নদী বেতোয়া বা বেত্র-বতীর তীরে—ভূপালের ছাব্বিশ মাইল উত্তর-পূর্বে এর অবস্থিতি। ভিল্সাস্তূপ নামে "সাঁচি", "সোনারি", "সাতধারা", "ভোজপুর" ও "অন্তর" এই স্তূপপুঞ্জ-গুলি বিদিশার সন্নিহিত অঞ্চলে এক অনুচ্চ বেলেপাথরের পাহাড়ে কয়েক মাইল ব্যবধানে ব্যবধানে অবস্থিত। দেবীপুরাণে এর উল্লেখ আছে "বিদিশাদেশ" নামে।

[ পঁচিশ ]

নীচৈরাখ্যং গিরিমধিবসেস্তত্র বিশ্রামহেতো-
স্ত্বৎসম্পর্কাৎ পুলকিতমিব প্রৌঢ়পুষ্পৈঃ কদম্বৈঃ।
যঃ পণ্যস্ত্রীরতিপরিমলোদ্গারিভির্নাগরাণা-
মুদ্দামানি প্রথয়তি শিলাবেশ্মভির্যৌবনানি ॥

পাহাড় মনোরম নীচৈ নামে এক
বিলাস-নগরীর অদূরে রয়,
লভিয়া বিশ্রাম সেথায় ক্ষণকাল
দেহেরি অবসাদ করিও জয়।
পরশে তব ঘন, আবেশে থর থর
কদমতরুশাখা কুসুমে ছায়,
বিভোল রূপে-রসে মত্ত উল্লাসে
শোণিতে শিহরণ খেলিয়া যায়।
বিজনগুহাপরে নাগর যায় জোড়ে
মেটাতে রতিসুখ তিমির সাঁঝের
পণ্যা ললনার মথিত দেহবাস
জানায় যৌবন পৌরজনের।

---

শ্লোক ২৫

নীচৈ—পূর্ববর্তী শ্লোকের "ভিলসাস্তূপ" বা বিদিশার দক্ষিণ হতে দীর্ঘবিস্তৃত এক অনুচ্চ পর্বতমালা। খুব উঁচু নয় বলেই এর নাম নীচৈ। খণ্ডাগিরি বা উদয়গিরির মত এর গাত্রে বহু গুহা বা শিলাগুহা আছে।

[ ছাব্বিশ ]

**বিশ্রান্তঃ সন্ ব্রজ বননদীতীরজাতানি সিঞ্চ-**
**ন্নুদ্যানানাং নবজলকণৈর্যূথিকাজালকানি।**
**গণ্ডস্বেদাপনয়নরুজাক্লান্তকর্ণোৎপলানাং**
**ছায়াদানাৎ ক্ষণপরিচিতঃ পুষ্পলাবীমুখানাম্ ॥**

সেথা অচল শিখরে উঠিয়া ঊর্ধ্বে
যাপিবে সময় বিশ্রামে,
নটী তরঙ্গিনীর গতির ছন্দে
ছুটিবে আবার উদ্দামে।
বন তটিনী ধরিয়া দুকূল ভরিয়া
যূথিকা-কানন বিন্যাসে,
নব সলিলকণার সেচনে তোমার
সিক্ত কলিকা উল্লাসে।
কত তরুণী ললনা পুষ্পচয়না
স্বেদক্লান্তিতে জর্জরে,
কানে কমল কোমল করমার্জনে
মথিত, ছিন্ন নির্ঝরে।
সখা শ্রান্তি তখন হরিও শান্ত
নিবিড় ছায়ার বিস্তারে
ক্ষণ পরিচয়ে তব তৃপ্ত পরাণে
প্রণয়-দৃষ্টি সঞ্চারে।

---

শ্লোক ২৬

বননদী—পাঠান্তরে 'নদনদী', 'নগনদী', 'নবনদী'।

পুষ্পলাবী—পুষ্পব্যবসায়িকা স্ত্রী ( পণ্ডিতদের মতে এরা জাতমালিনী )

ছায়া—অনাতপদান, অপর অর্থে কান্তিদান।

মল্লিনাথের ব্যাঙ্গার্থ—"কামুকদর্শনাৎ কামিনীনাং মুখবিকাশঃ"—কামুকদর্শনে কামিনীর মুখের বিকাশ।

[ সাতাশ ]

**বক্রঃ পন্থা যদপি ভবতঃ প্রস্থিতস্যোত্তরাশাং**
**সৌধোৎসঙ্গপ্রণয়বিমুখো মাস্ম ভূরুজ্জয়িন্যাঃ ।**
**বিদ্যুদ্দামস্ফুরিতচকিতৈস্তত্র পৌরাঙ্গনানাং**
**লোলাপাঙ্গৈর্যদি ন রমসে লোচনৈর্বঞ্চিতোঽসি ॥**

বাঁকিয়ে নিতে হবেই তোমায়
যাবার পথটি একটুখানি,
উত্তরেতে আসবে তবে
ইতিহাসের উজ্জয়িনী
আকাশভেদী সৌধ যত
তোমার অঙ্গ-পরশ মাগে
তৃষ্ণাকাতরচিত্ত তবে
সঙ্গ-সুধায় ভরাও আগে।
হঠাৎ তড়িৎশিখায় তোমার
চকিত হবে পুরাঙ্গনা
অপাঙ্গে তাই দৃষ্টি হানে
নিবিড় চোখে নীলাঞ্জনা।
আঁখির কোণের সেই কটাক্ষ
ফেলবে যদি হেলায় দূরে,
জীবনপাত্র রইবে তখন
শূন্য শুধুই অন্তঃপুরে।

---

শ্লোক ২৭

উজ্জয়িনী : শিপ্রানদীর তীরে, প্রাচীন মালবদেশের বা অবন্তী রাজ্যের রাজধানী। এই উজ্জয়িনীর আরও নাম পাওয়া যায়—বিশালা, অবন্তী ও পুষ্প-করণ্ডিনী। খৃঃ পূঃ ২৬৩ শতকে পিতা বিন্দুসারের রাজপ্রতিনিধিরূপে এইস্থানে বাস করেছিলেন প্রিয়দর্শী অশোক।

[ আটাশ ]

**বীচিক্ষোভস্তনিতবিহগশ্রেণিকাঞ্চীগুণায়াঃ**
**সংসর্পন্ত্যাঃ স্খলিতসুভগং দর্শিতাবর্তনাভেঃ ।**
**নির্বিন্ধ্যায়াঃ পথি ভব রসাভ্যন্তরঃ সন্নিপত্য**
**স্ত্রীণামাদ্যং প্রণয়বচনং বিভ্রমো হি প্রিয়েষু ।।**

হয়ত কোথাও সুগম্ভীরা নির্বিন্ধ্যা শ্লথবাহিনী,
কোথাও আবার উপলহতা, লাস্যময়ী কলনাদিনী ।
তরঙ্গক্ষোভ উঠলে জলে রাজহংস মত্তরোলে
সুরধনীর সুরের তালে কাঞ্চীদামের নিক্কণ তোলে ।
আবর্তেরি ফেনার পুঞ্জে বিলাসিনীর নাভির কূপ
লজ্জাসরম সতীর ধরম ভাসিয়ে দেখায় নগ্নরূপ
প্রণয়রীতির ছলাকলায় বাঁধলে তোমায় আপনজন,
শীতল রেখো তৃপ্তিধারায় সেই বিবশার প্রেমিক মন ।

---

ডাঃ ভাণ্ডারকার, ফার্গুসন, ভিনসেণ্ট স্মিথ—প্রমুখ ঐতিহাসিকদের মতে সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য ৩৭৫ খৃষ্টাব্দে শকরাজা রুদ্রসিংহকে পরাজিত করে অযোধ্যা থেকে উজ্জয়িনীতে রাজধানী পুনঃস্থাপিত করেন । ঐ সময় উজ্জয়িনী ছিল শকসাম্রাজ্যের রাজধানী ।

শ্লোক ২৮

নির্বিন্ধ্যা : বেত্রবতী এবং সিন্ধুনদীর মধ্যবর্তী কয়েকটি নদীর অন্যতম, বিন্ধ্যগিরি হতে নির্গত হয়ে মিলিত হয়েছে চর্মণ্বতী বা চম্বলে ।

[ ঊনত্রিশ ]

বেণীভূতপ্রতনুসলিলাসাবতীতস্য সিন্ধুঃ
পাণ্ডুচ্ছায়া তটরুহতরুভ্রংশিভির্জীর্ণপর্ণৈঃ।
সৌভাগ্যং তে সুভগ বিরহাবস্থয়া ব্যঞ্জয়ন্তী
কার্শ্যং যেন ত্যজতি বিধিনা স ত্বয়ৈবোপপাদ্যঃ ॥

সিন্ধু প্রবাহিনী সূক্ষ্ম বেণীসমা
শীর্ণা বিষাদিনী বিরহ মানে,
দু-তট-তরুরাজি জীর্ণ রাশি রাশি
পর্ণ-আবরণে পাণ্ডুতা আনে।
ধন্য তুমি মেঘ, ভাগ্যে সবিশেষ
টানিছ অহরহ বিরহী মন,
দুঃখ দুস্তর, তরাও সত্বর
তুমি যে শুধু তার আপনজন।

---

শ্লোক ২৯

সিন্ধু : মালবদেশে, এর উৎস—বিন্ধ্যে, পরিণতি চম্বলে। মল্লিনাথ সিন্ধু শব্দের আভিধানিক অর্থে ( সিন্ধু = নদী ) একেই নির্বিন্ধ্যা বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

নদীর কার্শ্য বা কৃশতার মাঝে যেমন ব্যক্ত হয়েছে বিরহের পঞ্চম অবস্থা, তেমনি দেখানো হয়েছে অন্যান্য লক্ষণ : বেণীর সূক্ষ্মতায় ও বর্ণের পাণ্ডুতায়। নদীদের এই বিরহরূপ, একদিকে কিন্তু মেঘেরই সৌভাগ্যের সূচনা করে, সুতরাং কর্তব্যের খাতিরে তাকে করতে হবে জলবর্ষণ ( বিরহের পর সম্ভোগ )।

[ ত্রিশ ]

**প্রাপ্যাবন্তীনুদয়নকথাকোবিদগ্রামবৃদ্ধান্**
**পূর্বোদ্দিষ্টামনুসর পুরীং শ্রীবিশালাং বিশালাম্ ।**
**স্বল্পীভূতে সুচরিতফলে স্বর্গিণাং গাং গতানাং**
**শেষৈঃ পুণ্যৈর্হৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকম্ ॥**

মর্ত্যলোকের স্বর্গপুরী অবন্তী এক মায়ার দেশ,
আকাশে যার শৌর্যগাথা, বাতাসে তার মহিমারেশ ।
উদয়নের গল্পে সেথায় পক্ককেশের হট্টমালা,
রাজধানী সে উজ্জয়িনী, ধনধান্যে শ্রীবিশালা !
স্বপ্নমদির কানন-বীথি, শান্ত সেথায় কুঞ্জগীতি
দেবভূমির অংশ যেন ঠিক্‌রে ধরায় মানছে নীতি
পুণ্যবানের ভোগের ফলে পুণ্যক্ষয়ের সারাৎসার,
তাই তো এমন উজ্জ্বল সে দেশ—দিব্যবিভা অঙ্গে তার ।

---

শ্লোক ৩০

অবন্তী : মালবদেশের প্রাচীন নাম । খৃষ্টীয় ৭ম বা ৮ম শতাব্দী থেকে অবন্তী নাম পরিবর্তিত হয়ে মালব নামে অভিহিত হয়েছে । রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ।

উদয়ন : বৎসদেশের রাজা । কথাসরিৎসাগরে আছে যে প্রাচীনকালে উজ্জয়িনীতে রাজা প্রদ্যোতের বাসবদত্তা নামে লোকললামভূতা এক কন্যা ছিল । বৎসরাজ উদয়নকে স্বপ্নে দর্শন করে সেই কন্যা প্রবল আসক্তিবশত গুপ্তচরমুখে রাজার নিকট অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন । বৎসরাজও কৌশলে পিতৃগৃহ থেকে তাকে অপহরণ করেন ।

[ একত্রিংশ ]

দীর্ঘীকুর্বন্ পটু মদকলং কূজিতং সারসানাং
প্রত্যূষেষু স্ফুটিতকমলামোদমৈত্রীকষায়ঃ।
যত্র স্ত্রীণাং হরতি সুরতগ্লানিমঙ্গানুকূলঃ
শিপ্রাবাতঃ প্রিয়তম ইব প্রার্থনাচাটুকারঃ॥

শিপ্রানদীর প্রভাত সমীর বিহরে,
ক্লান্তবধূরা অলসগাত্রে শিহরে ;
নিশিজাগরণে রতি-অবসাদে বিবশা
মলয় এখন ভরসা।
অরুণরাগের তরুণ আলোকে বহিয়া
কমল-কাননে মদির সুবাস লুটিয়া
সারসদলের মদকলরব শ্রবণে
আসিছে মত্ত পবনে।
ললিত কামিনী তন্দ্রাজড়িত নয়নে
শিথিল কবরী এলায়ে দেখিছে স্বপনে
উন্মাদ চাটুরঙ্গে
প্রণয়-পরশ পবন বিতরে অঙ্গে।

---

শ্লোক ৩১

শিপ্রা : অবন্তীর রাজধানী উজ্জয়িনীর পাদবাহিনী নদী।

[ বত্রিশ ]

জালোদ্‌গীর্ণৈরুপচিতবপুঃ কেশসংস্কারধূপৈঃ
বন্ধুপ্রীত্যা ভবনশিখিভির্দত্তনৃত্যোপহারঃ।
হর্মেষ্বস্যাঃ কুসুমসুরভিষ্বধ্বখেদং নয়েথাঃ
লক্ষ্মীং পশ্যন্ ললিতবনিতাপাদরাগাঙ্কিতেষু ॥

ধূপের ঘনধূমে বধূরা সেই দেশে
করিছে প্রসাধন কাজল কেশ,
বাহিরে বাতায়নে সে ধূম সমীরণে
ভাসিয়া তব দেহে লাগায় রেশ।
পরশে তারি মৃদু, ঈষৎ স্থূল-তনু
নবীন কলেবরে সতেজ হায়!
ভবনশিখি যত নৃত্যতালে রত
বন্ধু-সমাদরে প্রীতি জানায়।
প্রাসাদ-কুট্টিম করিছে রক্তিম
ললিত বনিতার অলক্তক,
পুষ্পবিলাসিনী প্রসূন-সজ্জায়
বিতরে সৌরভ উদ্দীপক
কুসুম-আবরণে বর্ণে-আঘ্রাণে
শ্রীময় গেহগুলি দেখিবে পুরে
হর্ম্যচূড়াপরে রহিয়া ক্ষণে ক্ষণে
পথের শ্রম তবে রাখিবে দূরে।

শ্লোক ৩২

কেশসংস্কারধূপৈঃ : কেশের সৌরভ সম্পাদনের জন্য সেকালে বিলাসিনী কামিনীরা দহ্যমান গন্ধদ্রব্যের বা ধূপের ধূম ব্যবহার করতেন।

জালং : বাতায়ন অর্থাৎ গবাক্ষ, আনায়, জালক, কপট বা গণ ( যাদব )।

[ তেত্রিশ ]

ভর্তুঃ কণ্ঠচ্ছবিরিতি গণৈঃ সাদরং বীক্ষ্যমাণঃ
পুণ্যং যায়াস্ত্রিভুবনগুরোর্ধাম চণ্ডীশ্বরস্য।
ধূতোদ্যানং কুবলয়রজোগন্ধিভির্গন্ধবত্যা-
স্তোয়ক্রীড়ানিরতযুবতিস্নানতিক্তৈর্মরুদ্ভিঃ ॥

মহাকালের মন্দিরেতে বারেক যাবে শুদ্ধচিতে
ত্রিলোকপতি চণ্ডীদেবে ভক্তিনত প্রণাম দিতে ;
প্রমথেরা মুগ্ধচোখে গন্ধবতী নদীর তীরে,
নীলকণ্ঠের কণ্ঠছবি তোমার রঙে দেখবে ধীরে।
কুবলয়ের চূর্ণমাথে পদ্মিনীদের কেশসুবাস
স্রোতঃস্বতীর স্বচ্ছজলে স্নানের লীলায় সমুচ্ছাস,
সেই সুরভি-স্পর্শ-কণায় হিল্লোলিত মলয় সেথা
সন্নিহিত উদ্যানেতে কাঁপায় ভীরু পুষ্পলতা।

উপচিতবপুঃ : পরিপুষ্ট শরীর।

'ধূম, জ্যোতি, সলিল আর মরুৎ' এই নিয়ে মেঘের সৃষ্টি। সুতরাং ধূপগন্ধী ঐ ধূমপুঞ্জ যখন গবাক্ষপথে বের হয়ে মেঘের গায়ে এসে পড়বে, তখন স্বভাবতই দেহস্ফীতির দ্বারা অঙ্গপুষ্টি হবে এবং নবকলেবরে আরও রমণীয় হবে মেঘ।

শ্লোক ৩৩

গন্ধবতী : শিপ্রানদীর শাখা, উজ্জয়িনীর প্রসিদ্ধ মহাকালমন্দির, শিপ্রার তীরেই অবস্থিত।

[ চৌত্রিশ ]

অপ্যন্যস্মিন্ জলধর মহাকালমাসাদ্য কালে
স্থাতব্যং তে নয়নবিষয়ং যাবদত্যেতি ভানুঃ।
কুর্বন্ সন্ধ্যাবলিপটহতাং শূলিনঃ শ্লাঘনীয়া-
মামন্দ্রানাং ফলমবিকলং লপ্স্যসে গর্জিতানাম্ ॥

দৈবে যদি যাও পুণ্য দেবালয়ে
সন্ধ্যা-আরতির পূর্ব-যামে,
প্রহর সেথা গুণে রহিবে, যতক্ষণে
অস্তাচলে ধীরে ভানু না নামে।
যখন হবে শুরু মহেশ-বন্দনা
ধ্বনিবে গুরু গুরু অভ্ররন্ধ্রে
লভিবে সার্থক সুফল জনমের
গভীর বাদ্যের প্রহত মন্দ্রে।

শ্লোক ৩৪

মহাকাল : উজ্জয়িনী নগরীর মধ্যস্থিত, শিবপুরাণের দ্বাদশ শিবলিঙ্গের অন্যতম, এই মহাকালের নামানুসারেই উজ্জয়িনীর আর এক নাম 'মহাকালবন'। স্কন্দপুরাণ বলে,

"আকাশে তারকং লিঙ্গং, পাতালে হাটকেশ্চরম্।
মর্তলোকে মহাকালং দৃষ্টা কামমবাপ্নুয়াৎ ॥"

তাই মল্লিনাথ বলেন, এ মন্দির কেবল মুক্তিস্থান নয়, বিলাসস্থানও বটে।

[ পঁয়ত্রিশ ]

**পাদন্যাসৈঃ ক্বণিতরশনাস্তত্র লীলাবধূতৈঃ**
**রত্নচ্ছায়াখচিতবলিভিশ্চামরৈঃ ক্লান্তহস্তাঃ।**
**বেশ্যাস্ত্বত্তো নখপদসুখান্ প্রাপ্য বর্ষাগ্রবিন্দু-**
**নামোক্ষ্যন্তে ত্বয়ি মধুকরশ্রেণিদীর্ঘান্ কটাক্ষান্ ॥**

নৃত্য-পটিয়সী সেথায় সেবাদাসী
অলংকৃত পায়ে নাচিবে তালে
বাজিবে কিঙ্কিণী মধুর রিণিঠিনি
কাঞ্চীদাম হতে সায়ংকালে।
রত্ন-আভরণে দীপ্ত প্রভাময়
কনক-চামরের দণ্ড তাদের
শ্রান্ত ব্যজনের অলস লীলাভরে
দুলিছে মন্থর শিথিল করের।
খচিবে দেহপটে নিশীথচারিণীর
নিবিড় নখক্ষত—নিঠুর প্রিয়,
নিভাতে তনুদেহে পুলকদাহ তবে
স্নিগ্ধ বারিকণা সঞ্চারিও।
কাজল-ঘন-তারা কুটিল প্রেক্ষণে
নাচিবে ক্ষণে ক্ষণে নয়ন-কোণে,
সহসা মনে হবে ভ্রমর কালো যেন
উড়িবে আঁখি হ'তে লুব্ধ-মনে।

শ্লোক ৩৫

"রত্নছায়াখচিতবলিভিঃ" : বলি অর্থে চামরদণ্ড, অর্থাৎ রত্নরশ্মিময় চামরের দণ্ড দ্বারা। মল্লিনাথের মতে এতে দৈশিক নৃত্য সূচিত হচ্ছে :

• **"খড়্গকন্দুকবস্ত্রাদিদণ্ডিকাচামরস্রজঃ।**
**বীণাশ্চ ধৃত্বা যৎ কুর্যন্নৃত্যং তৎ দেশিকং ভবেৎ ॥"**

**অর্থাৎ খড়্গ, কন্দুক, বস্ত্রাদি, দণ্ডিকা, চামর আর মাল্য—এইগুলি এই নৃত্যের অঙ্গ।**

[ ছত্রিশ ]

পশ্চাদুচ্চৈর্ভুজতরুবনং মণ্ডলেনাভিলীনঃ
সান্ধ্যং তেজঃ প্রতিনবজবাপুষ্পরক্তং দধানঃ
নৃত্যারম্ভে হর পশুপতেরার্দ্রনাগাজিনেচ্ছাং
শান্তোদ্বেগস্তিমিতনয়নং দৃষ্টভক্তির্ভবান্যাঃ ॥

সন্ধ্যারতির লগ্ন অতীত
নাচবে এবার প্রলয়-নাচন,
নৃত্য-পাগল অভাললোচন
ছন্দে যাহার রুদ্র-ভাঙন।
রক্তজবার বর্ণসমান
সন্ধ্যারাগের শোণিত আভায়
আচম্বিতেই পড়বে তখন
মহেশ্বরের বিরাট কায়ায়।
ঊর্ধ্বে তাহার ভুজতরুবন
ঢাকবে যখন বৃত্তরেখায়
রক্তরঙীন নাগের অজিন্
শম্ভু তখন দেখবে তোমায়।
থামলে হঠাৎ মরণ-নাচন
হবেই উমার শঙ্কাহরণ,
ভক্তি তোমার দেখলে মহান্
স্নিগ্ধ-কিরণ ফেলবে নয়ন।

শ্লোক ৩৬

"ভুজতরুবনম্" : সঞ্জীবনীমতে উন্নতবাহুর মত উচ্চ বৃক্ষময় বনকে মণ্ডলাকারে ব্যাপ্ত করবে মেঘ—কিন্তু তাণ্ডবনৃত্যকালে বিরাটবপু রজতগিরি-সন্নিভ দেবাদিদেবের অসংখ্য বাহুকেই মনে হয় কবি ভুজতরুবন বলে বর্ণনা করেছেন।

কিংবদন্তী বলে, মহেশ নামে ত্রিলোকবিশ্রুত এক রাজা, সেই প্রাচীনকালে

[ সাঁইত্রিশ ]

গচ্ছন্তীনাং রমণবসতিং যোষিতাং তত্র নক্তং
রুদ্ধালোকে নরপতিপথে সূচিভেদ্যৈস্তমোভিঃ।
সৌদামন্যা কনকনিকষস্নিগ্ধয়া দর্শয়োর্বীং
তোয়োৎসর্গস্তনিতমুখরো মাস্ম ভূর্বিক্লবাস্তাঃ।।

তিমির যামিনীর রুদ্ধ আলোকেতে
উজ্জয়িনীপথে সুপ্তিরেশ,
বঁধুর অভিসারে নিরতা বিলাসিনী
সুদূরে, দুরু-দুরু হৃদয়দেশ।
নিকষাশিলাপরে কনকরেখামত
ভিত্তিপরে ক্ষণ বিজলী ধর,
গভীর গর্জন, সজল-বর্ষণ
রুধিয়া অবলার শঙ্কা হর।

গজের মুখ প্রাপ্ত পেয়ে গজাসুর নামে পরিচিত হন। দেবাদিদেব পরে তাঁকে নিধন করে তার রক্তবিন্দুবর্ষী চর্মখানি গ্রহণ করে তাণ্ডবনৃত্য করেন। সেই হতে প্রতি সন্ধ্যায় তাঁর সেই ইচ্ছা জেগে উঠলে সহচর প্রমথগণ তাঁর হাতের উপর ফেলে দিতেন সেই চর্মখণ্ড এবং যতক্ষণ না ক্লান্তি আসত ততক্ষণ শান্ত হতেন না দেব। মেঘ কিন্তু নটরাজের এই ইচ্ছা সহজেই পূরণ করতে পারবে, কেন না সদ্য-বিকসিত জবাফুলের মত সায়ংকালোচিত লাল রং ধরে এবং কয়েক বিন্দু জলবর্ষণের সঙ্গে সে যখন ঊর্ধ্বপ্রসারিত সেই বাহুর উপর অবস্থান করবে, শম্ভু তখন মেঘকে সেই শোণিতার্দ্র অজিন কল্পনা করে শীঘ্র নৃত্য থেকে বিরত হবেন।

শ্লোক ৩৭

সংস্কৃত ও বৈষ্ণবশাস্ত্রে অনুরাগিণী অভিসারিকার অজস্র উল্লেখ আছে—কিন্তু মূলত তারা কুলনারী নন। কিন্তু কালিদাস ও মল্লিনাথের টীকা সহ

[ আটত্রিশ ]

তাং কস্যাঞ্চিদ্ভবনবলভৌ সুপ্তপারাবতায়াং
নীত্বাং রাত্রিং চিরবিলসনাৎ খিন্নবিদ্যুৎকলত্রঃ।
দৃষ্টে সূর্যে পুনরপি ভবান্ বাহয়েদধ্বশেষং
মন্দায়ন্তে ন খলু সুহৃদামভ্যুপেতার্থকৃত্যাঃ ।।

দীর্ঘকালের বিলসনেই
শ্রান্ত এখন তড়িৎ-হিয়া
নিদ্রারত হর্ম্যচূড়ায়
কপোত যেথায়, জাগাও প্রিয়া।
ঘন-যামিনী কাটিয়ে যখন
প্রভাত হাসে সূর্যকরে,
পথ-অবশেষ ত্বরিবে আবার
সুহৃৎ কাযে, কাল না হরে।

এই কাব্যের ব্যাখ্যায় মনে হয়, সে যুগেও পুরনারীরা সংগোপনে অভিসারে যেতেন।

শ্লোক ৩৮

পারাবত : সাধারণ গৃহ-কপোত ( Rock Pigeon ), 'বাগ্‌বিলাসী', 'মদন' বা 'মদনমোহন' প্রভৃতি বিশেষণের মালায় সংস্কৃত সাহিত্যে তাকে বর্ণিত করা হয়েছে।

[ ঊনচল্লিশ ]

**তস্মিন কালে নয়নসলিলং যোষিতাং খণ্ডিতানাং**
**শান্তিং নেয়ং প্রণয়িভিরতো বর্ত্ম ভানোস্ত্যজাশু ।**
**প্রালেয়াস্রং কমলবদনাৎ সোঽপি হর্তুং নলিন্যাঃ**
**প্রত্যাবৃত্তস্ত্বয়ি কররুধি স্যাদনল্পাভ্যসূয়ঃ ।।**

প্রত্যূষে ফিরে ঐ কৌতুকে প্রণয়ী
খণ্ডিতা বধূপানে ছলিয়া,
অস্ফুট বাণী কত কহে সে যে প্রলাপে
নয়নের জল দিতে মুছিয়া ।
যদি পথে হয় দেরী, অকারণ এসো না
তপনের পথটুকু রুধিয়া
নলিনীরো কাটে রাত একাকিনী বিফলে
তার লাগি হিয়া উঠে কাঁপিয়া ।
তাই সে যে কপোলেতে শিশিরের অশ্রু
বেদনায় দিতে চায় শমিয়া
যদি ধর তুমি কর, এ সময় সহসা
দিনকর খরতর রুষিয়া ।

শ্লোক ৩৯

খণ্ডিতা : উপেক্ষিতা, যে নারীর স্বামী অন্য রমণীতে আসক্ত । সে যুগে বিবাহিতা স্ত্রীর পারিবারিক ও সামাজিক মানের চিত্র এই শ্লোক হতে অনুমান করা যায় । অন্যত্র নিশিযাপন করে পরদিন প্রত্যূষে কপট-প্রণয়ে পত্নীর চোখের জল মুছিয়ে দিত তারা, আর সেই বঞ্চিতারাই তাতে তৃপ্ত ও ধন্য হত ।

[ চল্লিশ ]

গম্ভীরায়াঃ পয়সি সরিতশ্চেতসীব প্রসন্নে
ছায়াত্মাপি প্রকৃতিসুভগো লপ্স্যতে তে প্রবেশম্ ।
তস্মাদস্যাঃ কুমুদবিশদান্যর্হসি ত্বং ন ধৈর্যা-
ন্মোঘীকর্তুং চটুলশফরোদ্বর্তনপ্রেক্ষিতানি ।।

গ্রীষ্মতাপে শীর্ণরূপা স্রোতস্বিনী, ঈষৎ নতা
শ্যামাঙ্গিনীর তরঙ্গে শ্যাম অঙ্গ দোলায় বেতসলতা ।
ঊর্ধ্ব হতেই দেখবে কেমন নীলবসনা কোমল করে
নিতম্বেরি সলিলবসন টানছে ধীরে সলজ্জাভরে ।
এলায়িত তনুচ্ছায়ে মুক্তবসন সুন্দরীর
করলে হরণ, বন্ধু এখন এগোও কেমন, হিয়া অধীর
সঙ্গসুখের আস্বাদে সেই পূর্ণ যখন মনের তার,
কঠিন হবে উপেক্ষিতে মুক্ত-জঘন অঙ্গনার ।

শ্লোক ৪০

গম্ভীরা : শিপ্রার অন্যতম শাখানদী। মল্লিনাথ বলেন, উদাত্ত নায়িকার মত তার ভঙ্গী। মেঘও স্বভাব-সুন্দর, প্রকৃতি-সুভগ, প্রসন্ন-সলিলা গম্ভীরার স্বচ্ছ হৃদয়ের মত জলধারায় সে প্রবেশ করবে ছায়াময় দেহে—তার অনুরাগে অভিসিক্ত হবে। প্রকাশ করবে না চাতুরী বা ধূর্ততার কোন লক্ষণ, খলনায়ক যেমন উদ্যত হয় নায়িকার অনুরাগহীন দেহ-আলিঙ্গনে, অথচ সরে যায় দূরে তার অনুরাগে—

"ক্লিশ্নাতি নিত্যং দয়িতাম্ অঙ্গস্থামতি সুন্দরঃ ।
অণ্ডতরক্তাং যত্নেন রক্ষ্যাং ধূর্তো বিমুঞ্চতি ।।"

[ একচল্লিশ ]

**তস্যাঃ কিঞ্চিৎ করধৃতমিব প্রাপ্তবানীরশাখং**
**হৃত্বা নীলং সলিলবসনং মুক্তরোধোনিতম্বম্ ।**
**প্রস্থানং তে কথমপি সখে লম্বমানস্য ভাবি**
**জ্ঞাতাস্বাদো বিবৃতজঘনাং কো বিহাতুং সমর্থঃ ।।**

অন্তরেরি নির্মলতায়
প্রসন্নতার ফল্গুধারায়,
গম্ভীরারি স্বচ্ছধারায়
করবে প্রবেশ কায়ার ছায়ায় ।
উল্লসিত উর্মিদোলায়
কুমুদবরণ শ্বেত সফরী
উঠবে নেচে চটুল আঁখে
কটাক্ষেতে মর্ম হরি' ।
বক্ষে নিয়ে ধৈর্য অসীম
দেখবে তাদের মুগ্ধ প্রাণে,
তৃষিত্-প্রাণে আশার বাণী
বিফল না হয় করুণ তানে ।

শ্লোক ৪১

হৃত্বা নীলং সলিলবসনং : আদিরসের এক চরম অভিব্যক্তি এই বর্ণনায় । গ্রীষ্মের প্রখর দাবদাহে বিশীর্ণা এখন গম্ভীরা নদী—সঙ্কুচিত তার পুলিনরূপ নিতম্ব, আর তাতে সংযুক্ত হয়েছে—দুতটের সঞ্চারিণী বেতসলতা । উপর থেকে মনে হবে যেন, নায়িকা তার নিতম্ব থেকে স্খলিত নীলবসনখানি দু'হাতে আকর্ষণ করে সন্নিবেশিত করছে যথাস্থানে । কিন্তু মল্লিনাথ বলেন, "প্রস্থান-সময়ে প্রেয়সীবসনহরণং বিরহতাপাপনোদনার্থমিতি প্রসিদ্ধম্" অর্থাৎ বিদায়-বেলায় প্রেয়সীর বসন অপহরণ করলে বিরহতাপের অপনোদন হয় ।

[ বিয়াল্লিশ ]

ত্বন্নিষ্যন্দোচ্ছ্বসিতবসুধাগন্ধসম্পর্করম্যঃ
স্রোতোরন্ধ্রধ্বনিতসুভগং দন্তিভিঃ পীয়মানঃ।
নীচৈর্বাস্যত্যুপজিগমিষোর্দেবপূর্বং গিরিং তে
শীতো বায়ুঃ পরিণময়িতা কাননোদুম্বরাণাম্ ।।

নিদাঘ হলে শেষ, প্রথম বরষায়
সিক্ত বসুধার উঠিবে বাস,
সঘনে লবে টেনে কুহরে শুণ্ডের
তাপিত কুঞ্জর সজল শ্বাস।
বন্য-ডুমুরের পক্ব সৌরভে
মথিত-কায় সেই শীতল বায়
নমিয়া পদতলে ছুটিবে দেবগিরি
সেথায় মনোরথ যখন ধায়।

কিন্তু মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল, সম্বিত কলেবরে মেঘ যত শীঘ্র যাবার চেষ্টা করুক, ঐ বিকৃত-জঘনা বা অপসৃতবসনা নায়িকাই হবে তার প্রতিবন্ধক-রূপিণী।

শ্লোক 8২

দেবগিরি: চর্মণ্বতী বা চম্বলের দক্ষিণ উপকূলে বা বর্তমান ঝাঁসির নৈঋত কোণে তিন ক্রোশের মধ্যে এই পাহাড়ের অবস্থিতি। এই পাহাড়েই ছিল দেব কার্তিকেয়ের নিত্য অধিষ্ঠান।

[ তেতাল্লিশ ]

তত্র স্কন্দং নিয়তবসতিং পুষ্পমেঘীকৃতাত্মা
পুষ্পাসারৈঃ স্নপয়তু ভবান্ ব্যোমগঙ্গাজলার্দ্রৈঃ।
রক্ষাহেতোর্নবশশিভৃতা বাসবীনাং চমূনা-
মত্যাদিত্যং হুতবহমুখে সম্ভৃতং তদ্ধি তেজঃ ।।

শৈলমূলে সেথা নিরত করে বাস
দেবতা-সেনাপতি কার্তিকেয়,
কুসুম-মেঘরূপে পুষ্পাসারদেহে
মন্দাকিনী ধারা সেচিবে প্রেয়।
অসুর-নিপীড়নে বাসবসেনা তরে
রুদ্রতেজ যবে বহ্নিমান্,
জনম কুমারের পুণ্য হুতাশনে
অংশুমালী হতে বীর্যবান্।

শ্লোক ৪৩

পুষ্পমেঘীকৃতাত্মা : মেঘ কামরূপ, ইচ্ছামত রূপধারণে সমর্থ, সুতরাং মেঘকে "ফুলের মেঘ"রূপে অবতীর্ণ হতে অনুরোধ জানাচ্ছে যক্ষ। এখন সে জলের মেঘ—বর্ষণ করে জল, কিন্তু তখন হবে ফুলের মেঘ এবং বর্ষণ করবে শুধু ফুল।

স্কন্দ : দেব-সেনাপতি কার্তিকেয়, অসুরনিপীড়নকালে বাসবীয় সৈন্য-রক্ষার জন্য দেবাদিদেব তাঁর যে অপ্রতিম তেজ বহ্নিমুখে নিক্ষেপ করেছিলেন, সেই তেজই শেষে উদ্ভূত হয়েছিল কার্তিকরূপে দেবরাজের সৈনাপত্যগ্রহণে। তারকাসুর-বিজয়ে প্রীত দেবতাদের প্রার্থনায় ভবানীনন্দন বলেছিলেন

. "নিত্যমহমিহ সহ শিবাভ্যাং বসামি।"

অর্থাৎ মঙ্গলের জন্য আমি এখানে নিত্য অধিষ্ঠিত থাকবো।

[ চুয়াল্লিশ ]

জ্যোতির্লেখাবলয়ি গলিতং যস্য বর্হং ভবানী
পুত্রপ্রেম্ণা কুবলয়দলপ্রাপি কর্ণে করোতি।
ধৌতাপাঙ্গং হরশশিরুচা পাবকেস্তং ময়ূরং
পশ্চাদদ্রিগ্রহণগুরুভির্গর্জিতৈর্নর্তয়েথাঃ ॥

পুষ্পসেবা অন্তে, ঘন,
শৈলগুহা প্রকম্পিও,
প্রতিধ্বনির সঙ্গে কেকায়
নাচাও শিখি, সুরপ্রিয় !
পুচ্ছ হতে টুটলে স্বয়ং
সুচিত্রিত বর্হ ভূমে
কর্ণমূলে কমল ফেলে
পড়েন উমা পুত্রপ্রেমে।
ত্রিপুরারি ইন্দুরেখায়
অপাঙ্গেরি প্রান্তরেখা
দিব্যবিভায় উজল আরো
স্বপ্নমায়ার কুহক-আঁকা।

শ্লোক ৪৪

পাবকি : পাবক বা অগ্নি হতে জন্ম যার। পূর্বশ্লোকের সূত্র ধরে বলা যায় যে পুরাকালে ভগবান্ শিব পার্বতীসংসর্গে নির্গত তেজ বহ্নিমুখে নিক্ষেপ করেন। সেই তেজবহনে অসমর্থ বহ্নি গঙ্গাবক্ষে অপসরণ করলে, গঙ্গাও সেই তেজ ধারণ করতে পারলেন না দেখে মহাদেব নিক্ষেপ করলেন শরবনে। সেখানে তরঙ্গান্দোলনে উত্থাপিত তেজ পরিণত হল বালকরূপে আর প্রতিপালিত হল কৃত্তিকাদের দ্বারা। সুতরাং নাম হল কার্তিকেয় বা পাবকি। আবার গঙ্গার গর্ভচ্যুত বলে অপর নাম স্কন্দ ( স্কন্ন অর্থে চ্যুত )।

[ পঁয়তাল্লিশ ]

আরাধ্যৈনং শরবণভবং দেবমুল্লঙ্ঘিতাধ্বা
সিদ্ধদ্বন্দ্বৈর্জলকণভয়াদ্বীণিভির্মুক্তমার্গঃ।
ব্যালম্বেথাঃ সুরভিতনয়ালম্ভজাং মানয়িষ্যন্
স্রোতোমূর্ত্যা ভুবি পরিণতাং রন্তিদেবস্য কীর্তিম্ ॥

সখা, শরবনজাত স্কন্দদেবের
পূজা-অর্চনা শেষ করি,
ত্বরা করিবে যাত্রা দূর-অম্বরে
সম্মুখ-পথ উত্তরি'।
দেখ সিদ্ধ-মিথুন মত্ত গগনে
বীণা-বাদনের সঙ্গীতে
ভয়ে ছাড়িবে শরণি, যদি জলকণা
আঘাত হানে সে তন্ত্রীতে।
দূরে রন্তীদেবের গো-মেধ-যাগের
কীর্তি, প্রবাহে স্বাক্ষরে
শুধু শ্রদ্ধা জানাতে নম্র চরণে
নামিও তাহার অন্তরে।

শ্লোক ৪৫

সুরভি—কামধেনু।

চর্মণ্বতী—বিন্ধ্যপর্বতের উচ্চতম পৃষ্ঠভাগ হতে (বায়ুকোণ) নির্গতা ও রাজপুতানার মধ্যবাহিনী নদী। অধুনা চম্বল নামে প্রসিদ্ধ। বিন্ধ্য হতে তিনটি পৃথক ধারা—চম্বল, চম্বেলা ও গম্ভীরা নামে এসে একে পরিপুষ্ট করছে।

রন্তীদেব—দশপুর জনপদের রাজা। সেই আদিযুগে গোমেধযজ্ঞ করে কামধেনু সুরভির তনয়াদের নিধন করেন আর তাদের চর্মরাশি থেকে নিক্ষিপ্ত রক্তধারা সৃষ্টি করেছিল এই প্রবাহিনী, তার অতুল কীর্তির ফলশ্রুতি হিসাবে।

] ছেচল্লিশ ]

তস্যাদাতুং জলমবনতে শার্ঙ্গিণো বর্ণচৌরে
তস্যাঃ সিন্ধোঃ পৃথুমপি তনুং দূরভাবাৎ প্রবাহম্ ।
প্রেক্ষিষ্যন্তে গগনগতয়ো নূনমাবর্জ্য দৃষ্টি-
রেকং মুক্তাগুণমিব ভুবঃ স্থূলমধ্যেন্দ্রনীলম্ ।।

ঊর্ধ্ব হতে মেঘ, শীর্ণ দেখা যায়
বিপুলকায়া সেই সিন্ধুধারা,
প্রহত শিলারাশে কুন্দ ফেন-মাঝে
ছুটিছে কলনাদে পাগলপারা ।
রাধিকাকান্তের অঙ্গবরণের
শ্যামল তনুছায়ে নামিলে জলে
সিদ্ধ আকাশের মুগ্ধ-নয়নের
দৃষ্টি মেলি' দেখে সুদূর-তলে—
তন্বী ধরণীর কণ্ঠে দোলে যেন
মুকুতামণিময় কুন্দহার,
স্নিগ্ধ-দ্যুতি এক ইন্দ্রনীলমণি
গ্রথিত অপরূপ—কেন্দ্রে তার ।

---

শ্লোক ৪৬

শার্ঙ্গী—শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণু, শৃঙ্গনির্মিত ধনুক ধারণ করেন যিনি ।

গগনগতয়—আকাশবিহারী সিদ্ধ গন্ধর্বাদি ।

[ সাতচল্লিশ ]

তামুত্তীর্য ব্রজ পরিচিতভ্রূলতাবিভ্রমাণাং
পক্ষ্মোৎক্ষেপাদুপরিবিলসৎকৃষ্ণসারপ্রভাণাম্‌ ।
কুন্দক্ষেপানুগমধুকরশ্রীমুষামাত্মবিম্বং
পাত্রীকুর্বন্‌ দশপুরবধূনেত্রকৌতূহলানাম্‌ ॥

ফেলিয়া পশ্চাতে সিন্ধু তটরেখা
নগর দশপুরে অগ্রসিও,
হরিণী-নয়নার চটুল ভ্রূ-বিলাস-
চকিত আকাশে সঞ্চরিও ।
পক্ষ্ম-শিহরণে ঊর্ধ্ব-বিলসিত-
কুন্দকলিপাছে ভ্রমরমত
কৃষ্ণসারপ্রভা বধূরে কুতূহল—
দৃষ্টিপাতে থেকে অব্যাহত ।

শ্লোক ৪৭

দশপুর—চর্মন্বতী নদীর কিছু উত্তরে, রিন্তিপুর বা রন্তিপুর নামে নগর আগে দশপুর নামে খ্যাত ছিল । রাজা রন্তীদেবের রাজধানী । কিন্তু কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে এর বর্তমান নাম মানদাসোর । প্রাচীন জনপদবাসীরা একে 'দশোর' নামে অভিহিত করতো । মহকুমা দশপুর নাম কালের স্রোতে রূপান্তরিত হল অবশেষে "মানদাসোরে" ।

[ আটচল্লিশ ]

**ব্রহ্মাবর্তং জনপদমথচ্ছায়য়া গাহমানঃ**
**ক্ষেত্রং ক্ষত্রপ্রধনপিশুনং কৌরবং তদ্ ভজেথাঃ।**
**রাজন্যানাং শিতশরশতৈর্যত্র গাণ্ডীবধন্বা**
**ধারাপাতৈস্ত্বমিব কমলান্যভ্যবর্ষন্মুখানি ॥**

টানি ক্লান্ত দেহপরে ছায়া-অবগুণ্ঠনের
ঘন-আবরণ,
আর্যভূমি ব্রহ্মাবর্তে এবার ফেলিতে হবে
নিঃশব্দ চরণ।
নয়ন-সম্মুখে পড়ে কুরুক্ষেত্র—এক পুণ্য
রণসাক্ষ্যভূমি
চিহ্ন যার আজো আছে—রুক্ষ দীর্ণ মৃত্তিকার
প্রতিখণ্ড চুমি!
ছিন্ন-ভ্রষ্ট রাজশিরে পরিকীর্ণ, গাণ্ডীবের
অমোঘ-বর্ষণে
ভিন্ন, চ্যুত-প্রায়, রিক্ত পদ্মবনমত—তব
নিষ্ঠুর ধর্ষণে।

শ্লোক ৪৮

"ব্রহ্মাবর্ত" মনুতে আছে ঃ

"সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যয়োর্দন্তরম্।
তং দেবনির্মিত দেশং ব্রহ্মাবর্তং প্রচেক্ষতে॥"

অর্থাৎ সরস্বতী ও বৃষদ্বতী এই দুই দেবনদীর মধ্যে অধিষ্ঠিত দেশের নামই ব্রহ্মাবর্ত। দৃষদ্বতী (প্রস্তরাকীর্ণা) নদীর উল্লেখ ঋগ্‌বেদে থাকলেও বর্তমানে এর অস্তিত্ব আমাদের অজ্ঞাত। এই ব্রহ্মাবর্ত হল আদিম আর্যভূমি যেখান থেকে উৎপত্তি লাভ করেছিল চাতুর্বর্ণ এক সমাজ।

'কৌরবংক্ষেত্রং'—কুরুক্ষেত্র, বর্তমান থানেশ্বর নামক স্থানের কিঞ্চিৎ অগ্নিকোণে অবস্থিত। পূর্বে সোন্‌পথ্ (শোণপ্রস্থ), আমিন্ (অভিমন্যু-

[ ঊনপঞ্চাশ ]

**হিত্বা হালামভিমতরসাং রেবতীলোচনাঙ্কাং**
**বন্ধুপ্রীত্যা সমরবিমুখো লাঙ্গলী যাং সিষেবে ।**
**কৃত্বা তাসামভিগমমপাং সৌম্য সারস্বতীনা-**
**মন্তঃশুদ্ধস্ত্বমসি ভবিতা বর্ণমাত্রেণ কৃষ্ণঃ ॥**

হয়ত মরণ করবে বরণ কতই স্বজন পরস্পর,
কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে সর্বনাশা ভয়ঙ্কর !
প্রণয়বশে যুদ্ধ-বিমুখ তাই বলদেব বিরাগমনে
সরস্বতীর পুণ্যতীরে মগ্ন ছিলেন যোগসাধনে ।
ফিরায়ে নিতে বক্ষে প্রিয়ে সজল আঁখির বিম্ব আঁকি,
অধরে তার আনত প্রিয়া রঙীন সুরা পাত্রে রাখি ।
হলধরের স্পর্শপূত সৌম্য, পিয়ে সেই সুপেয়
তমঃ শ্যামল বরণ হলেও শুদ্ধচিত্তে উদ্ভাসিও ।

—

ক্ষেত্র ), করনাল্ এবং পাণিপথ ( পাণিপ্রস্থ )—এই শিলাচতুষ্টয়ের সমন্বয়ে গঠিত ছিল থানেশ্বর। এরই অর্ধ মাইল উত্তরে "স্থাণু" নামে মহাদেবের এক মন্দির আজও দেখা যায়। অনেকের মতে এই 'স্থাণুতীর্থ' নাম থেকেই থানেশ্বর নামের উৎপত্তি। এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শুধু থানেশ্বরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, এর গন্ডী ছিল আরো বিস্তৃত, থানেশ্বর থেকে পাঁচ মাইল দক্ষিণে—আমিন্ বা অভিমন্যুক্ষেত্রে নিহত হন অভিমন্যু আর গান্ডীব অর্জুন এখানেই ছিন্ন করেন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার শির।

[ পঞ্চাশ ]

তস্মাৎ গচ্ছেরনুকনখলং শৈলরাজাবতীর্ণাং
জহ্নোঃ কন্যাং সগরতনয়স্বর্গসোপানপঙ্‌ক্তিম ।
গৌরীবক্ত্রভ্রূকুটিরচনাং যা বিহস্যেব ফেনৈঃ
শম্ভো কেশগ্রহণমকরোদিন্দুলগ্নোর্মিহস্তা ।।

শৈল কন্‌খল পড়িছে সম্মুখে
যখন অতিবাহ কুরুক্ষেত্র,
নামিছে হিমালয়-গাত্র-প্রবাহিনী
সেথায় সুরধুনী মেলিয়া নেত্র
রুষ্ট-ঋষি-শাপ-মোচনে দুর্ভর
সগর-পুত্রের স্বর্গ-আশে
সোপান-মালা রচে তন্বী জাহ্নবী
ফেনিল লহরীর পুঞ্জরাশে ।
ঊর্ধ্ব-প্রসারিত ঊর্মি-বাহু মেলি
টানিছে শম্ভুর জটিল-জটা
অভ্রতল ভেদি কাঁপিছে দিক্‌ভালে
রুদ্র-নয়নের ইন্দু-ছটা ।
মত্ত কল্লোলে অঙ্গ-হিল্লোলে
উন্মাদিনী ছুটে অট্টহাসে,
গুমরে হরপ্রিয়া ভ্রূকুটি-বিলসনা
তপ্ত হৃদয়ের রোষোচ্ছ্বাসে ।

---

শ্লোক ৪৯

"সরস্বতী"—হিমালয়ের "Sewalik" বা 'শিবলিক' নামক গিরিব্রজ হতে উৎপন্ন, পরে পঞ্চনদের 'আম্বালা' জিলার 'আদবদরি' নামক সমতলে

প্রবাহিত পুণ্যজলা নদীর নাম। এই নদীর প্রথম উৎপত্তিস্থল—পর্বতগাত্রস্থ একটি প্লক্ষতরুর মূলোদেশসম্ভূত এক উৎস—তাই এই উৎসস্থানকে বলে "প্লক্ষাবতরণ" বা প্লক্ষপ্রস্রবণ। বহু তীর্থযাত্রী আজও এখানে আসেন, এমন কি পৌরাণিক যুগেও এ স্থান তীর্থ বলে পরিগণিত হত। সরস্বতীর প্রধান ধর্ম এই যে, এই নদী কোথাও প্রকাশিত, কোথাও বা অপ্রকাশিত ( অর্থাৎ পৃথিবীর তলদেশ দিয়া প্রবাহিত )। পুরাণে আছে :

"ততো বিনশনং গচ্ছেন্নিয়তো নিয়তাশনঃ।
গচ্ছন্ত্যন্তর্হিতা যত্র মেরুপৃষ্ঠে সরস্বতী ॥"

সরস্বতী যেখানে হারিয়ে গেছে, অন্তর্হিত হয়েছে, সে স্থানের নামই 'বিনশন্' বা কুরুক্ষেত্র বা 'থানেশ্বর' ( কিন্তু উল্লেখ্য যে, অথর্ববেদে একে অপ্রতিহতপ্রবাহা বলে বর্ণনা করা হয়েছে )।

ঋগ্‌বেদে যদিও ত্রিবেণী বা যুক্তবেণীর কোনও নামোল্লেখ নেই, তবে বর্তমানে এলাহাবাদের গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমের সঙ্গে এর মিলনের যে প্রসিদ্ধি আছে—তাকেই ত্রিবেণীসঙ্গম বলে।

শ্লোক ৫০

"কন্‌খল্"—বর্তমানে হরিদ্বারের দুই মাইল পূর্বে গঙ্গা এবং নীলধারার সংযোগস্থলের একটি ক্ষুদ্র জনপদ—দক্ষযজ্ঞের ঘটনাস্থল। স্কন্দপুরাণের "গঙ্গাদ্বারমাহাত্ম্য" অংশে বর্ণিত আছে, "কঃ খলঃ নঃ" ( ক-ন-খল ) অর্থাৎ এমন খল কে আছে যে স্নানান্তে এখানে মোক্ষলাভ করে না ?

শেষার্ধে গঙ্গা ও পার্বতীর সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে মল্লিনাথ বলেছেন, "যথা কাচিৎ প্রৌঢ়া নায়িকা সপত্নীমসহমানা স্ববাল্লভ্যং প্রকটয়ন্তী, স্বভর্তারং সহ শিরোরত্নেন কেশেষ্বা কর্ততি" অর্থাৎ যেন কোনো প্রৌঢ়া নায়িকা সপত্নীকে সহ্য করতে না পেরে ভর্তা বা বল্লভের কেশাকর্ষণ করে।

[ একান্ন ]

**তস্যাঃ পাতুং সুরগজ ইব ব্যোম্নি পশ্চার্ধলম্বী**
**ত্বঞ্চেদচ্ছস্ফটিকবিশদং তর্কয়েস্তির্যগম্ভঃ।**
**সংসর্পন্ত্যা সপদি ভবতঃ স্রোতসিচ্ছায়য়াসৌ-**
**স্যাদস্থানোপগতযমুনাসংগমেবাভিরামা ॥**

শূন্যে যদি ঊর্ধ্ব হ'তে
সুরগজের ভঙ্গিমাতে,
বাঁকিয়ে দেহের পিছন-ভাগে
দীর্ঘায়ত তনুশ্রীতে,
পান কর সেই শুভ্র-স্ফটিক
ভাগীরথীর স্বচ্ছনীর,
অমল ধবল সুধার ধারায়
পড়ে তোমার ছায়া নিবিড়।
আলোর মাঝে কালোর রেখায়
হয়ত তখন হবেই মনে—
মিলছে যেন অন্য কোথাও
গঙ্গা, সখি যমুনা-সনে।

**শ্লোক ৫১**

"সুরগজ"—দিকহস্তী।

আকাশে দিকে দিকে অনেক গজ আছে, তাদের দিগ্‌গজ বলে। দেবতারা বহু সময়ে ঐ সকল গজে আকাশবিহার করেন।

[ বাহান্ন ]

আসীনানাং সুরভিতশিলং নাভিগন্ধৈর্মৃগাণাং
তস্যা এব প্রভবমচলং প্রাপ্য গৌরং তুষারৈঃ।
বক্ষ্যস্যধ্বশ্রমবিনয়নে তস্য শৃঙ্গে নিষণ্ণঃ
শোভাং শুভ্রত্রিনয়নবৃষোৎখাতপঙ্কোপমেয়াম্ ।।

সেথা তুষার-ধবল শৃঙ্গ-মালায়
অটল-অচল হিমাদ্রি
যার শিখর হইতে নামিছে ভূতলে
পতিত্-পাবনী জাহ্নবী।
তার পাষাণ-শিলায় বিতরে গন্ধ
বন-কুরঙ্গ উচ্ছ্বাসে,
তবে ঘুচাতে ক্লান্তি বসিবে সেথায়
স্নিগ্ধ পবন নিশ্বাসে।
সথা শুভ্রবরণ শম্ভু-বাহন
রূপটি তোমার অঙ্গেতে
যেন বপ্রক্রীড়ায় মগ্ন সেথায়
শৃঙ্গ ঢুকায়ে পঙ্কেতে।

শ্লোক ৫২

নাভিগন্ধৈঃ—কস্তুরীগন্ধের উৎসহেতু, মৃগনাভি।

"মৃগনাভিমৃগমদঃ কস্তুরী চ, নাভিঃ প্রধানে কস্তুর্যাং মদে চ কচিদীরিতঃ।" অর্থাৎ নগাধিরাজ হিমাচলের তুষারশীতল শিলাখণ্ডের এখানে-সেখানে কস্তুরীমৃগের দল ছুটোছুটি করে, গড়াগড়ি দেয় আর তাদেরই নাভিস্থিত কস্তুরীর গন্ধে শিলাতল হয়ে ওঠে আমোদিত।

"বৃষোৎখাতপঙ্ক"—কথিত আছে যে বপ্রক্রীড়াকালে শিবের বৃষ দ্বারা উৎখাত পঙ্ক বা মৃত্তিকার দ্বারাই গঠিত কৈলাসশৃঙ্গ।

[ তিপ্পান্ন ]

**তঞ্চেদ্‌বায়ৌ সরতি সরলস্কন্ধসংঘট্টজন্মা**
**বাধেতোল্কাক্ষপিতচমরীবালভারো দবাগ্নিঃ।**
**অর্হস্যেনং শময়িতুমলং বারিধারাসহস্রৈ-**
**রাপন্নার্তিপ্রশমনফলাঃ সম্পদোহ্যুত্তমানাম্‌ ।।**

বহিছে উদ্দাম ঝঞ্ঝা অবিরাম
তুষারমণ্ডিত শৈলপরে,
নিঠুর বাতাঘাতে লাগিছে সংঘাত
সরল তরুদের পরস্পরে।
উঠিছে দাবানল ঘেরিয়া তরুবন
উল্কাকণা যার পবনে উড়ে
দহিছে চমরীর পুচ্ছ-কেশ-ভার
ব্যথিত হিমালয়ে পীড়ন করে।
অঝোর বরিষণে ত্বরিতে কোরো সখা
ক্রুদ্ধ হুতাশনে নির্বাপণ
আর্ত পীড়িতের আপৎ ত্রাণে জেনো
সফল, মহতের বিভব-ধন।

শ্লোক ৫৩

"সরলস্কন্ধ"—Sedar জাতীয় দেবদারু বৃক্ষ। সোজা উপরদিকে প্রসারিত, বাঁকহীন, তারই জন্য নাম "সরলদ্রুম"।

স্কন্ধ—প্রকাণ্ড বিশেষ, মূল থেকে শাখার উৎপত্তিস্থল পর্যন্ত অংশ-বিশেষ।

চমরী ( পুং চমর )—তিব্বতী লোমশ গরু-বিশেষ, এদের লোম থেকে যে পাখা তৈরী বা রচিত হয়, তারই নাম চামর।

[ চুয়ান্ন ]

যে সংরম্ভোৎপতনরভসাঃ স্বাঙ্গভঙ্গায় তস্মিন্
মুক্তাধ্বানং সপদি শরভা লঙ্ঘয়েয়ুর্ভবন্তম্ ।
তান্ কুর্বীথাস্তুমুলকরকাবৃষ্টিপাতাবকীর্ণান্
কে বা ন স্যুঃ পরিভবপদং নিষ্ফলারম্ভযত্নাঃ ॥

হিমাচলের বক্ষমূলে নৃত্যরত শরভ যত
এড়িয়ে গেলেও পথটি তাদের, রক্ত-আঁখে ক্রোধাহত
চাইবে তোমায় উলঙ্ঘিতে প্রবলবেগে আচম্বিতে,
চূর্ণ হবে অঙ্গ তাদের বৃথাই শেষে পাষাণভিতে।
তুমুলশিলার ত্রাস্তপাতে বিদূর কোরো তখন সবে,
বিফল কাজের উদ্যমেতে নিষ্ফলতার শাস্তি হবে।

শ্লোক ৫৪

শরভ—হিমালয়বাসী অষ্টসংখ্যক চরণযুক্ত একপ্রকার মৃগ। চটুল, নৃত্যপ্রিয় এবং সিংহঘাতী।

"শরভঃ শলভে চাষ্টাপদে প্রোক্তো মৃগান্তরে।"

[ পঞ্চান্ন ]

তত্র ব্যক্তং দৃষদি চরণন্যাসমর্দ্ধেন্দুমৌলেঃ
শশ্বৎ সিদ্ধৈরুপচিতবলিং ভক্তিনম্রঃ পরীয়াঃ।
যস্মিন্ দৃষ্টে করণবিগমাদূর্দ্ধমুদ্ধূতপাপাঃ
সংকল্পন্তে স্থিরগণ পদপ্রাপ্তয়ে শ্রদ্দধানাঃ ॥

দেবতাত্মা হিমালয়ের কোন্ সে শিলায়, দেখবে ঠিক,
পিনাকপাণির চরণ-আঁকা, প্রলয়নাচের সুপ্রতীক।
সিদ্ধযোনি অহর্নিশি উপচারের পাত্র ভরি'
জ্বালায় সেথা ভক্তি-প্রদীপ শ্রদ্ধা-কুসুম অর্ঘ্য ধরি'।
শাশ্বত সেই চিহ্নমূলে ক্ষণিক থেকে পূজায় লীন
ভক্তিনতচিত্তে কোরো চরণপদ্মে প্রদক্ষিণ।
সেই শ্রীপদ অঙ্ক দেখে নিত্য যে জন পুণ্যভরে,
অপাপবিদ্ধ দেহেই পাবে প্রমথপদ দেহান্তরে।

---

শ্লোক ৫৫

"উপচিতবলি"—( বলি : পূজোপহার—যাদব ) অর্থাৎ রচিত পূজাবিধি বা দত্ত পূজোপহার।

[ ছায়ানুবাদ ]

**শব্দায়ন্তে মধুরমনিলৈঃ কীচকাঃপূর্যমাণাঃ**
**সংসক্তাভিস্ত্রিপুরবিজয়োঃ গীয়তে কিন্নরীভিঃ।**
**নির্হ্রাদস্তে মুরজ ইব চেৎ কন্দরেষু ধ্বনিঃ স্যাৎ**
**সংগীতার্থো ননু পশুপতেস্তত্র ভাবী সমস্তঃ ॥**

শতবেণুরন্ধ্রে যে সমীরণ ধ্বনি তুলে ছন্দে,
ত্রিপুরের জয়গান কিন্নরী তারি সনে বন্দে।
মৃদঙ্গ-গরজনে গিরিগুহা কম্পনে ভরিও,
তবে তিন সঙ্গীতে রুদ্রের অর্চনা করিও ॥

শ্লোক ৫৬

কীচক—বেণুবিশেষ।

"বেণবঃ কীচকাস্তে স্যুর্যেস্বনন্ত্যনিলোদ্ধতাঃ।"

পাহাড়ের এক প্রকার বাঁশ, পোকায় কাটার ফলে যার গায়ে সৃষ্টি হয় অসংখ্য ছিদ্রের—এই আড় বাঁশীর মত ছিদ্রগুলিতে যখন বাতাস ঢোকে, তখন মনে হয় যেন একই সঙ্গে হাজার বাঁশী উঠছে বেজে।

ত্রিপুর—তিন পুর অর্থাৎ আকাশ ( স্বর্গ ), অন্তরীক্ষ ( বায়ুমণ্ডল ) আর পৃথিবী।

কিংবদন্তী যে 'ময়' নামে প্রচণ্ড বলশালী এক অসুর তপোবলে একবার স্বর্গ বিজয় করে এই আকাশ, অন্তরীক্ষ আর পৃথিবীতে যথাক্রমে নির্মাণ করে স্বর্ণ, রৌপ্য আর লৌহময় তিনটি পুর এবং সেইগুলিকে এমন ভাবে একীভূত করে সন্নিবেশিত করল যে দেবতাদের পক্ষেও তা অভেদ্য হয়ে রইল। শর্ত ছিল যে মাত্র একটি শরক্ষেপে যদি এদের ভেদ করা যায় তবেই ঘটবে এদের বিনাশ বা ধ্বংস। অসাধ্য এই ব্যাপারে দেবগণ তখন মহাদেবের শরণাপন্ন হলে তিনি একটি মাত্র শরক্ষেপণে ত্রিপুর জয় করলেন আর আসুরশক্তি বিনাশ করে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করলেন দেবরাজ্য।

[ সাতান্ন ]

প্রালেয়াদ্রেরুপতটমতিক্রম্য তাংস্তান্ বিশেষান্
হংসদ্বারং ভৃগুপতিযশোবর্ত্ম যৎ ক্রৌঞ্চরন্ধ্রম্ ।
তেনোদীচীং দিশমনুসরেস্তির্যগায়ামশোভী
শ্যামঃ পাদো বলিনিয়মনাভ্যুদ্যতস্যেব বিষ্ণোঃ ॥

নগাধিপের সন্নিহিত
দৃশ্য যত দেখার শেষে
নামবে ক্লেশে হংসদ্বারে
ক্রৌঞ্চরন্ধ্র-অন্তদেশে।
ভার্গব-জ্যা-টঙ্কারেতে
দীর্ণ সে ঐ কীর্তিপথে
তির্যক এক ভঙ্গিমাতে
চলবে ক্রমে উত্তরেতে।
বাঁধতে বলি দৈত্যরাজে
বিষ্ণু যেমন ছলনভরে
বাড়িয়েছিলেন চরণখানি
কৃষ্ণ-কোমল—স্বর্গপরে।

শ্লোক ৫৭

ক্রৌঞ্চরন্ধ্র—কুমায়ুন জেলার অন্তর্গত হিমালয়ের মধ্যবর্তী নীতিপাশ, তিব্বত-অভিযাত্রীদের একটি অন্যতম পথ।

কৈলাসের আগে "গরুলামান্ধাতা" নামে এক উঁচু পাহাড় আছে, যেটা হিমালয়েরই অংশবিশেষ। এরই মধ্য দিয়ে 'টানেলে'র মত একটি সুড়ঙ্গপথ দেখা যায়। পৌরাণিক মতে জামদগ্নিপুত্র বীর পরশুরাম, কুমার স্কন্দের সঙ্গে যুদ্ধকালে একটি শরক্ষেপণ করে ঐ সুড়ঙ্গ বা রন্ধ্রপথ সৃজন করেছিলেন, তাই ওর নাম ক্রৌঞ্চরন্ধ্র। আবার "মানসপ্রস্থায়িনো হংসাঃ ক্রৌঞ্চরন্ধ্রেণ সঞ্চরন্তে"—অর্থাৎ মানসযাত্রী হংসদলের এটাই যাবার দ্বার-স্বরূপ।

[ আটান্ন ]

গত্বা চোর্ধ্বং দশমুখভুজোচ্ছ্বাসিতপ্রস্থসন্ধেঃ
কৈলাসস্য ত্রিদশবণিতাদর্পণস্যাতিথিঃ স্যাঃ।
শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদবিশদৈর্যো বিতত্য স্থিতঃ খং
রাশীভূত প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ ॥

পশ্চাতে ফেলে রেখে সখা, গিরিবর্ষ্মে
হাসে ঐ কৈলাস পর্বত ঊর্ধ্বে,
দশানন-বাহুচাপে গর্বিত অঙ্গ
গিরিসানু সন্ধির বন্ধন ভঙ্গ।
তুষারের পুঞ্জে সে মণ্ডিত-শীর্ষে,
কম্পিত বুকে রাজে ধূর্জটি হাস্যে
উজ্জ্বল তনুপর মুকুরের দীপ্তি,
মিটে সুরললনার প্রসাধন-তৃপ্তি।

শ্লোক ৫৮

বলি—দৈত্যরাজ।

কৈলাস—মানস সরোবর থেকে আনুমানিক পঁচিশ মাইল উত্তরে, নীতিপাশের পূর্বাংশেস্থিত পর্বতের নাম। ব্যুৎপত্তিগতভাবে এর অর্থ :

কৈল—( সম্ভোগের ভাব )+আশ্ ( ভূমি )

সুতরাং মানসোত্তর এই কৈলাস বা সম্ভোগভূমি কুবেরের রাজধানী এবং দেবাদিদেবের বিহারভূমিও।

ভারতের উত্তর ও দক্ষিণপ্রান্তে যথাক্রমে কৈলাস আর লঙ্কা—দুই ভাই কুবের আর রাবণের রাজ্য। উভয় রাজ্যই গৌরবশালী, প্রথিতযশা এবং মহাদেবের কৃপাধন্য। প্রতিদিন শিবপূজার জন্য পরম-মাহেশ্বর মহাবীর রাবণ দুরন্তশ্রম পরিহার করার অভিপ্রায়ে শিবের আবাসস্থল কৈলাস পর্বতকে লঙ্কায় স্থাপনের উদ্দেশ্যে একবার উৎপাটনের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু অসন্তুষ্ট মহাদেব স্বীয় পদাঙ্গুলিভারে রাবণকে বন্দী করে রাখেন পর্বতের নীচে।

[ ঊনষাট ]

উৎপশ্যামি ত্বয়ি তটগতে স্নিগ্ধভিন্নাঞ্জনাভে
সদ্যঃকৃত্তদ্বিরদদশনচ্ছেদ গৌরস্য তস্য।
শোভামদ্রেঃ স্তিমিতনয়নপ্রেক্ষণীয়াং ভবিত্রী-
মংসন্যস্তে সতি হলভৃতো মেচকে বাসসীব।

সদ্য-চেরা সেই দ্বিরদ-দশনের
রজত-শোভা দেহে কৈলাসের,
স্নিগ্ধ-অঞ্জন-তিমির-ঘন-শ্যাম
বরণ তব মেঘ, চারুদেহের।
কাজল রেখা আঁকি ধবল ধারা মাঝে
থাকিবে সানুদেশে যখন লীন,
মর্ত্যজনে দেখি' ভাবিবে বলরাম—
স্কন্ধে দুলিছে কি বসন নীল?

রাবণও মুক্তিলাভের চেষ্টা করলে তারই বাহুবিক্ষেপে বার বার কেঁপে কেঁপে ওঠে কৈলাস আর শিথিলিত হতে থাকে তখন তার জানুসন্ধি।

ত্রিদশবনিতা—দেবরমণী।

ত্রিদশ—তিনটি দশা যার (দেবতা)—বাল্য, কৈশোর ও যৌবন।

শ্লোক ৫৯

মেচক—শ্যামল।

"কৃষ্ণে নীলাসিতশ্যামকালশ্যামলমেচকাঃ" (অমর).

"সদ্যকৃত্তদ্বিরদদশনচ্ছেদগৌরস্য"—সদ্য যে হাতীর দাঁত কাটা হয়েছে, তারই একখণ্ড আবার চিরে ফেললে, ভিতরের অংশটি যেমন দেখা যায় অতি সাদা, সে রকম। (পুরাতন হাতীর দাঁত আবার একটু পীতাভ।)

[ ষাট ]

হিত্বা তস্মিন্ ভুজগবলয়ং শম্ভুনা দত্তহস্তা
ক্রীড়াশৈলে যদি চ বিচরেৎ পাদচারেণ গৌরী ।
ভঙ্গীভক্ত্যা বিরচিতবপুঃ স্তম্ভিতান্তর্জলৌঘঃ
সোপানত্বং কুরু মণিতটারোহণায়াগ্রযায়ী ॥

প্রমোদরত সেই বিহারগিরিপরে
দেবাদিদেব যেথা উমার সনে,
অভয় দিতে নাগ-বলয় বাহু হতে
ফেলেন শঙ্কর তাই সঙ্গোপনে ।
বাঁধিতে বাহুডোরে চলিবে প্রেয়সীরে
শৈলমণিতটে সঞ্চারিণী,
জানায়ে নতি পদে সুজল কোরো ধীরে
আপন দেহ দিয়ে সোপান শ্রেণী ।

---

শ্লোক ৬০

ক্রীড়াশৈল—কৈলাস—হরগৌরীর বিহারভূমি—খেলিবার, বেড়াইবার, বিহার করিবার পরম রঙ্গস্থল ।

"কৈলাসঃ কনকাদ্রিশ্চ মন্দরো গন্ধমাদনঃ ।
ক্রীড়ার্থে নির্মিতাঃ শম্ভোর্দেবৈঃ ক্রীড়াদয়োঽভবন্ ॥"

অর্থাৎ কৈলাস কনক, মন্দর আর গন্ধমাদন—এই পাহাড় চতুষ্টয় নির্মিত হয় মহাদেবের ক্রীড়ার্থে ।

[ একষট্টি ]

তত্রাবশ্যং বলয়কুলিশোদ্ঘট্টনোদ্গীর্ণতোয়ং
নেষ্যন্তি ত্বাং সুরযুবতয়ো যন্ত্রধারাগৃহত্বম্ ।
তাভ্যো মোক্ষস্তব যদি সখে ঘর্মলব্ধস্য ন স্যাৎ
ক্রীড়ালোলাঃ শ্রবণপরুষৈর্গর্জিতৈর্ভায়য়েস্তাঃ ॥

সুরললনারা সেথা জানি লীলাচপলা,
সুনীল গগনে তোমায় দেখিয়া উতলা
করকঙ্কণ হানিবে নিঠুর রঙ্গে
শ্যামঘন তব অঙ্গে—
ঝর-ঝর-ঝর ঝরিবে উদক অঝোরে,
যন্ত্রধারার শতেক রন্ধ্র সম রে
প্রাণ-উচ্ছলা তরুণীরা সবে হরষা
নিদাঘ কাটে যে সহসা ।
উল্লাসে তারা না যদি তোমায় ছাড়ে গো
সঘনমন্দ্র তুলিও তাদের কানে গো
ত্রাসকম্পিতা তখন ছাড়িবে শরণি
শরমে রক্ত-বরণী ।

শ্লোক ৬১

"বলয়কুলিশানি"—কঙ্কনকোটি, ( মল্লিনাথ ) বলয়=কঙ্কন, কোটি বা তীক্ষ্ণাগ্রভাগ ( খোঁচা ), কঙ্কাস্থ, হীরার তীক্ষ্ণাগ্রভাগ ( খোঁচা ) দ্বারা শতচ্ছিদ্র হবে মেঘের অঙ্গ, আর তার থেকে নির্ঝরিত হবে বহুধারায় ধারাযন্ত্রের মত জল ( আধুনিক Shower-Bath ) ।

[ বাষট্টি ]

হেমাম্ভোজপ্রসবি সলিলং মানসস্যাদদানঃ
কুর্বন্ কামং ক্ষণমুখপটপ্রীতিমৈরাবতস্য ।
ধুন্বন্ কল্পদ্রুমকিসলয়ান্যংশুকানীব বাতৈ-
র্নানাচেষ্টৈর্জলদ ললিতৈর্নির্বিশেস্তং নগেন্দ্রম্ ।।

স্বর্ণকমল বক্ষে ল'য়ে দেখবে কাছে মানস-সরে
ইন্দ্রবাহন নিত্য আসে সেই সুপেয় পানের তরে,
দেবসরসীর স্বচ্ছ জলে তোমার দেহ ভিজিয়ে নিয়ে
মুখটি ঢেকো ঐরাবতের ক্ষণ-প্রীতির জন্ম দিয়ে।
মৃদু কাঁপন জাগিয়ে ধীরে কল্পতরুর পল্লবেতে
ভোগ কোরো সেই রম্য পাহাড় চিত্ত যেমন চায়গো পেতে ।

শ্লোক ৬২

মানসসরোবর—পশ্চিম তিব্বতে, হূণদেশের মধ্যবর্তী কৈলাস পর্বতোপরিস্থিত, তুষারস্রুত জলরাশিপূর্ণ হ্রদের নাম। পর্যটক Moore Croft-এর বর্ণনানুসারে এই হ্রদ পূর্ব-পশ্চিমে ১৫ মাইল দীর্ঘ আর উত্তর-দক্ষিণে ১১ মাইল প্রস্থ। মানসসরোবর এবং কৈলাস পর্বতে যাবার তিনটি পথই বর্তমান যুক্তপ্রদেশের সীমায় বিদ্যমান—'Lipu Lekh Pass', 'Untadhura Pass' এবং 'Niti Pass'—এদের মধ্যে নীতিপাশই তুলনামূলকভাবে সহজগম্য।

[ তেষট্টি ]

তস্যোৎসঙ্গে প্রণয়িন ইব স্রস্তগঙ্গাদুকূলাং
ন ত্বং দৃষ্ট্বা ন পুনরলকাং জ্ঞাস্যসে কামচারিন্ ।
যা বঃ কালে বহতি সলিলোদ্‌গারমুচ্চৈর্বিমানা
মুক্তাজালগ্রথিতমলকং কামিনীবাভ্রবৃন্দম্ ।।

আমার অলকাপুরী হাসে কৈলাসের শুভ্রশিরে
নয়নাভিরামা,
প্রণয়ীর অঙ্ক-এলায়িতা অলসাঙ্গী তন্বী এক
উচ্ছ্বসিতকামা ।
শিথিলবসনপ্রায় গঙ্গা বলম্বনা বহে তার
কটিদেশ ঘেরি,
মুহূর্তের মাঝে ওগো কামচারি । চিনে লবে তারে
ঊর্ধ্ব হ'তে হেরি ।
নভস্পর্শী সৌধপরে আনত যেমন জলবর্ষী
পুঞ্জ মেঘভার,—
স্খলিত কুন্তলে মনে ল'বে যেন গ্রথিছে ভামিনী
স্বচ্ছ মুক্তাহার ।

শ্লোক ৬৩

দুকূল—শুভ্র বস্ত্র ( মল্লিনাথ ) কিন্তু শব্দার্ণবে এর অর্থ—"দুকূলং সূক্ষ্মবস্ত্রে স্যাদুত্তরীয়ে সিতাংশুকে ।"

অর্থাৎ সূক্ষ্মবস্ত্র, উত্তরীয় ও সিতাংশুক ।

অলকা—কুবের নগরী ।

কামিনীর অলকে যেমন মুক্তাজাল, অলকার শিখরে তেমন জলবর্ষী মেঘ, সুতরাং অলকা শব্দটির মধ্য দিয়ে ধ্বনিত হচ্ছে কেশবতীর একটি সুপ্ত অর্থ ।

মল্লিনাথ ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে অলকা যেন স্বাধীন-পতিকা এক নায়িকা আর কৈলাসই তার অনুকূল নায়ক—যার বিনোদনের জন্য সদা আগ্রহী ।

"লালয়ন্ অলকপ্রান্তান্ রচয়ন্ পত্রমঞ্জরীম্ ।
একাং বিনোদয়ন্ কান্তাং ছায়াবদনুবর্ততে ।।

# মেঘদূত

## উত্তরমেঘ

[ এক ]

বিদ্যুৎবন্তং ললিতবনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ
সংগীতায় প্রহতমুরজাঃ স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষম্ ।
অন্তস্তোয়ং মণিময়ভুবস্তুঙ্গমভ্রংলিহাগ্রাঃ
প্রাসাদাস্ত্বাং তুলয়িতুমলং যত্র তৈস্তৈর্বিশেষৈঃ ॥

সৌধশ্রেণী সেই অলকায়
অভ্রভেদী তোমার প্রায়,
ললিত বধূর চটুল-মধুর
চলন চপল তড়িৎ, হায় !
বক্ষে তোমার যেমন আঁকা
ইন্দ্রধনুর বর্ণরেখা
প্রাসাদমালার কক্ষে তেমন
রঙ-বেরঙের চিত্রলেখা ।
স্বচ্ছ মণির দীপ্ত প্রভায়
স্বর্ণপুরীর হর্ম্যতল
বিচ্ছুরিত স্ফটিক যেন
সলিল হেন ফেনোচ্ছল ।
স্নিগ্ধ-গভীর গর্জনেতে
যেমন উঠে তোমার গান,
মৃদঙ্গেরি ধ্বনি তুলে
সেই সে পুরীর উচ্চতান ।

শ্লোক ১

সেন্দ্রচাপম্—স + ইন্দ্রচাপম্ = ইন্দ্রধনুসমন্বিত ।

অন্তস্তোয়ং মণিময়ভুবঃ—অন্তর, অভ্যন্তরে জল যার। অর্থাৎ মেঘের মধ্যে যেমন জল থাকে, অলকার প্রাসাদ কুট্টিমগুলিও তেমন রচিত স্বচ্ছ জলের মত অপরূপ নানা মণিজালে ( ঠিক যেন জল )।

[ দুই ]

হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারু কর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্ ॥

তন্বী বিলাসিনী অলকাকামিনীর
মৃণাল বাহু 'পরে কমলভার
কবরীচূড়াতটে বিকচ কুরুবক
কাজলকেশে শ্বেত কুন্দহার,
লোধ্রকুসুমের চূর্ণ-আবরণে
পাণ্ডু করি মুখ তরুণীকুল
কর্ণে শিরীষের দোলায় আভরণ
সীঁথিতে বরষার কদম ফুল।

শ্লোক ২

অলকায় ছয় ঋতু সমভাবে বিরাজ করে একই সময়, তাই ছয় ঋতুর ফুল ফোটে একই সময়—শরতের পদ্ম, হেমন্তের কুন্দ, শীতের লোধ্র, বসন্তের কুরুবক, গ্রীষ্মের শিরীষ ও বরষার কদম্ব।

লীলাকমল—লীলার্থং কমলম্ ( মল্লিনাথ ) অর্থাৎ লীলা বা লাস্যের জন্য ব্যবহৃত হয় যে কমল বা পদ্ম।

কুন্দ—মল্লিকাবর্গের মৃদু গন্ধবিশিষ্ট এক প্রকার ফুল, হেমন্তে প্রাদুর্ভাব; বেল, যুঁই, চামেলী, কুঁদ ( কুন্দ ), শিউলি—এরা সবাই Jesmine জাতীয়।

'লোধ্রপ্রসবরজসা'—লোধ্র ফুলের পরাগ চূর্ণ দ্বারা। লোধ্র ফুল সূচনা করে শীতের অবস্থিতি। এদের উপরের ছাল পীতাভ।

কুরুবক—বন্যপুষ্প—হলুদ, শ্বেত, নীল ও লাল—নানা রঙের দেখা যায়।

[ তিন ]

যত্রোন্মত্তভ্রমরমুখরা পাদপা নিত্যপুষ্পা
হংসশ্রেণীরচিতরশনা নিত্যপদ্মা নলিন্যঃ ।
কেকোৎকণ্ঠা ভবনশিখিনো নিত্যভাস্বৎকলাপা
নিত্যজ্যোৎস্না প্রতিহততমোবৃত্তিরম্যঃ প্রদোষাঃ ॥

তরুরা সেথায় মঞ্জরি নিতি ফুলে ফুলে ওগো বিকাশে
উন্মদ অলি গুঞ্জরি মধু গুণ্ গুণ্ ধায় কি আশে ?
সরসী ভরিয়া নলিনী সেথায় নয়ন মেলিয়া শিহরে
মেখলা রচিয়া মরাল-মরালী কলরবে তায় বিহরে ।
কলাপ মেলিয়া ভবনশিখিরা নাচেরে সতত নাচেরে,
কেকা-কলরবে দিশি দিশি সেথা মুখরি পুলকে বাঁচেরে
বরষ ভরিয়া তিমির নাশিয়া সারা নিশি ওগো জ্যোছনা,
সকল-চিত্ত-হরষা সন্ধ্যা সেথায় দীপ্ত-বসনা ।

শ্লোক ৩

ষড় ধাতুর সমাহার যে দেশে, সেখানে সকল কালেই রাত্রে জ্যোৎস্না থাকে—অন্ধকার দেখা যায় না ।

[ চার ]

আনন্দোত্থং নয়নসলিলং যত্র নান্যৈর্নিমিত্তৈ-
র্নান্যস্তাপঃ কুসুমশরজাদিষ্টসংযোগসাধ্যাৎ।
নাপ্যন্যস্মাৎ প্রণয়কলহাদ্‌বিপ্রয়োগোপপত্তি-
র্বিত্তেশানাং ন চ খলু বয়ো যৌবনাদন্যদস্তি ॥

আনন্দেরি অশ্রুধারা বয় নিরত সরসা
চকিত করি সবারে হরষে
দুঃখ-ব্যথা নাইকো সেথা, নয় অলকা বিবশা
নিঠুরতার কঠিন পরশে।
কুসুমশরে জর্জরিত পরাণ যত আলসে
প্রণয়রাগে আবেশ-মগন,
বঁধুর সনে মিলনতরে হৃদয় কাঁপে লালসে
নাই ব্যথার অন্য কারণ।
বিরহ যদি ক্ষণিক ঘটে কভু পরাণ-হরণী
কৌতুকেরি প্রণয় দ্বন্দ্বে
বন্দী তারা সে নগরীর যত তরুণ-তরুণী
যৌবনেরি স্থির-ছন্দে।

শ্লোক ৪

অলকা নগরীতে যক্ষদের অশ্রুজল, আনন্দ থেকেই উৎপন্ন হয়। যে সন্তাপ পুষ্পবাণ হতে উত্থিত হয়ে প্রিয়-সঙ্গমেই পুনরায় বিনষ্ট হয়, সেই সন্তাপ ভিন্ন অন্য কোন সন্তাপ নেই।

প্রণয়-কলহ ভিন্ন বিরহের অন্য কোন কারণ যদি না থাকে, তবে যক্ষের এই দুর্ভোগের ব্যাখ্যা করতে গেলে বলতে হয়, যেহেতু সে এখন "শাপেনাস্তংগমিতমহিমা", অলকাবাসীর স্বধর্ম থেকে সে এখন বিচ্যুত—সে তো এখন সাধারণ মানুষের মতই অনন্ত দুঃখের ভাগী।

[ পাঁচ ]

**যস্যাং যক্ষাঃ সিতমণিময়ান্যেত্য হর্ম্যস্থলানি**
**জ্যোতিশ্ছায়াকুসুমরচিতান্যুত্তমস্ত্রীসহায়াঃ।**
**আসেবন্তে মধু রতিফলং কল্পবৃক্ষপ্রসূতং**
**ত্বদ্গম্ভীরধ্বনিষু শনকৈঃ পুষ্করেষ্বাহতেষু ॥**

অমল ধবল সৌধ মাঝে
　　শুভ্রমণির দীপ্তরেখা
জ্যোতির্ময় পুষ্পসম
　　পড়তো সেথা তারার লেখা।
প্রাণ-প্রতিমার সঙ্গ-সুখে
　　যক্ষ যত আপন-হারা
আস্বাদিত নিত্য সেথা
　　কল্পতরুর সুধার ধারা।
তোমার গুরু ধ্বনির মত
　　মৃদঙ্গেতে তুলত সুর,
ফুল্লরাতে প্রিয়ার সাথে
　　আনন্দেতে রইত চুর!

–

শ্লোক ৫

পুষ্করেষু—বাদ্য

রতিফলমদ্য—মদিরার্ণব গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করে মল্লিনাথ বলেছেন,

"তালক্ষীরসিতামৃতামলগুড়োন্মত্তোস্থিকালাহ্যয়াদার্বিন্দ্রদ্রুমমোরটেক্ষুকদলী-গুল্ফপ্রসূনৈর্যুতম্। ইতশ্চেৎ মধুপুষ্পভঙ্গ্যুপচিতং পুষ্পদ্রুমূলাবৃতং ক্বাথেন স্মরদীপনং রতিফলাখ্যং স্বাদু শীতং মধু।" অর্থাৎ দুগ্ধ, গুড়, ইক্ষুফল, কদলী ও অন্যান্য দ্রব্য মধু ও পুষ্পাদির সহিত মিশ্রণে এই স্বাদু ও শীতল স্মরোদ্দীপক মদিরা প্রস্তুত হয়।

[ ছয় ]

মন্দাকিন্যাঃ সলিলশিশিরৈঃ সেব্যমানা মরুদ্ভিঃ-
র্মন্দারাণামনুতটরুহাং ছায়য়া বারিতোষ্ণাঃ।
অন্বেষ্টব্যৈঃ কনকসিকতামুষ্টিনিক্ষেপগূঢ়ৈঃ
সংক্রীড়ন্তে মণিভিরমরপ্রার্থিতা যত্র কন্যাঃ ॥

ঐ যে যেথা যক্ষবালা
অমরকুলের প্রার্থনীয়
স্বর্ণ-বালুর মধ্যে মণি
লুকিয়ে খেলা খেলছে কি ও ?
মন্দাকিনীর পরশ চুমি
সিক্ত মলয় জুড়ায় দেহ
দু-কূল বেয়ে মন্দার-ছায়
নিদাঘ হরে বিলায় স্নেহ।

এই মদিরার আবার নানা শ্রেণীবিভাগ আছেঃ যেমন সুরা, ঐরেয়, মৈরেয়, আসব ও কোহল। কিন্তু কৌটিল্য ছয় প্রকার মদিরার উল্লেখ করেছেন। যথাক্রমে তারা ঃ

মেচক, প্রসন্ন, আসব
অরিষ্ট, মৈরেয় এবং মধু।

শ্লোক ৬

মন্দাকিনী—স্বর্গের গঙ্গা। ( মন্দ যার গতি বা স্রোত )

মন্দার—একপ্রকার দেবতরু, স্বর্গের পঞ্চফুলের অন্যতম।

মণিভিঃ সংক্রীড়ন্তেঃ—স্বর্ণরেণুর মত বালুকার মধ্যে সেকালে অলকা-কুমারীরা খেলা করত মণি নিয়ে। 'দৈশিক-ক্রীড়া' বলে মল্লিনাথ একে আখ্যা দিয়েছেন, এর নাম "গুপ্তমণি"।

"গুপ্তমণি সংজ্ঞয়া দৈশিক ক্রীড়া"

[ সাত ]

নীবীবন্ধোচ্ছ্বসিতশিথিলং যত্র বিম্বাধরাণাং
ক্ষৌমং রাগাদনিভৃতকরেষ্বাক্ষিপৎসু প্রিয়েষু।
অর্চিস্তুঙ্গানভিমুখমপি প্রাপ্য রত্নপ্রদীপান্
হ্রীমূঢ়ানাং ভবতি বিফলপ্রেরণা চূর্ণমুষ্টিঃ ॥

শিথিল হত যদি নীবির বন্ধন,
নাগর যত জন কৌতূহলে,
প্রিয়ার অঙ্গের ক্ষৌমবাসখানি
টানিত অনুরাগে পরখছলে,
মরমে দিশাহারা রক্তরাগাধরা
ভরিয়া মুঠি শুধু চূর্ণ ধায়
মধুর লাজটুকু ঢাকিতে বৃথা সব
রত্নদীপগুলি নিবাতে চায়।

শ্লোক ৭

ক্ষৌম—পট্টবস্ত্র। Linen জাতীয়।

বিম্বাধরা—বিম্বের মত অধর যার।

‘বিশেষাঃ কামিনী কান্তাঃ ভীরু বিম্বাধরাঙ্গনা ( শব্দার্ণব )

শব্দার্ণবে নারীকে এই কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে।

কামিনী—প্রণয়দাত্রী, কান্তা—প্রণয়পাত্রী।

সুতরাং সংস্কৃত শব্দ অনুযায়ী নারী অর্থে কামিনী ও কান্তা, দুই বুঝালেও অর্থের তারতম্য থেকে যায়—একই নারী প্রণয়দাত্রী ও পাত্রী নাও হতে পারে।

[ আট ]

নেত্রা নীতাঃ সততগতিনা যদ্‌বিমানাগ্রভূমী
রালেখ্যানাং স্বজলকণিকাদোষমুৎপাদ্য সদ্যঃ।
শঙ্কাস্পৃষ্টা ইব জলমুচস্ত্বাদৃশা যত্র জালৈ-
র্ধূমোদ্‌গারানুকৃতিনিপুণাঃ জর্জরা নিষ্পতন্তি ॥

আকাশ চুমি সৌধপুরী!
দাঁড়িয়ে সেথা উচ্চশির
অবোধ বায়ু হয়ত খোঁজে
অলস মেঘের একটু নীড়,
সিক্ত-সজল জলদকণা
সঙ্গে নিয়ে মুক্ত-ঘরে
চিত্রগুলি রেখাঙ্কনে
ভরিয়ে তুলে প্রাচীর 'পরে।
হঠাৎ ভয়ের কল্পনাতে
নিকষ-ঘন ধোঁয়ার মত
বাতায়নের ছিদ্রপথে
পালিয়ে যেতে দীর্ণ হ'ত।

শ্লোক ৮

আলেখ্যং—সচ্চিত্র ; "চিত্রং লিখিত রূপাঢ্যং স্যাদালেখ্যস্তু যত্নতঃ" অর্থাৎ চিত্র=রূপাঢ্য ছবি, আর আলেখ্য=সযত্নে অঙ্কিত ( শব্দার্ণব অনুযায়ী )

এই শ্লোকের এক ব্যাঙ্গার্থ করেছেন মল্লিনাথ। কোন অন্তঃপুরসঞ্চারী দূতের সাহায্যে "জার" প্রথমে ভিতরে বা অন্তঃপুরে প্রবেশ করে, পরে অন্তঃপুরচারিণীদের মধ্যে ব্যভিচার দোষ আনে, শেষে ছদ্মবেশে পালিয়ে যায় গুপ্তপথ দিয়ে।

[ নয় ]

যত্র স্ত্রীণাং প্রিয়তমভুজোচ্ছ্বাসিতালিঙ্গনানা-
মঙ্গগ্লানিং সুরতজনিতাং তন্তুজালাবলম্বাঃ।
ত্বৎসংরোধাপগমবিশদৈশ্চন্দ্রপাদৈর্নিশীথে
ব্যালুম্পন্তি স্ফুটজললবস্যন্দিনশ্চন্দ্রকান্তাঃ ॥

রাত্রি গভীরে চুপি চুপি ধীরে ভবনশিখরে ঝুঁকি
মেঘের আড়াল ভেদি ক্ষণকাল চন্দ্র দিতেছে উঁকি।
বাতায়ন ফাঁকে স্নিগ্ধ কিরণ নীহার ঝর্ণা ঢালে
চন্দ্রাতপের ঝালরে ঝালরে অপরূপ মণি জ্বালে।
বল্লভ-বাহু-বন্ধনে যেথা অলস-আবেশে-ঘুমে
পুরমায়াবিনী নিভৃত শয়নে ক্লান্ত কপোল চুমে
মৃদু মন্থরে, জলদ, তখন রতিশ্রম অবসাদ
মুছায়ে তাদের মিটায়ো একটু যৌবন সুখ-সাধ।

শ্লোক ৯

"প্রিয়তমভুজালিঙ্গণোচ্ছ্বাসিতানাম্"

( পাঠান্তরে )

চন্দ্রকান্ত : Moon-stone জাতীয় মণি বিশেষ—স্বচ্ছ, রঙহীন—কিন্তু নাড়লে মৃদু নীল আভা দেখতে পাওয়া যায়।

প্রচলিত কিংবদন্তী যে চাঁদেরই কিরণে গঠিত এক মণি, আবার চাঁদেরই আলোকে এর বিলয়।

[ দশ ]

অক্ষয্যান্তর্ভবননিধয়ঃ প্রত্যহং রক্তকণ্ঠৈ-
রুদ্গায়দ্ভির্ধনপতিযশঃ কিন্নরৈর্যত্র সার্ধম্
বৈভ্রাজাখ্যং বিবুধবনিতাবারমুখ্যাসহায়া
বদ্ধালাপা বহিরুপবনং কামিনো নির্বিশন্তি ।

কামুক যত যক্ষ সেথা
লক্ষ্মী সদয় যাদের 'পরে,
রূপোজ্জ্বলা অপ্সরা সব
বারাঙ্গনা সঙ্গে করে
বৈভ্রাজের ঐ উদ্যানেতে
বেড়ায় নিতি প্রমোদ ভরে,
কিন্নরদের সঙ্গে গাহে
কুবের গীতি মধুর স্বরে ।

---

শ্লোক ১০

বিবুধবনিতা—দেবভোগ্যা স্ত্রী, অপ্সরা ।

বারমুখ্যা—"বার স্ত্রী, গণিকা, বেশ্যা, রূপাজীবায় সা জনৈঃ, সৎকৃতা বারমুখ্যা স্যাৎ ।"

[ এগারো ]

গত্যুৎকম্পাদলকপতিতৈর্যত্র মন্দারপুষ্পৈঃ
পত্রচ্ছেদৈঃ কনককমলৈঃ কর্ণবিভ্রংশিভিশ্চ।
মুক্তাজালৈঃ স্তনপরিসরচ্ছিন্নসূত্রৈশ্চ হারৈ-
র্নৈশো মার্গঃ সবিতুরুদয়ে সূচ্যতে কামিনীনাম্ ।।

ভোরের গগনে অরুণ উঠিতে রাতের নায়িকা জাগে,
দুরু-দুরু বুকে পাছে পড়ে ধরা, চলে চুপে আগে-ভাগে।
আলোক-আভাস না জানি কখন রটাবে গোপন কথা—
চপলচরণে কেঁপে কেঁপে উঠে ক্ষণে ক্ষণে দেহলতা।
তখন স্রস্ত কেশপাশ হতে মন্দার ফুল লুটে,
কান হতে খসে কনক কমল, পল্লব যায় টুটে ;
কণ্ঠের মালা, মুক্তার জাল, বেণীর অলংকার
খসে পড়ে ধীরে পয়োধর-তটে লাজহতা বনিতার।

শ্লোক ১১

পত্রচ্ছেদ—পাতার টুকরা বা খণ্ড, এগুলিকে নানা আকারে কেটে অভিজ্ঞান হিসাবে ব্যবহার করত নায়করা এবং নায়িকাদের মিলনস্থলের সংকেত জানাত।

[ বারো ]

মত্বা দেবং ধনপতিসখং যত্র সাক্ষাদ্‌বসন্তং
প্রায়শ্চাপং ন বহতি ভয়ান্মন্মথঃ ষট্‌পদজ্যম্‌।
সভ্রূভঙ্গপ্রহিতনয়নৈঃ কামিলক্ষ্যেষ্বমোঘৈ—
স্তস্যারম্ভশ্চতুরবনিতাবিভ্রমৈরেব সিদ্ধঃ ॥

সেই অলকার কানন 'পরে
কুবের সখা বিরাজ করে,
ভ্রমর-শ্রেণী পুষ্পধনু
মদন ফেলে ভীষণ ডরে।
কামীর প্রতি যক্ষী চতুর
হাসছে আঁখি সভঙ্গীম,
সিদ্ধ হবে মদনশ্রম
আমোঘবাণে অকৃত্রিম।

শ্লোক ১২

মন্মথ—মদন ; ইক্ষুদণ্ড তার ধনু, ভ্রমরপংক্তি তার জ্যা ; আর পঞ্চশর—অরবিন্দ, অশোক, আম্র-মুকুল, নবমল্লিকা আর নীলপদ্ম।

[ তেরো ]

বাসশ্চিত্রং মধু নয়নয়োর্বিভ্রমাদেশদক্ষং
পুষ্পোদ্ভেদং সহ কিশলয়ৈর্ভূষণানাং বিকল্পান।
লাক্ষারাগং চরণকমলন্যাসযোগ্যঞ্চ যস্যা-
মেকঃ সূতে সকলমবলামণ্ডনং কল্পবৃক্ষঃ॥

কল্পপাদপতলে আসে পুরললনা
ললিতসাজ সে নিজ দেহে করে রচনা
রাশি রাশি শুধু রঙীন বসন বিতরে,
মধুপানে তারা শিহরে।
যত কিশলয়-মুকুল-ভূষণ শোভনা,
চরণ-কমল অলক্তরাগ-লেপনা
অলস আবেশে বিহরে
মদবিহ্বলা মধুপানে তারা শিহরে।

শ্লোক ১৩

স্ত্রীদের ভূষণ চার রকম, এই সঙ্গে দৈশিক ও স্থানীয় প্রসাধনও গ্রহণীয়ঃ

"কচধার্যং, দেহধার্যং, পরিধেয়ং বিলেপনম্।
চতুর্ধা ভূষণং প্রাহুঃ স্ত্রীণামন্যচ্চ দৈশিকম্॥"

এখানে কচধার্য (কেশ)—কিশলয়সহ পুষ্প; দেহধার্য—অলঙ্কার, পরিধেয়—বিচিত্রবাস, বিলেপন—অলক্তক, আর দৈশিক—মদিরা।

[ চোদ্দ ]

তত্রাগারং ধনপতিগৃহানুত্তরেণাস্মদীয়ং
দূরাল্লক্ষ্যং সুরপতিধনুশ্চারুণা তোরণেন।
যস্যোপান্তে কৃতকতনয়ঃ কান্তয়া বর্ধিতো মে
হস্তপ্রাপ্যস্তবকনমিতো বালমন্দারবৃক্ষঃ॥

মোর মঞ্জুনিকেতন রাজে কুবের প্রাসাদ হ'তে
অদূরে উত্তরে,—
তোরণ চিত্রিত তার ইন্দ্রধনুসম—মন্দারের
শোভা বক্ষে ধরে ;
মোর প্রিয়তমা পুত্রবৎ তারে নিত্য সিক্ত করে
সযত্ন-সেচনে,
কুসুমে-পল্লবে নত দেহভারে করস্পর্শ তার
যাচে প্রতিক্ষণে।

শ্লোক ১৪

ধনপতিগৃহাৎ—কুবের গৃহ হতে।

সুরপতিধনু—ইন্দ্রধনু, এখানে যক্ষ নিজ ভবনের অভিজ্ঞান দিতে গিয়ে বলছে সে ভবন ইন্দ্রধনুর ন্যায় মেঘস্পর্শী।

[ পনের ]

বাপী চাস্মিন্ মরকতশিলাবদ্ধসোপানমার্গা
হৈমৈশ্ছন্না বিকচকমলৈঃ স্নিগ্ধবৈদূর্যনালৈঃ ।
যস্যাস্তোয়ে কৃতবসতয়ো মানসং সন্নিকৃষ্টং
নাধ্যাস্যন্তি ব্যপগতশুচস্ত্বামপিপ্রেক্ষ্য হংসাঃ ॥

সেথায় সরোবর স্নিগ্ধ মনোহর—
সোপান, মরকতশিলায় নীল,
স্নিগ্ধ-বৈদ্রাজ-খচিত মৃণালেতে
কনক-উৎপল শতোন্মীল ।
মরালদল সবে মত্ত কলরবে
নিত্য করে বাস সরসীপর,
তোমারে দেখে তবু আকুলচিতে কভু
পলায়ে যাবে নাকো মানসসর

শ্লোক ১৫

বৈদূর্য—"বিদূরে ভরা বৈদূর্য" অর্থাৎ বিদূর পর্বতে জাত নীলকান্তমণি বিশেষ।

"ন আধ্যাসন্তি" অর্থাৎ উৎকণ্ঠার সঙ্গে স্মরণ করবে না। স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক কারণে বর্ষায় জলে কলুষতার জন্য বীতদুঃখে সন্নিহিত মানসসরোবরে চলে যায় হংসেরা কিন্তু যক্ষের ভবন-দীঘি চিরশুদ্ধ পরিচ্ছন্ন থাকায় মেঘ দেখেও স্বধর্ম ত্যাগ করে।

[ ষোলো ]

তস্যাস্তীরে রচিতশিখরঃ পেশলৈরিন্দ্রনীলৈঃ
ক্রীড়াশৈলঃ কনককদলীবেষ্টনীপ্রেক্ষণীয়ঃ।
মদ্‌গেহিন্যাঃ প্রিয় ইতি সখে চেতসা কাতরেন
প্রেক্ষ্যোপান্ত স্ফুরিততড়িতং ত্বাং তমেব স্মরামি ॥

বিহারগিরি এক আছে সে বাপীতীরে
ইন্দ্রনীলমণি শিখরচূড়,
কনকরম্ভার বৃক্ষসম্ভার
ঘেরিয়া চারিধার স্বপ্নাতুর।
বিজুরী ধরে শোভা যখন মনোলোভা
চকিতে তব ঘন সুনীল কায়
প্রিয়ার প্রিয় সে ও শৈল রমণীয়
বিষাদ রেখা মনে আঁকিতে চায়।

শ্লোক ১৬

ইন্দ্রনীল—নীলকান্ত মণি। এখানে মেঘের বর্ণের স্বাভাবিকত্ব সূচিত হচ্ছে। মেঘের ঘন নীল দেহের উপর যখন বিদ্যুৎ চমকে ওঠে স্বর্ণলতার মত, তখন যক্ষের মনে জেগে ওঠে তার সেই ক্রীড়াশৈলের ছবি, যার শিখর দেশ ইন্দ্রনীলমণি দ্বারা রচিত আর চারিদিকে কনককদলীর বেষ্টনী।

অনুভূত পদার্থের অনুরূপ কিছু দেখলে প্রাণে আনন্দ জন্মে, কিন্তু তার সঙ্গে একটা ঔদাসীন্য আর ভয়ের সঞ্চার হয়।

"বস্তুনামনুভূতানাং তুল্যশ্রবণদর্শনাৎ।
শ্রবণাৎ কীর্তনাদ্বাপি সানন্দাতীর্থথা ভবেৎ ॥"

কিন্তু মেঘে শৈলত্বভাবনা বিসদৃশ—শালগ্রামে হরিভাবনাদর্শন।

[ সতেরো ]

**রক্তাশোকশ্চলকিশলয়ঃ কেশরশ্চাত্র কান্তঃ**
**প্রত্যাসন্নৌ কুরুবকবৃতের্মাধবীমণ্ডপস্য।**
**একঃ সখ্যাস্তব সহ ময়া বামপাদাভিলাষী**
**কাঙ্ক্ষত্যন্যো বদনমদিরাং দোহদচ্ছদ্মনাস্যাঃ ॥**

সেথায় কুরুবক চাহিছে অপলক
ঘিরিয়া মাধবীর কুঞ্জ হায়,
দু-পাশে রাজে তার বকুল-তরু আর
কাঁপায়ে কিশলয় অশোক ভায়।
আমারি মত চায় অশোক অসহায়
সখীর তব বাম-পদ-প্রহার,
দোহদ-উন্মদ বকুল মুখমদ
প্রিয়ারি যাচে যেন বারংবার।

শ্লোক ১৭

অশোক ফুল দু প্রকার, রক্ত আর শ্বেত।

"প্রসূনৈকেরশোকস্তু শ্বেতো রক্ত ইতি দ্বিধা।
বহুসিদ্ধিকরঃ শ্বেতো রক্তোঽত্র স্মরবর্ধনঃ ॥" ( মল্লিনাথ )

এদের মধ্যে রক্তাশোক স্মরোদ্দীপক। মল্লিনাথ আরও বলেন, "স্ত্রীণাং স্পর্শাৎ প্রিয়ঙ্গুঃ বিকসতি, বকুলঃ সীধু-গণ্ডূষামেকাৎ, পাদাঘাতাদশোকস্তিলক কুরুবকৌ বীক্ষণালিঙ্গনভ্যাম্। মন্দারো নর্মবাক্যাৎ, পটুমৃদুহসনাচ্চম্পকে বক্তবাতাচ্যুতগীতান্ন মেরুর্বিকসতি চ পুরো নর্তনাৎ কর্ণিকারঃ"

অর্থাৎ স্ত্রী বা নারীর স্পর্শে প্রিয়ঙ্গু, মুখমদে বকুল, পদাঘাতে অশোক, বীক্ষণে বা দৃষ্টিপাতে তিলক আর আলিঙ্গনে কুরুবক প্রস্ফুটিত হয়; মন্দার ফোটে নর্মবাক্যে, পটুমৃদু হাসিতে চম্পক, মুখবাতাস বা নিশ্বাসে আমের মুকুল, গানে নমেরু ( রুদ্রাক্ষ ) আর সম্মুখনৃত্যে কর্ণিকার বা কনকচাঁপা।

কেসর—বকুল বৃক্ষ।

[ আঠারো ]

তন্মধ্যে চ স্ফটিকফলকা কাঞ্চনী বাসযষ্টি-
মূর্লে বদ্ধা মণিভিরণতি প্রৌঢ়বংশপ্রকাশৈঃ।
তালৈঃ শিঞ্জাবলয়সুভগৈর্নর্তিতঃ কান্তয়া মে
যামধ্যাস্তে দিবসবিগমে নীলকণ্ঠঃ সুহৃদ্ বঃ॥

দুই তরু-মাঝে এক কাঞ্চন দণ্ড
শিরে তার অপরূপ স্ফটিকের খণ্ড,
পদমূলে মরকত-মণিময় রচনা
শ্যামবেণুসমবরণা।
দিনশেষে বসে তাতে সখা তব আসিয়া
সুনীল-কণ্ঠ ময়ূর পুলকে ভাসিয়া
তখন কাঁকন রণিয়া
মোর বিরহিনী নাচায় গণিয়া গণিয়া।

দোহদ—বৃক্ষাদিনাং প্রসবকারণং সংস্কারদ্রব্যম্। অর্থাৎ যে দ্রব্য বা দ্রব্যসমূহের প্রয়োগে গাছে অকালে ফুল ফোটে।

শ্লোক ১৮

"মণিভিঃ মূলে বদ্ধাঃ"—মরকত মণি দিয়ে বদ্ধ যার মূলদেশ। এখানে অনতিপক্ক বা তরুণ বাঁশের সবুজ রঙের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

নীলকণ্ঠ—ময়ূর।

"ময়ূরো বর্হিনো বর্হি নীলকণ্ঠো ভুজঙ্গভুখ"

( অমরকোষ )

[ ঊনিশ ] .

**এভিঃ সাধো হৃদয়নিহিতৈর্লক্ষণৈর্লক্ষয়েথাঃ**
**দ্বারোপান্তে লিখিতবপুষৌ শঙ্খপদ্মৌ চ দৃষ্ট্বা।**
**ক্ষামচ্ছায়ং ভবনমধুনা মদ্‌বিয়োগেন নূনং**
**সূর্যাপায়ে ন খলু কমলং পুষ্যতি স্বামভিখ্যাম্‌ ॥**

আমার বলা যত চিহ্ন শত শত
সুজন, আঁকি ওগো হৃদয়দেশে,
সিংহদ্বারে লেখা, জ্যোতির্ময় রেখা
শঙ্খ শতদল দেখিয়া শেষে
চিনিবে গেহখানি আমি সে ঠিক মানি
বিরহভারে মোর দীপ্তিহীন—
অস্তাচলপথে সূর্য গেলে রথে
বিষাদে মৃণালিনী যেমন দীন।

শ্লোক ১৯

"লিখিত বপুষৌ শঙ্খপদ্মৌ"—

যক্ষের ভবনের সিংহদ্বারের দুই পাশে শঙ্খ ও পদ্ম আঁকা আছে। এইগুলি মাঙ্গলিক চিহ্নের প্রতীক বটে, কিন্তু কুবেরের নবনিধির অন্তর্গত।

"নিধির্নাশেবধিভেদাঃ শঙ্খপদ্মাদয়োঃ নিধেঃ"—

এই নবনিধি হল ( পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, কুন্দ, নীল, খর্ব ), কিন্তু এর একটা গাণিতিক ব্যাখ্যাও করা হয়। অলকায় নির্ধন, নিঃস্ব, দরিদ্র নেই, যে যত ধনের মালিক, চিহ্নিত থাকে দ্বারের উপর সঙ্কেত হিসাবে। সুতরাং সেই হিসাবে যক্ষ এক শঙ্খ ও এক পদ্ম পরিমাণ ধনের অধিকারী।

১ পদ্ম+১ শঙ্খ=১১০০০০০০০০০০০০।

[ কুড়ি ]

গত্বা সদ্যঃ কলভতনুতাং শীঘ্রসম্পাতহেতোঃ
ক্রীড়াশৈলে প্রথমকথিতে রম্যসানৌ নিষণ্ণঃ।
অর্হস্যন্তর্ভবনপতিতাং কর্তুমল্পাল্পভাসং
খদ্যোতালীবিলসিতনিভাং বিদ্যুদুন্মেষদৃষ্টিম্ ॥

প্রথম-বলা রম্য সে ঐ
ক্রীড়াশৈল আসলে পরে,
শীঘ্র বোসো চূড়ায় তাহার
শিশু-করীর আকার ধরে।
জোনাক যেমন ঈষৎ জ্বলে
স্বল্প তেমন প্রভার ছলে,
অন্তঃপুরে দেখবে প্রিয়ায়
সঞ্চারিলে দৃষ্টি, তলে।

শ্লোক ২০

করভ—করিশাবক ( হাতির বাচ্চা )।
সম্পাতহেতো—দ্রুতগমনার্থে।
( সম্পাত : পতনে বেগে প্রবেশে, বেদসংবিদে—শব্দার্ণব )

[ একুশ ]

**তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী**
**মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।**
**শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং**
**যা তত্র স্যাদ্ যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ।**

সুচারু দেহপট, শ্যামা সে প্রিয়া মোর,
শুভ্র দশনেতে চমক্ লাগে,
পক্ক বিম্বের সুষমা অধরেতে
চকিত হরিণীর দৃষ্টি আঁখে ;
কটিটি ক্ষীণ তবু গভীর নাভিটুকু
অলসশ্রোণীভারে গমন তার,
আনত পয়োধরে যুবতীকুলে যেন
সৃষ্টি আদিরূপা সে বিধাতার।

শ্লোক ২১

শ্যামা : যুবতী, যৌবনমধ্যস্থা। চণ্ডলামতে
"শীতে সুখোষ্ণসর্বাঙ্গী গ্রীষ্মেচ সুখশীতলা
তপ্ত কাঞ্চনবর্ণা সা স্ত্রী শ্যামেতি কথ্যতে।"

অর্থাৎ শীত ঋতুতে, সুখোষ্ণ এবং গ্রীষ্মে সুখশীতল যে তপ্তকাঞ্চনবর্ণা নারী, তাকে শ্যামা বলে।

শিখরিদশনা—সূক্ষ্মাগ্র দশন যার,—মল্লিনাথের মতে এরূপ নারী ভাগ্যবতী, তাদের পতিরা দীর্ঘায়ু লাভ করে।

"স্নিগ্ধাঃ সমানরূপাঃ সুপংক্তয়ঃ শিখরিণঃ শ্লিষ্টাঃ।
দন্তা ভবন্তি যাসাং তাসাং পাদে জগৎ সর্বম॥

অর্থাৎ যে নারীর দাঁত স্নিগ্ধ, সমান, সুপংক্তিক শিখরি-তুল্য ও শ্লিষ্ট, তার চরণে সর্ব জগৎ লুণ্ঠিত হয়।

পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী—অধরোষ্ঠ, নীচের ঠোঁট। বিম্ব—তেলাকুচাফল। পক্কতা পেলে এই ফলের রঙ হয় রক্তের মত লাল। আর এর আকার অনেকাংশে নিম্নোষ্ঠের মত। সুতরাং এর অর্থ দাঁড়ায়, পক্ক বিম্বের ন্যায় অধর যার।

[ বাইশ ]

তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং
দূরীভূতে ময়ি সহচরে চক্রবাকীমিবৈকাম্ ।
গাঢ়োৎকণ্ঠাং গুরুষু দিবসেষ্বেষু গচ্ছৎসু বালাং
জাতাং মন্যে শিশিরমথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাম্ ॥

স্বল্পভাষিণী সে জানিও সখা শেষে
দ্বিতীয় প্রাণরূপা—সঙ্গীহীন ;
প্রবাসে আছি দূরে, আমার লাগি ঘরে
চক্রবাকী সম কাটায় দিন !
বিরহ-বেদনায় অসীম যাতনায়
শ্রীমুখপঙ্কজ মলিন তায়
যেমন কমলিনী ম্লান স্বরূপিনী
শিশির রেণুকণা আঘাতে, হায় ।

চকিত হরিণীপ্রেক্ষণা—চকিত হরিণীর মত দৃষ্টি যার, এই দৃষ্টিতে পদ্মিনীত্ব সূচিত হচ্ছে ( মল্লিনাথ ) কারণ রতিরহস্যে আছে :

চকিত মৃগাটুনাভে প্রান্তরক্তে চ 'নেত্র' অর্থাৎ পদ্মিনী নারীর চোখের কোণ হয় লাল আর দৃষ্টি চকিত মৃগের ন্যায় ।

আদ্যাসৃষ্টি—মল্লিনাথ মন্তব্য করেছেন ।

"প্রায়েন শিল্পিনাং প্রথম নির্মাণে প্রযত্নাতিশয়বশাৎ শিল্পনির্মাণ সৌষ্ঠবং দৃশ্যতে"—শিল্পীরা প্রথম রচনায় প্রযত্নের আধিক্য দেখায় এবং সেইজন্য নির্মাণ সৌষ্ঠব লক্ষিত হয় ; সুতরাং এই প্রপঞ্চে যক্ষবনিতার মত এরকম রমণীরত্ন আর কোথাও না থাকায় বিধাতার প্রথম সৃষ্টি বলেই কবি অভিহিত করেছেন ।

শ্লোক ২২

চক্রবাকী—চক্রবাক্ বধূ—এরা হংস পর্যায়ের পাখী। বাংলায় এদের 'চখাচখী' বলে—এরা Migratory Bird, বর্ষায় দেখা যায় না ।

দাম্পত্য প্রেমের নিদর্শন এরা বহন করে ভারতে। প্রবাদে বলে সারাদিন

[ তেইশ ]

নূনং তস্যাঃ প্রবলরুদিতোচ্ছূননেত্রং প্রিয়ায়াঃ।
নিশ্বাসানামশিশিরতয়া ভিন্নবর্ণাধরোষ্ঠম্।
হস্তন্যস্তং মুখমসকলব্যক্তি লম্বালকত্বা—
দিন্দোর্দৈন্যং ত্বদনুসরণক্লিষ্টকান্তের্বিভর্তি॥

কমল আঁখি দুটি প্রিয়ার রয় ফুলি
ঝরিয়া অবিরল অশ্রুলোর,
উতল অনুখন তপ্ত শ্বাসে ঘন
শোণিমা অধরের পান্ডু ঘোর ;
দীর্ঘ কুন্তল আবরে মুখতল
কোমল বাম কর বিষাদে রাখা
বিরহ ব্যথাহত, মলিন শশীমত
কাজল কালো মেঘে যেমন ঢাকা।

তারা একসঙ্গে থাকলেও ঋষি শাপে ভোগ করে নৈশ-বিচ্ছেদ—তাই পরস্পরকে আকুল আহ্বান করে রাত কাটায় নদীর দুই তীরে।

অন্যরূপা—পূর্ববর্তী রূপ থেকে ভিন্ন হিমহত-পদ্মের মত যক্ষিনীর স্বাভাবিকরূপ এখন অনেক ম্লান ; সুতরাং মেঘ যেন তাকে অন্য কেহ বলে চিনতে ভুল না করে।

শ্লোক ২৩

"লম্বালকত্বাৎ অসকলব্যক্তিঃ।"
"লম্বিত-কুন্তলে ঢাকা বাম করতলে রাখা
অস্ফুট কাতর অতি আনন তাহার।"

অর্থাৎ নানাভাবে নানা অর্থে যক্ষ মেঘকে বার বার বুঝাতে চায় তার বিরহিনী প্রিয়ার স্বাভাবিক রূপের সাথে বর্তমান রূপের আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

[ চব্বিশ ]

আলোকে তে নিপততি পুরা সা বলিব্যাকুলা বা
মৎসাদৃশ্যং বিরহতনু বা ভাবগম্যং লিখন্তি।
পৃচ্ছন্তী বা মধুরবচনাং সারিকাং পঞ্জরস্থাং
কচ্চিদ্ ভর্তুঃ স্মরসি রসিকে ত্বং হি তস্য প্রিয়েতি ॥

কখন পূজারতা দেখিবে প্রিয়া সেথা
আমারি কল্যাণ-সুকামনায়
বিরহ-ভারাতুর ক্ষীণ যে কত দূর
আঁকিছে ছবি তার কল্পনায়
আকুল-উচ্ছ্বাসে কভু বা জিজ্ঞাসে
রসিকা সারিকায় পিঞ্জরিণী,
পড়ে কি মনে তোর প্রিয়ে, সে প্রিয় মোর
যাহার ছিলি মন-সঞ্চারিণী ?

শ্লোক ২৪

"বলি-ব্যাকুলা"—গৃহদেবতাকে পূজা-উপহার-দানে ব্যাকুল। মল্লিনাথের মতে, "সা মৎপ্রিয়া বলিষু নিত্যেষু প্রোষিতাগমনার্থেষু চ দেবতারাধনেষু ব্যাকুলা ব্যাপৃতা বা"—এতে তার ধর্মপরায়ণত্বই সূচিত হয়েছে। এ আচরণকে অনেকে 'কাকবলি' আখ্যা দিয়েছেন এবং বিরহিণীদের অন্যতম কৃত্য।

'মৎসাদৃশং লিখন্তি'—আমার প্রতিকৃতি আঁকে, চিত্রদর্শন বিরহিণীর অন্যতম বিনোদ।

কামশাস্ত্র মতে—"সাদৃশ্য-প্রতিকৃতিদর্শনৈঃপ্রিয়ায়াঃ।"

( রঘুবংশ )

[ পঁচিশ ]

উৎসঙ্গে বা মলিনবসনে সৌম্য নিক্ষিপ্য বীণাং
মদ্‌গোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয়মুদ্‌গাতুকামা।
তন্ত্রীমার্দ্রাং নয়নসলিলৈঃ সারয়িত্বা কথঞ্চিদ-
ভূয়োভূয়ঃ স্বয়মপি কৃতাং মূর্ছনাং বিস্মরন্তী ।।

মলিন বাসখানি অঙ্গ পরে টানি
বিলাস-সাজ সব ভুলিছে প্রায়,
বীণাটি ক্রোড়ে ল'য়ে মধুর সুরে-লয়ে
আমারি গান শুধু গাহিতে চায়!
ঝরিছে ঝর ঝর, অশ্রু-নির্ঝর
মুছিতে অবিরল বীণার তার
সুরের মূর্ছনা, কত না কল্পনা
সৌম্য, মনে তার আসে না আর!

---

শ্লোক ২৫

"মলিনবসনে"—'প্রোষিতে মলিনা কৃশা' অর্থাৎ প্রোষিতভর্তৃকার লক্ষণ কার্শ্য ও মলিন বসন।

মৎগোত্রাঙ্কং—আমার নামাঙ্কিত গোত্র অর্থে নাম ( মল্লিনাথ )।

'উদ্‌গাতুকামা'—উচ্চৈঃস্বরে গাহিতে ইচ্ছুক—শাস্ত্রে উক্ত ঃ—

"ষড়জ্‌মধ্যমনামানৌ গ্রামৌ গায়ন্তি মানবাঃ।
ন তু গান্ধার নামানং স লভ্যো দেবযোনিভিঃ।"

অর্থাৎ ষড়জ্‌ ও মধ্যমগ্রামে গান করে মানবেরা আর দেবযোনিরা গান্ধারে।

[ ছাব্বিশ ]

শেষান্ মাসান্ বিরহদিবসস্থাপিতস্যাবধের্বা
বিন্যস্যন্তি ভুবি গণনয়া দেহলীদত্তপুষ্পৈঃ ।
মৎসঙ্গং বা হৃদয়নিহিতারম্ভমাস্বাদয়ন্তী
প্রায়েণৈতে রমণবিরহেষ্বঙ্গনানাং বিনোদাঃ ॥

বিরহের দিন হতে রাখে বিষাদিনী
দেউলির প্রান্তে পুষ্প প্রতিদিন আনি,
একে একে গণিতেছে, ভূমি 'পরে রাখি
নির্বাসন শেষ হ'তে কত আর বাকি—
কল্পনায় আঁকে কভু এলাইয়া অঙ্গ
মরমের মাঝে কত মোর সুখ-সঙ্গ,
বিরহিণী ললনার চিত্ত-বিনোদন
এইরূপ হয় জেনো, ওগো সুধীজন।

শ্লোক ২৬

দেহলী—দ্বারস্য আধারদারু। অর্থাৎ দরজার চৌকাঠ বিশেষ, বিরহের উৎপত্তিদিন হতে যক্ষপত্নী প্রতিদিন গৃহদ্বারের চৌকাঠে একটি করে ফুল রাখত—মধ্যে মধ্যে দেখত গুণে বিরহ শেষের আর কতদিন বাকী !

"হৃদয়নিহিতারম্ভম্"—মনে মনে কল্পনা করে। মল্লিনাথ ব্যাখ্যা করেছেন যে মিলনের উপক্রম সংকল্পিত হয়েছে হৃদয়ে, এতে চুম্বনাদি ব্যাপার ( পতি বিষয়ক ) অনুভব করায় রতিসুখ প্রকাশ পাচ্ছে। এই দশা প্রণয়ের তৃতীয় দশা—আর এর নাম 'সংকল্প'।

[ সাতাশ ]

**সব্যাপারামহনি ন তথা পীড়য়েন্মদ্‌বিয়োগঃ**
**শঙ্কে রাত্রৌ গুরুতরশুচং নির্বিনোদাং সখীং তে।**
**মৎসন্দেশৈঃ সুখয়িতুমলং পশ্য সাধ্বীং নিশীথে**
**তামুন্নিদ্রামবনিশয়নাং সৌধবাতায়নস্থঃ ॥**

দেখিও একাকিনী কাটায় বিরহিণী
দিবস নানা কাজে কত না ছলে,
রজনী থাকে পড়ে অলস অনাদরে
উথলি উঠে শোক, হৃদয়তলে।
যখন শর্বরী ঘনাবে দিক্‌ ভরি
রহিয়া বাতায়নে নিমেষ ক্ষণ,
নিদ্রা বিরহিতা ভূতল-শায়িতার
কহিও কানে মোর সুখবচন।

শ্লোক ২৭

"অবনীশয়নাম্"—ভূতলশায়িতার, "নিয়মার্থং স্থণ্ডিলশায়িনীম্"। স্থণ্ডিল—অনাবৃত ভূমি। বিরহে পতিব্রতা নারীরা ভূমিশয্যাশয়নের বিধি পালন করত।

"মৎ সন্দেশৈঃ সুখয়িতুম"—যক্ষের বার্তাবহ হয়ে দূতরূপে মেঘ যক্ষিনীকে মহৎ সুখ দেবার চেষ্টা করবে। কেন না,

"সখী ধাত্রী চ পিতরো মিত্রদূতশুকাদয়ঃ।
সুখয়ন্তীষ্টকথনসুখোপায়ৈর্বিযোগিনীনাম্।"

অর্থাৎ বিরহিণীর পক্ষে সখী, দাত্রী, পিতা-মাতা, দূত ও শুকাদি, ইষ্ট (পতি) বিষয়ে কথা বলে সুখদান করতে পারে। সুতরাং দূত হিসাবে মেঘ এখানে বরণীয়।

[ আটাশ ]

আধিক্ষামাং বিরহশয়নে সন্নিষন্নৈকপার্শ্বাং
প্রাচীমূলে তনুমিব কলামাত্রশেষাং হিমাংশোঃ।
নীতা রাত্রিঃ ক্ষণ ইব ময়া সার্ধমিচ্ছারতৈর্যা
তামেবোষ্ণৈর্বিরহমহতীমশ্রুভির্যাপয়ন্তীম্ ॥

বিরহভারে হের প্রিয়ারে কৃশতর
রহিছে একাকিনী শয্যালীন,
পূরব দিকভালে তিমির নিশাকালে
যেমন চন্দ্রের কলাটি ক্ষীণ।
অশেষ মিলনের মদির স্বপনের
যে নিশি হোত শেষ নিমেষপরে,
এখন বিরহের দীর্ঘ রাতিটুকু
যাপিছে ঘন ঘন অশ্রুলোরে।

শ্লোক ২৮

"আধিক্ষামাং"—মনোবেদনায় কৃশা বা ক্ষীণদেহা।

"প্রাচীমূলেকলামাত্রশেষাং"—পূর্বদিকের নীচ ভাগে এক কলামাত্র অবশিষ্ট চন্দ্রের আকারের ন্যায়, সুতরাং এখানে কৃষ্ণপক্ষ স্পষ্টতঃ সূচিত হচ্ছে, কারণ অমাবস্যার পূর্বরাতেই ক্ষীণ, শেষ কলামাত্র অবশিষ্ট থাকে চাঁদের।

[ ঊনত্রিংশ ]

পাদানিন্দোরমৃতশিশিরান্ জালমার্গপ্রবিষ্টান্
পূর্বপ্রীত্যা গতমভিমুখং সন্নিবৃত্তং তথৈব।
চক্ষুঃ খেদাৎ সলিলগুরুভিঃ পক্ষ্মভিশ্ছাদয়ন্তীং
সাভ্রেঽহ্নীব স্থলকমলিনীং ন প্রবুদ্ধাম্ ন সুপ্তাম্ ।।

চাঁদের কিরণ অমিয়-শীতল
বক্ষে আনে হর্ষ-প্রীতি,
আজকে তবে সেই শশাঙ্ক
হানছে প্রাণে পূর্ব-স্মৃতি
গবাক্ষেরি রন্ধ্র হ'তে
ফিরায় নয়ন অশ্রুসজল,
যেন বাদলের আধেক-ফোটা
অমুদ্রিত স্থলকমল।

শ্লোক ২৯

ন প্রবুদ্ধাং ন সুপ্তাং "স্থলকমলিনীমিব"। অর্থাৎ মেঘাচ্ছন্ন দিবসে অমুদ্রিত অথচ অবিকসিত স্থলপদ্মিনীর ন্যায় যক্ষপ্রিয়ার নয়নকমল জাগ্রতও নয়, সুপ্তও নয়। এখানে অবসাদ আর নবজীবনের সম্ভাবনা—দুই-ই এককভাবে সূচিত হয়েছে। মেঘ যখন কেটে যাবে, পদ্ম আবার উঠবে জেগে, যক্ষ যখন আসবে ফিরে পুনরুজ্জীবন হবে তার কান্তার। এই শ্লোকে মল্লিনাথের মতে বিরহের ষষ্ঠ দশা ব্যক্ত হয়েছে।

[ ত্রিশ ]

নিশ্বাসেনাধরকিশলয়ক্লেশিনা বিক্ষিপন্তীং।
শুদ্ধস্নানাৎ পরুষমলকং নূনমাগণ্ডলম্বম্।
মৎসম্ভোগঃ কথমুপনয়েৎ স্বপ্নজোঽপীতি নিদ্রা-
মাকাঙ্ক্ষন্তীং নয়নসলিলোৎপীড়রুদ্ধাবকাশাম্॥

তপ্ত নিশ্বাস আনিছে ঘন ঘন
অধর কিশলয়ে সংকোচন,
শুদ্ধ সিনানের রুক্ষ কুন্তল
কাঁপিয়া বিঁধে মুখ অনুক্ষণ।
স্বপনে সাধিবার মিলন-সঙ্গম
গভীর জাগে মনে সুপ্তিরেশ,
তন্দ্রা টুটে তার, নয়নে জলভার
বিরহে দুর্বার—নিশীথ শেষ।

শ্লোক ৩০

শুদ্ধস্নান—রুক্ষস্নান বা তৈলাভ্যঞ্জন বিনা স্নান।

[ একত্রিংশ ]

আদ্যে বদ্ধা বিরহদিবসে যা শিখা দাম হিত্বা
শাপস্যান্তে বিগলিতশুচা তাং ময়োদ্‌বেষ্ট নীয়াম্‌ ।
স্পর্শক্লিষ্টাময়মিতনখেনাসকৃৎ সারয়ন্তীং
গণ্ডাভোগাৎ কঠিনবিষমামেকবেণীং করেণ ॥

বিরহের সেই প্রথম দিবসে
ফেলিয়াছে প্রিয়া পুষ্পসাজ,
সেই হতে বেণী রাখিছে বাঁধিয়া
শুষ্ক-কঠিন, রুক্ষ আজ।
শাপ যবে হবে অবসান—তবে
করিব নিজেই উন্মোচন,
তাই না ভাবিয়া কেশ না খুলিয়া
সহিছে তবু না কত বেদন।
দীর্ঘ অলক পড়িছে যখন
কুসুম-পেলব গণ্ডে তার
অদীর্ণ-নখ দুই বাহু তার
সরায় তখনি বারংবার !

শ্লোক ৩১

স্পর্শক্লিষ্টাম্‌—"স্পর্শে সতি মূলকেশেশু সব্যথাম্‌"—স্পর্শে কেশমূলে বেদনাবোধ—তৈলাভ্যঞ্জন বিনা কেশ এতই রুক্ষ যে স্পর্শমাত্রই বেদনা উদ্রেক করে। কামসূত্রে বামহাতে বিরহিণীর দীর্ঘ নখ রাখার উল্লেখ আছে।

অসকৃৎসারণাৎ—বারবার কেশ অপসারণ। এর দ্বারা চিত্তবিভ্রম সূচিত হচ্ছে ( মল্লিনাথ ) আর একেই প্রণয়ের অষ্টম দশা বলে।

[ বত্রিশ ]

সা সন্ন্যস্তাভরণমবলা পেশলং ধারয়ন্তী
শয্যোৎসঙ্গে নিহিতমসকৃদ্দুঃখদুঃখেন গাত্রম্ ।
ত্বামপ্যস্রং নবজলময়ং মোচয়িষ্যত্যবশ্যং
প্রায়ঃ সর্বো ভবতি করুণাবৃত্তিরার্দ্রান্তরাত্মা ॥

ফেলিছে প্রিয়তমা শীর্ণ তনুলতা
বিলাস-আভরণ সজ্জাহীন,
অসীম দুখভারে শয়নে বারে বারে
দারুণ হেলাভরে, অবলা ক্ষীণ।
অশ্রু অনিবার, বহিবে শতধার
হে নব জলধর, দেখিলে তায়,
করুণারসঘন জানি গো তব মন
আর্দ্র পরদুখে, এমনি হায়।

শ্লোক ৩২

'সন্ন্যস্তাভরণ'—কৃশতাহেতু পরিত্যক্ত আভরণ।

শয্যোৎসঙ্গে নিহিতগাত্র—প্রণয়ের নবম দশা' বা মূর্ছা অবস্থা সূচিত করছে।

শাস্ত্রে প্রণয়ের দশটি অবস্থার উল্লেখ আছে—চক্ষুঃপ্রীতি, মনঃপ্রীতি, সঙ্গ-সংকল্প, অনিদ্রা, কৃশতা, অবসাদ, হ্রী-ত্যাগ, উন্মাদ, মূর্ছা ও মৃত্যু।

বিরহের চরম দশায় উপনীতা প্রিয়ার প্রাণ বার্তাবহ মেঘ সঞ্জীবিত করুক—এটাই যক্ষের একান্ত কামনা।

[ তেত্রিশ ]

জানে সখ্যাস্তব ময়ি মনঃ সম্ভৃতস্নেহমস্মা-
দিত্থম্ভূতাং প্রথমবিরহে তামহং তর্কয়ামি।
বাচালং মাং ন খলু সুভগম্মন্যভাবঃ করোতি
প্রত্যক্ষং তে নিখিলমচিরাৎ ভ্রাতরুক্তং ময়া যৎ ॥

ঐ দেখ, অয়ি মেঘ তব সখীচিত্ত
আমা 'পরে কি দারুণ অনুরাগে লিপ্ত !
বিচ্ছেদ-ছবিখানি পারি তাই আঁকিতে
মোর কল্পনা-তুলিতে।
ভাগ্যের অভিমানে নহি আজ মুখর
নহি তার অকারণ কীর্তন-কাতর,
যত কিছু মোর ভাষিত
সত্য তা, নিমেষেই হবে উদ্ঘাটিত।

শ্লোক ৩৩

'সুভগম্মন্যভাবঃ'—সৌন্দর্যাদি গুণবশতঃ নিজেকে যে পত্নীপ্রিয় বলে মনে করে।

[ চৌত্রিশ ]

**রুদ্ধাপাঙ্গপ্রসরমলকৈরঞ্জনস্নেহশূন্যং**
**প্রত্যাদেশাদপি চ মধুনো বিস্মৃতভ্রূবিলাসম্ ।**
**ত্বয্যাসন্নে নয়নমুপরিস্পন্দি শঙ্কে মৃগাক্ষ্যাঃ**
**মীনক্ষোভাচ্চলকুবলয়শ্রীতুলামেষ্যতীতি ॥**

স্রস্তকেশের ঝাপ্‌টা এসে চোখের কোণে পড়ছে লুটে,
স্নিগ্ধ-কাজল শূন্য-চোখে ভ্রূ-বিলাসের চিহ্ন টুটে।
সুরার স্পৃহা বিরাগ মানি কটাক্ষ আজ রুদ্ধ তার—
ভুবনমোহন অলস-মদির কোথায় সজল দৃষ্টি ভার ?
বন্ধু ! তোমায় নিকট হেরি মৃগনয়না চাইবে প্রিয়া
ঘন-পল্লব-আঁখি-কম্পনে স্পন্দিত ভীরু কোমল হিয়া—
চল-চঞ্চল-মীন-উচ্ছল-জলে চপল কমলমত
প্রস্ফুট হবে সজল নেত্রে চিত্ত-উতল দৃষ্টি যত।

শ্লোক ৩৪

বিরহিণীর রুক্ষ চুল লুটিয়ে পড়ে মুখের উপর, চোখের কোণে—অবরুদ্ধ তাই চোখের প্রসার, যে চোখ এখন অঞ্জনস্নেহশূন্য, আর সুরা পরিহারে ম্লান। তবুও মেঘ-সন্নিধানে সে চোখে দেখা দেবে আবার স্পন্দন। যদিও আলোচ্য শ্লোকে বামভাগের উল্লেখ নেই, তবুও মল্লিনাথের মতে বাম চোখই প্রশস্ত, কারণ,

"বামভাগস্তু নারীনাম্, পুংসাং শ্রেষ্ঠস্তু দক্ষিণঃ।
দানে দেবাদিপূজায়াং স্পন্দেঽলঙ্করণেঽপি চ।"

পুরুষের ডানদিক এবং স্ত্রীদের বামদিক শ্রেষ্ঠ—দানে, দেবপূজায়, স্পন্দনে ও অলঙ্করণে।

আবার নিমিত্তদানে দেখি,

"স্পন্দান্মূর্ধ্নি ছত্রলাভং ভালে পট্টং শুভং দিবি।
ইষ্টপ্রাপ্তিং দৃশোরূর্ধ্বমপাঙ্গে হানিমাদিশেৎ ॥"

**শিরস্পন্দনে রাজছত্রলাভ, ললাট স্পন্দনে শুভলাভ, নয়নের উপরিভাগ স্পন্দনে ইষ্টলাভ ও অপাঙ্গ স্পন্দনে ইষ্টহানি সূচিত হয়। যক্ষের বার্তা দয়িতা শুনতে পাবে অচিরেই—তাই এই শুভ স্পন্দন।**

[ পঁয়ত্রিশ ]

**বামশ্চাস্যাঃ কররুহপদৈর্মুচ্যমানো মদীয়ৈ-**
**র্মুক্তাজালং চিরপরিচিতং ত্যাজিতো দৈবগত্যা ।**
**সম্ভোগান্তে মম সমুচিতো হস্তসংবাহনানাং**
**যাস্যত্যূরুঃ সরসকদলীস্তম্ভগৌরশ্চলত্বম্ ।।**

আমার নখচিহ্নবিহীন
এখন সখীর মেখলা ঐ
মুক্তা-ঝালর-বিবর্জিত
নেহাত ভাগ্য-পরিহাসেই !
দীর্ঘ-রাত্রি-সম্ভোগশেষে
ক্লান্ত প্রিয়ার শ্রান্ত চরণ
ব্যাকুল হতো যত্নে নিতে
আমার হস্ত-সংবাহন ।
সরস শুভ্র কদলীস্তম্ভ
তুল্য সখীর বামোরুদেশ
মিলন-আশার সম্ভাবনায়
তুলবে মৃদু কম্পরেশ ।

শ্লোক ৩৫

কররুহপদৈ—কররুহ—নখ ( যা হাতে জন্মায় ), নখক্ষতচিহ্ন—যক্ষের অনুপস্থিতে সেই চির-পরিচিত, চিরাভ্যস্ত নখক্ষত আর পীড়ন করে না, রতি রহস্যে নখক্ষতের সম্ভাব্য স্থানগুলি উল্লিখিত আছে—

"কণ্ঠ-কক্ষ-কুচপার্শ্ব-ভুজোরঃ শ্রোণিসক্থিষু" । কালিদাসের কালে রমণীরা এবং উচ্চবর্ণের পুরুষরা নখ রাখার পক্ষপাতী ছিলেন বলে অনুমান করা হয় ।

"বামঃ উরুঃ চলত্বং যাস্যতিঃ"—মেঘের দর্শনে প্রিয়ার বাম উরু স্পন্দিত হবে—রমণীদের বাম উরু কাঁপলে অচিরাৎ প্রিয়-মিলনের সুযোগ আসে ।

নিমিত্ত-নিদান বলে,

"উরোঃ স্পন্দাদ্রতিং বিদ্যাদূর্বোঃ প্রাপ্তিং সুবাসসঃ"—এক উরুর স্পন্দনে রতিপ্রাপ্তি ও উভয় উরু স্পন্দনে চারু-বসন প্রাপ্তি ঘটে ।

[ ছত্রিশ ]

তস্মিন্ কালে জলদ যদি সা লব্ধনিদ্রাসুখা স্যা
দন্বাস্যৈনাং স্তনিতবিমুখো যামমাত্রং সহস্ব।
মা ভূদস্যাঃ প্রণয়িনি ময়ি স্বপ্নলব্ধে কথঞ্চিৎ
সদ্যঃ কণ্ঠচ্যুতভুজলতাগ্রন্থি গাঢ়োপগূঢ়ম্।

বিহ্বল অবলার বেদনা অনিবার
বারেক যদি দেখ সুপ্তিরেশ,
বন্ধুর প্রার্থনা করি হে মার্জনা
রহিও যামাবধি বরিয়া ক্লেশ।
বিচ্ছেদে দুর্ভর ব্যথিত জর্জর
তন্দ্রা ঘোর যদি দৈবে পায়
স্বপনে তারি ঘন বাহুর বন্ধন
কণ্ঠ হ'তে যেন টুটে না যায়!

শ্লোক ৩৬

'যামমাত্র'—প্রহরমাত্র।

রতিরহস্যের উল্লেখ করে মল্লিনাথ বলছেন, "শক্তয়োরেকবারসুরতস্য যামাবধিকাতত্বাৎ স্বপ্নেঽপি তথা ভাবিতব্যম্"। সক্ষম ও তরুণ দম্পতির মিলন প্রহরাকাল স্থায়ী হতে পারে, স্বপ্নেও তাই হবে—মেঘ যেন গর্জনে নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়ে তাকে বঞ্চিত না করে। কিন্তু এই স্বপ্নরমণ প্রহরব্যাপী বা দীর্ঘ তিন ঘণ্টা স্থায়ী হতে পারে কিনা বিবেচ্য।

[ সাঁইত্রিশ ]

তামুত্থাপ্য স্বজলকণিকাশীতলেনানিলেন ।
প্রত্যাশ্বস্তাং সমমভিনবৈর্জালকৈর্মালতীনাম্ ॥
বিদ্যুদ্গর্ভঃ স্তিমিতনয়নাং ত্বৎসনাথে গবাক্ষে
বক্তুং ধীরঃ স্তনিতবচনৈর্মানিনীং প্রক্রমেথাঃ ॥

প্রত্যূষ-সমীরণ আনিয়া শিহরণ
যেমন মালতীর ফুটায় চোখ,
হায়, মোর কান্তার জড়িমা তন্দ্রার
সজলমৃদুবায়ে বিদূর হোক্ ।
বিচ্ছেদে নিশ্চল-নয়না আঁখিজল
মেলিবে বাতায়নে যেথায় রও,
গর্জন মন্থরি' তড়িৎ সম্বরি'
বন্ধু ! আলাপনে বচন কও ।

শ্লোক ৩৭

অনিলেন উত্থাপ্য—প্রভাত-সমীরণের মৃদু স্পর্শে জাগাইবে । এতে যক্ষকান্তার প্রভুত্বের একটি ব্যঞ্জনা প্রকাশ পাচ্ছে । ভোজরাজের উক্তি তুলে মল্লি বলছেন—

"মৃদূনি মর্দনি পাদে শীতলৈর্ব্যজনৈস্তনৌ ।
শ্রুতো চ মধুরৈর্গীতৈঃ নিদ্রাতো বোধয়েৎ প্রভু ॥"

অর্থাৎ পায়ে মৃদুমর্দন, বুকে শীতল ব্যজন বা মধুর গীতধ্বনি—এই হল প্রভুস্থানীয় ব্যক্তিদের ঘুম ভাঙাবার উপায় ।

বিদ্যুৎগর্ভঃ—বিদ্যুৎ যেখানে অন্তর্লীন । বিদ্যুৎ থাকবে মেঘের সঙ্গে, কিন্তু থাকবে অন্তঃস্থ—কারণ তার স্ফুরণে, "দৃষ্টি প্রতিঘাতেন বক্তুর্মুখাবলোকন-প্রতিবন্ধকত্বাৎ ন দ্যোতিতব্যম্ ।" ( মল্লিনাথ )

—প্রতিহত দৃষ্টির জন্য বক্তার মুখ সুস্পষ্ট দেখতে পাবে না ।

[ আটত্রিশ ]

ভর্তুর্মিত্রং প্রিয়মবিধবে বিদ্ধি মামম্বুবাহং
তৎসন্দেশৈর্হৃদয়নিহিতৈরাগতং ত্বৎসমীপম্ ।
যো বৃন্দানি ত্বরয়তি পথি শ্রাম্যতাং প্রোষিতানাং
মন্দ্রস্নিগ্ধৈর্ধ্বনিভিরবলাবেণিমোক্ষোৎসুকানি ॥

অম্বুবাহ আমি জানিও শুভকামী
তোমারি পতি মম আপন জন,
বার্তা তারি সবে বহেছি, অবিধবে,
শুনিলে তুমি তব পুরিবে মন।
বিরহে-বাঁধা-বেণী খুলিতে প্রেয়সীর
প্রবাসী কামহত—উতল, হায়,
গভীর গুরু গুরু তখনি ধ্বনি শুনি
ভুলিয়া পথশ্রম দ্বিগুণ ধায়।

শ্লোক ৩৮

অবিধবে—জীবিতভর্তৃকা, এতে অমঙ্গল বার্তা-প্রদানে নিবৃত্তি-দ্যোতনা ব্যঞ্জিত হচ্ছে—মেঘ প্রথমেই এই সম্বোধনের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেবে যে তার পতি এখনও জীবিত এবং ধীরে ধীরে তাকে আশ্বস্ত করে শোনাবে তার বার্তা।

এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মল্লিনাথ বলছেন মেঘেরই ভাষায়—"ন কেবলমহং বার্তাহরঃ, কিন্তু ঘটকোঽপি বা"—আমি কেবল বার্তাবহ নই, ঘটকও। আমারই সাহায্যে বিচ্ছিন্ন দম্পতির মিলন ঘটে। আমি যখন পান্থজনেরও সহায়ক, তখন যক্ষেরও উপকারী বন্ধু।

[ ঊনচল্লিশ ]

ইত্যাখ্যাতে পবনতনয়ং মৈথিলীবোন্মুখী সা
ত্বামুৎ কণ্ঠোচ্ছ্বসিতহৃদয়া বীক্ষ্য সম্ভাব্য চৈবম্ ।
শ্রোষ্যত্যস্মাৎ পরমবহিতা সৌম্য সীমন্তিনীনাং
কান্তোদন্তঃ সুহৃদুপনতঃ সংগমাৎ কিঞ্চিদূনঃ ॥

এ কথা প্রেয়সীরে বলিলে তুমি ধীরে
নয়ন-সমাদর পাইবে স্থির,
দৃষ্টি প্রীতি ঘন যেমনে পড়েছিল
শ্রীরামদূতপরে মৈথিলীর
পরম সুখভরে চাহিবে তোমাপানে
শুনিবে মোর কথা, ভুলিতে দুখ—
সুহৃদ-সুভাষিত দয়িত কথাকলি
সতীর প্রাণে আনে মিলন-সুখ ।

শ্লোক ৩৯

"পবনতনয়ং মৈথিলীবোন্মুখী সা"—পূর্বমেঘে প্রথম শ্লোকে এবং এই শ্লোকের বাক্যাংশে কয়েকটিমাত্র পদের সামর্থ্যে, সীতাবিরহ-কাতর শ্রীরামচন্দ্র এই রামগিরি হতেই হনুমানের মুখে লংকায় সংবাদ পাঠিয়েছিলেন—এইটি মনে করে যক্ষ নিজপ্রিয়ার নিকট মেঘের মুখে সংবাদ পাঠাচ্ছে, এই মত অনেকে প্রকাশ করেন। এটাও লক্ষণীয় সীতা ও হনুমানের উল্লেখে যক্ষপ্রিয়ার পাতিব্রতা ও মেঘের দৌত্য বা দূত-গুণ সম্পত্তি ব্যঞ্জিত হচ্ছে। (মল্লিনাথ)

"রসাকরে" নারীর নিকট প্রেরণীয় দূতের গুণ সম্বন্ধে বলা হচ্ছে ঃ

"ব্রহ্মচারী বলী ধীরো মায়াবী মানবর্বর্জিতঃ
ধীমানুদারো নিঃশঙ্কো বক্তা দূতঃ স্ত্রিয়াং ভবেৎ ॥"

কিন্তু মেঘের মধ্যে প্রথম গুণটি ব্যতীত আর সকল গুণই বর্তমান।

[ চল্লিশ ]

তামায়ুষ্মন্মম চ বচনাদাত্মনশ্চোপকর্তুং
ব্রূয়া এবং তব সহচরো রামগির্যাশ্রমস্থঃ ।
অব্যাপন্নঃ কুশলমবলে পৃচ্ছতি ত্বাং বিযুক্তঃ
পূর্বাভাষ্যং সুলভবিপদাং প্রাণিনামেতদেব ॥

জীমূত বংশের গরিমা তুমি মেঘ,
পূরাও প্রার্থনা আয়ুষ্মান ;
আপন উপকার সাধিয়া বোলো তারে
রেখেছে পতি তব এখন প্রাণ ।
কোথায় রামগিরি দীর্ঘ দিবানিশি
যদিও কাটে দুখে সঙ্গীহীন
বিপদ মানুষের সুলভ মানি, সখি
কুশলতরে তবু এসেছি, দীন ।

শ্লোক ৪০

আয়ুষ্মন্—প্রশংসায় 'মতুপ্'—পরোপকার হেতু যার আয়ু শ্লাঘনীয় । "আত্মনঃ উপকর্তুং—নিজের উপকারে । মল্লিনাথ ভারবী থেকে বলছেন, "সালক্ষ্মীরূপা কুরুতে যয়া পরেষাং" অর্থাৎ পরের উপকারেই লক্ষ্মীলাভ । আর শ্রীহর্ষ—"সাধূনামুপকর্তুং লক্ষ্মীং দ্রষ্টুং বিহয়সা গন্তুম্ । ন কুতূহলি কস্য মনশ্চরিতঞ্চ মহাত্মনাং শ্রোতুম্ ।" অর্থাৎ সাধুদের উপকার সাধন, লক্ষ্মী অর্জন বা আকাশবিহার কার না ঈপ্সিত ?

সুতরাং এই পরোপকারের জন্য অনন্তপুণ্য ও আকাশবিচরণরূপ সুখ যুগপৎ মেঘের লাভ হবে ।

যক্ষিণী অবলা, কুসুম-কোমল হৃদয় তার পারে না সইতে এই দুর্ভর বিরহ-বেদনা-ভার, হয়ত তার পরমপ্রিয় যক্ষও কোনমতে প্রাণধারণ করে আছে রামগিরি পাহাড়ে—যেখানে শোনে না সে প্রিয়া-সমাচার, জানে না কোন বার্তা—তাই প্রথমেই নিবেদন করছে মেঘমুখে তার কুশল, 'অবিধবে' সম্বোধনের মাধ্যমে ।

[ একচত্বারিংশ ]

অঙ্গেনাঙ্গং প্রতনু তনুনা গাঢ়তপ্তেন তপ্তং
সাস্রেনাশ্রুদ্রুতমবিরতোৎকণ্ঠমুৎকণ্ঠিতেন।
উষ্ণোচ্ছ্বাসং সমধিকতরোচ্ছ্বাসিনা দূরবর্তী
সংকল্পৈস্তৈর্বিশতি বিধিনা বৈরিণা রুদ্ধমার্গঃ॥

কোথায় সহচর, কত না দূরে রয়
দৈব প্রতিকূল, রুদ্ধ পথ—
বিরহে কৃশতনু পুড়িছে অহরহ
সঘন নিঃশ্বাস—অগ্নিবৎ।
তপ্তধারা বহে নয়নে দুর্বার
অসীম উদ্বেগ, হৃদয় ছায়
তোমারো সেই দশা করিয়া কল্পনা
তাই ও দেহ দেহে মিশাতে চায়।

এ জগতে কি দেবতা বা যক্ষ বা মানুষ—সর্বজীবের বিপদ পদে পদে, মরণশীল তারা—সে ক্ষেত্রে প্রিয়ার কুশল জিজ্ঞাসা অবশ্যই তার প্রথম কৃত্য।

বাল্মীকি রামায়ণেও দেখি, দূতোত্তম মহাবীর মৈথিলীকে বলছে "প্রভু রামচন্দ্রের সংবাদ নিয়ে আমি এসেছি, তাঁর কুশল নিবেদন করে তিনি জানতে চান আপনার কুশল বার্তা।

শ্লোক ৪১

"অবিরতোৎ কণ্ঠম্"—অবিচ্ছিন্ন বেদনা।

উষ্ণোশ্বাস—তীব্র নিঃশ্বাস।

"তিগ্মং, তীক্ষ্ণং, সরং, তীব্রং, চণ্ডমুষ্ণম্ পটু, স্মৃতম" (হলায়ুধ)।

এখানে সমানানুরাগিত্বের দ্যোতনায় নায়ক-নায়িকার সমান অবস্থা বর্ণিত হয়েছে—যক্ষ তার প্রিয়ার দেহের সঙ্গে নিজের দেহ মিশাতে চায়, এক করতে চায়—এটা প্রণয়ের তৃতীয় দশা।

[ বিয়াল্লিশ ]

শব্দাখ্যেয়ং যদপি কিল তে যঃ সখীনাং পুরস্তাৎ
কর্ণে লোলঃ কথয়িতুমভূদাননস্পর্শলোভাৎ ।
সোঽতিক্রান্তঃ শ্রবণবিষয়ং লোচনাভ্যামদৃশ্য-
স্ত্বামুৎকণ্ঠাবিরচিতপদং মন্মুখেনেদমাহ ॥

বলা যায় যেই কথা সখীদের সামনে
চুপি চুপি বলিত সে তাই তব কর্ণে
ছল্ করি অনুখন শুধু পেতে সরস
তব চারু আননের পরশ ।
সে যে আজ দূরে থাকি বিরহতে দগ্ধ,
অগোচরে রহি তার বাণী সব স্তব্ধ
মনে পড়ে অতীতের কত ইতিবৃত্ত
শোক আর বহে না যে চিত্ত ।
কাছে থাকি তবু যার মিটিত না কামনা,
ক্ষণিকের বিচ্ছেদ দিত যাকে বেদনা
উদ্বেগে তাই সে যে হৃদয়ের বারতা
পাঠায়েছে মোর মুখে—শোন তা ।

শ্লোক ৪২

লোল—লালস, "লোলুপো, লোলুভো, লোলো, লালসো, লম্পটোঽপি চ" ( যাদব )

এই শ্লোকে বিরহিত যক্ষের চরম দুর্দশার কথা বর্ণিত—যে চুম্বনের লোভে, সকলের সামনে উচ্চার্য কথাও প্রিয়ার কানে কানে বলত, আর আজ উৎকণ্ঠাপূর্ণ হৃদয়ের গোপন কথাই নিবেদন করতে হচ্ছে তাকে অপরের মুখ দিয়ে ।

"উৎকণ্ঠা" শব্দ বাংলাভাষায় যে অর্থে ব্যবহার হয়, এখানে কিন্তু তার

[ তেতাল্লিশ ]

শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণী প্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং
বক্তচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্ ।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্
হন্তৈ কস্মিন্ ক্বচিদপি ন তে চণ্ডি সাদৃশ্যমস্তি ।।

চণ্ডি, শোনো তবে হেরিতে বরতনু
ছুটিয়া যাই শ্যামালতার পানে,
নয়নে ঢলঢল চাহনি চঞ্চল
খুঁজি যে হরিণীর চকিত আঁখে
অতুল মুখশোভা চন্দ্রে নেহারিতে
ময়ূর-কলাপেতে কেশের পাশ,
মন্দ-তটিনীর কুন্দ ফেন-মাঝে
বৃথা যে খুঁজে মরি, ভ্রূ-বিলাস।

অর্থ ভিন্ন—যেটা পেতে একজন ব্যাকুল, অথচ পাচ্ছে না—সেই না-পাওয়ার জন্য যে অসহ বেদনা, তারই নাম উৎকণ্ঠা ঃ

"রাগে ত্বলব্ধবিষয়ে বেদনা মহতী তু যা।
সংশোষণী তু গাত্রানাং তামুৎকণ্ঠাং বিদুর্বুধাঃ।"

শ্লোক ৪৩

সদৃশ-প্রতিকৃতি—স্বপ্নদর্শন—তদঙ্গস্পৃষ্ট—স্পর্শাখ্যাশ্চত্বারো বিরহিণাং বিনোদোপায়ঃ" ( গুণপতাকা ) অর্থাৎ

সদৃশ, প্রতিকৃতি, স্বপ্নদর্শন ও অঙ্গস্পৃষ্ট-স্পর্শ—এগুলি বিরহিনীর অপূর্ব বিরহ-বিনোদনের পথ। রূপাতীতা সুন্দরীর সামান্যতম অংশও সদৃশ বস্তুতে দর্শনের জন্য যক্ষ নিতান্ত উৎকণ্ঠিত।

শ্যামা—প্রিয়ঙ্গুলতিকা, প্রিয়দর্শিকা ( মল্লিনাথ মধ্যযৌবনা নারী বলছেন )।

চণ্ডী—কোপনা, ( ক্রুদ্ধা )—এই সম্বোধনের ব্যাখ্যায় মল্লিনাথ বলছেন, "উপমানকথন্ মাত্রেন ন কোপিতব্যামিতি ভাবঃ"—জগতে কোন কিছুই

[ চুয়াল্লিশ ]

ত্বামালিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়া-
মাত্মানং তে চরণপতিতং যাবদিচ্ছামি কর্তুম্ ।
অস্রৈস্তাবন্মুহুরুপচিতৈর্দৃষ্টিরালুপ্যতে মে
ক্রূরস্তস্মিন্নপি ন সহতে সংগমং নৌ কৃতান্তঃ ।।

প্রণয় কলহেতে কপট ক্রোধভরে
কপোল যদি হ'ত আরক্তিম্,
ভাঙাতে মান তব চরণ-পল্লবে
লুটাত মোর দেহ সভঙ্গীম ।
বিরহে দুর্বার, তাই না বারে বার
আঁকিতে চায় আজ আকুল-মন,
রক্তগিরিরেণু লেপিয়া পাষাণেতে
সুচারু ছবি সেই সম্মোহন ।
স্বপন-কল্পনা-মিলন-সম্ভোগ
সহে না বিধি তবু, নিঠুর ঘোর
দৃষ্টি অনিবার লুপ্ত একাকার
ভেদিয়া নয়নের অশ্রুলোর ।

যক্ষকান্তার অনুপম সৌন্দর্যের তুলনীয় নয়, শেষ চরণের এ কথা মনে রেখে তুলনামূলক বিচারে যক্ষ প্রিয়ার কাছে সত্যই বিব্রতবোধ করছে ।

শ্লোক ৪৪

ধাতুরাগৈঃ—গৈরিকাদি রঞ্জকদ্রব্য, গেরিমাটি ।

শিলাগাত্রে পত্নীর আলেখ্য-অঙ্কনের পর সেই চিত্রিত মূর্তির পদতলে যক্ষ নিজের প্রতিকৃতি রূপায়িত করার চেষ্টা করত—সত্যকার মিলনের অভাবে চাইত, ছবিতে ছবিতে দু'জনের মিলন ।

[ পঁয়তাল্লিশ ]

মামাকাশপ্রণিহিতভুজং নির্দয়াশ্লেষহেতো-
র্লব্ধায়াস্তে কথমপি ময়া স্বপ্নসন্দর্শনেষু।
পশ্যন্তীনাং ন খলু বহুশো ন স্থলীদেবতানাং
মুক্তাস্থূলাস্তরুকিশলয়েষ্বশ্রুলেশাঃ পতন্তি ॥

স্বপ্নে যদি পাই গো দেখা
এই না ভেবে তন্দ্রা যাই,
শূন্যে নিবিড় আলিঙ্গনে
ধরতে ব্যাকুল হাত বাড়াই
এই নিদারুণ মর্মদাহে
বনস্থলীর দেবতা যত
অশ্রু ফেলেন ক্লিষ্ট প্রাণে
পল্লবে স্থূল মুক্তা মত।

শ্লোক ৪৫

যক্ষের অসহ বিরহবিধুর অবস্থা দর্শনে বনদেবতারা সমবেদনায় ক্রন্দন করেন, তরু-পল্লবে মুক্তার মত স্থূল অশ্রুকণা টপ্‌টপ্‌ করে পড়ে—চোখের জল, পূজনীয়দের অশ্রুবিন্দু (মহাত্মা, গুরু ও দেবতাদের) মাটিতে পড়লে অকল্যাণ (দেশভ্রংশ মহাদুঃখ ও মৃত্যু) হয়—সেইজন্য রমণীরা যেমন অঞ্চল দ্বারা মোচন করেন নয়নাশ্রু, দেবতারাও তেমনি ফেলেন তাঁদের অশ্রুবিন্দু তরুপল্লবে—"না বুঝে লোকে বলে শিশিরপড়া জল।"

সুতরাং দেবাশ্রু ভূমিস্পর্শ না করায় যক্ষের পক্ষে সুলক্ষণ।

[ ছেচল্লিশ ]

ভিত্ত্বা সদ্য কিশলয়পুটান্ দেবদারুদ্রুমাণাং
যে তৎ ক্ষীরস্রুতিসুরভয়োঃ দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ।
আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতী ময়া তে তুষারাদ্রিবাতাঃ
পূর্বং স্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি ॥

এই বাদলের হিমেল কণায়
দেবদারুরা স্পর্শকাতর,
কিশলয়ের বক্ষ চিরে
ক্ষীরের ধারা পড়ছে অঝোর।
দখিনে তার গন্ধ ভাসে
হয়ত প্রিয়ার অঙ্গ-ছোঁওয়া,
তাইত ছুটি সুলক্ষণে
আলিঙ্গিতে পাগল্-হাওয়া ॥

শ্লোক ৪৬

গুণপতাকায় উদ্ধৃত বিরহবিনোদনের যে চার অবস্থা—"সদৃশ, প্রতিকৃতি, স্বপ্নদর্শন ও অঙ্গস্পৃষ্ট-স্পর্শ"—তার সবগুলিই ৪৩ থেকে ৪৬ পর্যন্ত শ্লোকে বিবৃত হয়েছে। প্রিয়ঙ্গুলতিকায় তাই যক্ষ প্রিয়ার সাদৃশ্য খোঁজে, প্রস্তরশিলায় তার ছবি আঁকে, স্বপ্নে প্রগাঢ় আলিঙ্গনের দৃশ্য দেখে আর শেষে প্রিয়ার অঙ্গ-স্পৃষ্ট বায়ুকে আলিঙ্গন করতে ছোটে।

[ সাতচল্লিশ ]

সংক্ষিপ্যেত ক্ষণ ইব কথং দীর্ঘযামা ত্রিযামা
সর্বাবস্থাস্বহরপি কথং মন্দমন্দাতপং স্যাৎ।
ইত্থং চেতশ্চটুলনয়নে দুর্লভপ্রার্থনং মে
গাঢ়োষ্মাভিঃ কৃতমশরণং ত্বদ্বিয়োগব্যথাভিঃ ॥

পন্থা অগোচর, কেমনে করি ঘোর
ত্রি-যামা বিভাবরী সংকোচন,
বিরহে দিবসের আতপ-বিকিরণ
করিবে কে গো হ্রাস, দহিছে মন।
মানি যে দুর্লভ, এ মোর প্রার্থনা
স্বস্তি দিবে মোরে কোন্ সে জন?
তবুও ক্ষণে ক্ষণে চটুল প্রেক্ষণে
বিয়োগব্যথাভরে মাগি শরণ।

শ্লোক ৪৭

ত্রিযামা—রাত্রি।

দিনে আর রাত্রে চারটি করে যাম আছে কিন্তু "আদ্যন্তয়োরর্ধযাময়োঃ, দিনব্যবহারাৎ ক্রিয়ামেতি।" (ক্ষীরস্বামী) অর্থাৎ রাত্রির প্রথম ও শেষ যামার্ধ কার্যত দিনের অংশ বলে— এর অপর নাম ত্রিযামা।

[ আটচল্লিশ ]

নন্বাত্মানং বহুবিগণয়ন্নাত্মনৈবাবলম্বে
তৎ কল্যাণি ত্বমপি নিতরাং মা গমঃ কাতরত্বম।
কস্যাত্যন্তং সুখমুপনতং দুঃখমেকান্ততো বা
নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ॥

সান্ত্বনা দিই অনেক ভেবে
মনকে নিজের নিজেই আমি,
লক্ষ্মি, আমার কল্যাণি গো,
থেকো না কাতর দিবস-যামী।
চিরন্তন সুখ নহে যে
দুঃখ নয়ও অবিশ্রান্ত,
ঘুরছে দশা চাকার মতই
উপর-নীচে অনাদ্যন্ত।

শ্লোক ৪৮

কল্যাণি—সুভগে,—মল্লির মতে "ত্বৎ সৌভাগ্যেনৈব জীবামিতি" অর্থাৎ তোমার সৌভাগ্যেই আমার জীবন। এই শ্লোকে যক্ষের শুভ-বুদ্ধি ও ধৈর্যের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। তার করুণ অবস্থার বিবরণে সেই বিষাদিনী যাতে অপ্রকৃতিস্থা না হয়, তাই এই ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা।

[ ঊনপঞ্চাশ ]

শাপান্তো মে ভুজগশয়নাদুত্থিতে শার্ঙ্গপাণৌ
শেষান্ মাসান্ গময় চতুরো লোচনে মীলয়িত্বা।
পশ্চাদাবাং বিরহগণিতং তং তমাত্মাভিলাষং
নির্বেক্ষ্যাবঃ পরিণতশরচ্চন্দ্রিকাসু ক্ষপাসু ।।

দীর্ঘশেষ-শয্যা ত্যজি'
উঠলে জেগে শার্ঙ্গপাণি,
অন্ত হবে পুণ্যক্ষণে
সেই সে দিনে শাপটি জানি ;
চোখ্‌টি বুজে কান্তা তবে
কাটাও ক্লেশে চতুর্মাস
পুঞ্জীভূত বেদনা মনের
তখন বিধি করবে নাশ।
মুক্ত-মেঘের চন্দ্রলেখায়
শরৎ যখন উম্ঘাটিত,
মিলন-কালের স্বপন-সুখে
করব হৃদয় রোমাঞ্চিত।

শ্লোক ৪৯

শার্ঙ্গপাণি—শার্ঙ্গ নামে ধনু হস্তে যার—বিষ্ণু। অনন্ত বা শেষ নাগ বিষ্ণুর শয্যা। এখানে বিষ্ণু নিদ্রিত থাকেন বর্ষার চার মাস ( ১১ই আষাঢ় থেকে ১১ই কার্তিক পর্যন্ত, তিনি উঠেন কার্তিকের শুক্লা একাদশীতে ) অতএব আষাঢ়ের প্রথম দিন থেকে ধরলে শাপান্তের প্রকৃত দিন হবে ১লা কার্তিক, অতএব অতিরিক্ত দশদিনের ব্যাপার অনুল্লিখিত—মল্লির লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি।

[ পঞ্চাশ ]

ভূয়শ্চাহ ত্বমপি শয়নে কণ্ঠলগ্না পুরা মে
নিদ্রাং গত্বা কিমপি রুদতী সস্বরং বিপ্রবুদ্ধা ।
সান্তর্হাসং কথিতমসকৃৎ পৃচ্ছতশ্চ ত্বয়া মে
দৃষ্টঃ স্বপ্নে কিতব রময়ন্ কামপি ত্বং ময়েতি ।।

কহিও প্রেয়সীরে, বন্ধু, অতীতের
নিগূঢ় কথা এক সংগোপনে,
কণ্ঠ ধরি মোর সহসা ঘুম-ঘোরে
ভরিলে সুখ-নিশা সক্রন্দনে ।
উঠিলে কেন কাঁদি, এ মধু যামিনীতে ?
কহিলে, মৃদুহাসে লজ্জালীন,
স্বপনে হেরিলাম তোমারে শঠ্, কোন
চটুলবনিতার সঙ্গাসীন্ ।

শ্লোক ৫০

দূতের বিশ্বাসযোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ পাঠাতে হয় তারই মুখে কোন গূঢ় অভিজ্ঞান, কোনো কথা, যা প্রেরক ও প্রাপক ভিন্ন অন্যের অবিদিত ।

'সান্তর্হাসম্'—মনোগত হাস্যে ( জাগরণের পরে স্বপ্নবিবরণের অলীকত্বে ) । জেগে উঠে নিজের ভুল বুঝে যক্ষবধূর হাস্যের কারণ, সুখ ও লজ্জা তাই গোপন করতে চায় স্বামীর কাছে ।

] একান্ন ]

এতস্মান্মাং কুশলিনমভিজ্ঞানদানাদ্ বিদিত্বা
মা কৌলীনাদসিতনয়নে ময্যবিশ্বাসিনী ভূঃ।
স্নেহানাহুঃ কিমপি বিরহে ধ্বংসিনস্তে ত্বভোগা-
দিষ্টে বস্তুন্যুপচিতরসাঃ প্রেমরাশীভবন্তি ॥

থাক্‌বে অটল বিশ্বাসে স্থির—
নীল-নয়নে, আমার পরে,
ভিন্ন যত অভিজ্ঞানে
বার্তা পাঠাই কুশল-তরে।
দীর্ঘকালের অদর্শনে
মন্দলোকের তিক্ত-ভাষে,
কান না দিয়ে, জানবে প্রিয়ে,
চিত্ত হতে প্রেম না নাশে।
পূর্ণ হলে সম্ভোগকাল
বন্যা প্রেমের শুকায়ে যায়,
হৃদয়পাত্র উঠবে ভরে
বিচ্ছেদেরি রিক্ততায়।

শ্লোক ৫১

কৌলীনাৎ—লোকপ্রবাদ হ'তে—

"ময়ি অবিশ্বাসিনী মাভূঃ"—এর দ্বারা যক্ষের বক্তব্য—আমার বিষয়ে মরণশঙ্কিনী থেকো না বা পূর্বস্নেহের নিবৃত্তি হয়েছে দীর্ঘ বিরহে এ আশঙ্কাও কোরো না। ( মল্লিনাথ ) লোকপ্রবাদ যে বিরহে স্নেহ যায় শুকিয়ে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঘটে তার বিপরীত। ভোগের সময় যে স্নেহ—থাকে শতমুখ, বিচ্ছেদ-কালে পরিণত হয় তাই সহস্রমুখে—মিলন কালের সেই স্নেহ পর্যবসিত হয় অপরিমেয় প্রেমরাশিতে। স্নেহ আর প্রেমের অবস্থাভেদ বিচারে দেখি যে অসহবিরহভারে স্নেহ ধীরে রূপান্তরিত হয় প্রেমে। রসাকর থেকে মল্লিনাথ প্রেমের সাতটি পর্যায় তুলে ধরেছেন।

[ বাহান্ন ]

আশ্বাস্যৈবং প্রথমবিরহোদগ্রশোকাং সখীং তে
শৈলাদাশু ত্রিনয়নবৃষোৎখাতকূটান্নিবৃত্তঃ।
সাভিজ্ঞানপ্রহিতকুশলৈস্তদ্বচোভির্মমাপি
প্রাতঃকুন্দপ্রসবশিথিলং জীবিতং ধারয়েথাঃ ॥

প্রথম, দুর্ভর-বিরহ-শোকভারা
সখীরে প্রিয়ভাষে আশ্বাসিও,
মহেশ-বাহনের শৃঙ্গ-উৎখাতে
ক্লিষ্ট গিরি ত্বরা উত্তরিও।
কুশল বচনের জানিয়া উত্তর
চিহ্ন তারি কোন—আনিবে ঠিক্
প্রভাতবাতাহত কুন্দকলিসম
মথিত হিয়া মম হারায় দিক্।

"আলোকনাভিলাষৌ রাগস্নেহৌ ততঃ প্রেমাঃ
রতিশৃঙ্গারৌ যোগে বিয়োগতো বিপ্রলম্ভশ্চ ॥

অর্থাৎ—আলোকন ( চোখে-দেখা ) অভিলাষ, রাগ, স্নেহ, প্রেম, রতি, শৃঙ্গার—এই ক্রম অনুসারে প্রেমিক বা প্রেমিকার বিরহ অবস্থা হয় অসহনীয়।

শ্লোক ৫২

প্রাতঃকুন্দ—প্রভাতের কুন্দ—এই ফুল হেমন্তের। প্রভাতে কুন্দফুলগুলি শিথিল অবস্থায় বৃন্তে থাকে, কিন্তু শিউলির মত একেবারে বৃন্তচ্যুত হয় না।

[ তিপ্পান্ন ]

কচ্চিৎ সৌম্য ব্যবসিতমিদং বন্ধুকৃত্যং ত্বয়া মে
প্রত্যাদেশান্ন খলু ভবতো ধীরতাং কল্পয়ামি।
নিঃশব্দোঽপি প্রদিশসি জলং যাচিতশ্চাতকেভ্যঃ
প্রত্যুক্তং হি প্রণয়িষু সতামীপ্সিতার্থক্রিয়ৈব ॥

সৌম্য ! তব নিঃস্ব সখার
বন্ধুকৃত্য ক[illegible]নি,
নিরুত্তরে থাকোও যদি,
তর্কে কিছুই ফল না মানি।
নীরব তব সেচনধারায়
চাতকেরই তৃষ্ণানাশ,
কর্মযোগে পূরাও, মহৎ,
প্রার্থীজনের মনের আশ।

শ্লোক ৫৩

ধীরতা—গম্ভীরতা, নির্ভরতা।

প্রশান্তভাবে মেঘ যক্ষের সব প্রার্থনা শুনলো, কিন্তু তবু সে থাকে নীরব। কিন্তু তার এই নীরবতায় যক্ষ কিন্তু বিহ্বল নয় আদৌ, সে যে অনুরোধ রাখবে, এ বিষয়ে যক্ষ স্থির বিশ্বাসী। কারণ সে জানে

"গর্জতি শরদি ন বর্ষতি, বর্ষতি বর্ষাসু নিঃস্বনো মেঘঃ।
নীচো বদতি ন কুরুতে, ন বদতি সুজনঃ করোত্যেব ॥"

অর্থাৎ—শরতে মেঘ গর্জন করে, বর্ষণ করে না, বর্ষার মেঘ কিন্তু গর্জন বিনাও বর্ষণ করে। নীচজন কথা বলে, কাজ করে না আর সুজন কাজ করে কথা না বলে। তাই পিপাসাকাতর কণ্ঠে চাতক চায় যখন জল, মেঘ দান করে নিঃশব্দেই। অর্থাৎ—যক্ষ নিশ্চিত যে তার প্রার্থনা মেঘই পূরণ করবে—পরোপকারই মহতের ধর্ম।

[ ছয়ান্ন ]

এতৎ কৃত্বা প্রিয়মনুচিতপ্রার্থনাবর্তিনো মে
সৌহার্দাদ্ বা বিধুর ইতি বা ময্যনুক্রোশবুদ্ধ্যা
ইষ্টান্ দেশান্ জলদ বিচর প্রাবৃষা সম্ভৃতশ্রী-
র্মাভূদেবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগঃ ॥

বন্ধু-স্নেহের ফল্গুধারায়
অভিশাপের তপ্তজ্বালায়
দগ্ধ, বিধুর প্রার্থনা মোর
তিক্ত হলেও পুরিয়ে সেথায়,
বর্ষাস্নাত তনুশ্রীতে
ইচ্ছা যেথায় কোরো বিহার,
ক্ষণেক যেন সৌদামিনীর
সইতে না হয় বিরহভার।

শ্লোক ৫৪

অনুচিৎ প্রার্থনা—যক্ষ জানে যে তার প্রার্থনা অনুচিত, বহু পথশ্রম স্বীকার করে মেঘকে যেতে হবে দৌত্যকাজে সেই সুদূর অলকায়।

কাব্যের শেষে মল্লিনাথ সারস্বতালংকার থেকে উদ্ধৃত করে বলছেন

"অন্তে কাব্যস্য নিত্যত্বাৎ কুর্যাদাশীষ উত্তমান।
সর্বত্র ব্যাপ্যাতে বিদ্বান, নায়কেচ্ছানুরূপিনীম্ ॥"

অর্থাৎ কাব্যের শেষে নায়কের ইচ্ছানুসারে সর্বজনের প্রতি একটি আশীর্বাদ উচ্চারণীয়। তাই যক্ষ কায়মনবাক্যে প্রার্থনা করে বিদ্যুৎপ্রিয়ার সঙ্গে তিলেকের জন্যও মেঘের যেন বিচ্ছেদ না ঘটে। পাঠকদের কাছে কবিরও এই শুভকামনা।